ভ্রান্তিবিলাস

BANGLADARSHAN.COM

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

॥ভ্রান্তিবিলাস॥

প্রথম পরিচ্ছেদ

হেমকুট ও জয়স্থল নামে দুই প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজ্য ছিল। দুই রাজ্যের পরস্পর ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে জয়স্থলে এই নৃশংস নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়, হেমকূটের কোনও প্রজা বাণিজ্য বা অন্যবিধ কার্যের অনুরোধে জয়স্থলের অধিকারে প্রবেশ করিলে, তাহার গুরুতর অর্থদণ্ড, অর্থদণ্ডপ্রদানে অসমর্থ হইলে প্রাণদণ্ড, হইবেক। হেমকূট রাজ্যেও জয়স্থলবাসী লোকদিগের পক্ষে অবিকল তদ্রূপ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়। উভয় রাজ্যই বাণিজ্যের প্রধান স্থান। উভয় রাজ্যের প্রজারাই উভয়ত্র বিস্তারিত রূপে বাণিজ্য করিত। এক্ষণে, উভয় রাজ্যেই উল্লিখিত নৃশংস নিয়ম ব্যবস্থাপিত হওয়াতে, সেই বহুবিস্তৃত বাণিজ্য এক কালে রহিত হইয়া গেল।

এই নিয়ম প্রচারিত হইবার কিঞ্চিৎ কাল পরে, সোমদত্ত নামে এক বৃদ্ধ বণিক্ ঘটনাক্রমে জয়স্থলে উপস্থিত হইয়া হেমকূটবাসী বলিয়া পরিজ্ঞাত ও বিচারালয়ে নীত হইলেন। জয়স্থলে অধিরাজ বিজয়বল্লভ স্বয়ং রাজকার্যের পর্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি সবিশেষ অবগত হইয়া সোমদত্তের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণপূর্বক বলিলেন, অহে হেমকূটবাসী বণিক্! তুমি প্রতিষ্ঠিত বিধির লঙ্ঘনপূর্বক জয়স্থলের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছ; এই অপরাধে আমি তোমার পাঁচ সহস্র মুদ্রা দণ্ড করিলাম; যদি অবিলম্বে এই দণ্ড দিতে না পার, সায়ংকালে তোমার প্রাণদণ্ড হইবেক।

BANGLADARSHAN.COM

অধিরাজের আদেশবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া সোমদত্ত বলিলেন, মহারাজ! ইচ্ছা হয়, সচ্ছন্দে আমার প্রাণদণ্ড করুন, তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র কাতর নহি। আমি অহর্নিশ দুর্বিষহ যাতনাভোগ করিতেছি; মৃত্যু হইলে পরিত্রাণ বোধ করিব। কিন্তু, মহারাজ! যথার্থ বিচার করিলে আমার দণ্ড হইতে পারে না। সাত বৎসর অতীত হইল, আমি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া দেশপর্যটন করিতেছি। যৎকালে হেমকূট হইতে প্রস্থান করি, উভয় রাজ্যের পরস্পর বিলক্ষণ সৌহৃদ্য ছিল। এক্ষণে পরস্পর যে বিরোধ ঘটিয়াছে, এবং ঐ উপলক্ষে উভয় রাজ্যে যে এরূপ কঠিন নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা আমি অবগত নহি। যদি প্রচারিত নিয়মের বিশেষজ্ঞ হইয়া আপনকার অধিকারে প্রবেশ করিতাম, তাহা হইলে আমি অবশ্য অপরাধী হইতাম।

এই সকল কথা শ্রবণগোচর করিয়া বিজয়বল্লভ বলিলেন, শুন, সোমদত্ত! জয়স্থলের প্রচলিত বিধির সর্বতোভাবে প্রতিপালন করিয়া চলিব, কদাচ অন্যথাচরণ করিব না, ধর্মপ্রমাণ এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি অধিরাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। সুতরাং, জয়স্থলে হেমকূটবাসী লোকদিগের পক্ষে যে সমস্ত বিধি প্রচলিত আছে, আমি প্রাণান্তেও তাহার বিপরীত আচরণ করিতে পারিব না। জয়স্থলের কতিপয় পোতবণিক্ দুই রাজ্যের বিরোধ ও অভিনব বিধিপ্রচলনের বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিল না। তাহারাও তোমার মত না জানিয়া হেমকূটের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছিল। তোমাদের অধিরাজ নবপ্রবর্তিত বিধির অনুবর্তী হইয়া প্রথমতঃ তাহাদের অর্থদণ্ডবিধান করেন। অর্থদণ্ডপ্রদানে অসমর্থ হওয়াতে অবশেষে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। এই নৃশংস ঘটনা জয়স্থলবাসীদিগের অন্তঃকরণে সম্পূর্ণ জাগরূক

রহিয়াছে। এ অবস্থায় আমি প্রচলিত বিধির লঙ্ঘনপূর্বক তোমার প্রতি দয়াপ্রদর্শন করিতে পারিব না। অবিলম্বে পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিতে পারিলে তুমি অক্ষত শরীরে স্বদেশে প্রতিগমন করিতে পার। কিন্তু আমি তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা দেখিতেছি না; কারণ তোমার সমভিব্যাহারে যাহা কিছু আছে, সমুদয়ের মূল্য ঊর্ধ্বসংখ্যায় দুই শত মুদ্রার অধিক হইবেক না। সুতরাং সায়ংকালে তোমার প্রাণদণ্ড একপ্রকার অবধারিত বলিতে হইবেক।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া সোমদত্ত অক্ষুব্ধচিত্তে বলিলেন, মহারাজ! আমি যে দুঃসহ দুঃখপরম্পরার ভোগ করিয়া আসিতেছি, তাহাতে আমার অণুমাত্রও প্রাণের মায়া নাই। আপনকার নিকট অকপট হৃদয়ে বলিতেছি, একক্ষণের জন্যেও আমি বাঁচিতে ইচ্ছা করি না। আপনি সায়ংকালের কথা কি বলিতেছেন, এই মুহূর্তে প্রাণবিয়োগ হইলে আমার নিস্তার হয়।

ঈদৃশ আক্ষেপবাক্যের শ্রবণে অধিরাজের অন্তঃকরণে বিলক্ষণ অনুকম্পা ও কৌতূহল উদ্ভূত হইল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সোমদত্ত! কি কারণে তুমি মরণকামনা করিতেছ; কি হেতুতেই বা তুমি জন্মভূমিপরিত্যাগ করিয়া ক্রমাগত সাত বৎসর কাল দেশপর্যটন করিতেছ; কি উপলক্ষেই বা তুমি অবশেষে জয়স্থলে উপস্থিত হইয়াছ, বল। সোমদত্ত বলিলেন, মহারাজ! আমার অন্তর নিরন্তর দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইতেছে; জন্মভূমিপরিত্যাগের ও দেশপর্যটনের কারণ নির্দেশ করিতে গেলে আমার শোকানল শতগুণ প্রবল হইয়া উঠিবেক। সুতরাং আপনার আদেশ প্রতিপালন অপেক্ষা আমার পক্ষে অধিকতর আন্তরিক ক্লেশকর ব্যাপার আর কিছুই ঘটিতে পারে না। তথাপি আপনার সন্তোষার্থে সংক্ষেপে আত্মবৃত্তান্তবর্ণন করিতেছি। তাহাতে আমার এক মহৎ লাভ হইবেক। সকল লোকে জানিতে পারিবেক, আমি কেবল পরিবারের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া এই অবান্ধব দেশে রাজদণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতেছি; আমার এই প্রাণদণ্ড কোনও গুরুতর অপরাধনিবন্ধন নহে।

BANGLADARSHAN.COM

মহারাজ! শ্রবণ করুন, আমি হেমকূটনগরে জন্মগ্রহণ করি। যৌবনকাল উপস্থিত হইলে লাবণ্যময়ীনাম্নী এক সুরূপা রমণীর পাণিগ্রহণ করিলাম। লাবণ্যময়ী যেমন সৎকুলোৎপন্না, তেমনিই সদ্‌গুণসম্পন্না ছিলেন। উভয়ের সহবাসে উভয়েই পরমসুখে কালহরণ করিতে লাগিলাম। মলয়পুরে আমার বহুবিস্তৃত বাণিজ্য ব্যবসায় ছিল, তদ্দ্বারা প্রভূত অর্থাগম হইতে লাগিল। যদি অদৃষ্ট মন্দ না হইত, অবিচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগে সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে পারিতাম। মলয়পুরে আমার যিনি কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তত্রত্য কার্য সকল সাতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। শুনিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলাম, এবং সহধর্মিণীকে গৃহে রাখিয়া মলয়পুর প্রস্থান করিলাম। ছয়মাস অতীত না হইতেই, লাবণ্যময়ী বিরহবেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং অনধিক কালের মধ্যেই অন্তর্বতী হইয়া যথাকালে দুই সুকুমার যমজ কুমার প্রসব করিলেন। কুমারযুগলে অবয়বগত অণুমাত্র বৈলক্ষণ্য ছিল না। উভয়েই সর্বাংশে এরূপ একাকৃতি যে, উভয়ের ভেদগ্রহ কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। আমরা যে পান্থনিবাসে অবস্থিতি করিতাম, তথায় সেই দিনে সেই সময়ে এক দুঃখিনী নারীও সর্বাংশে একাকৃতি দুই যমজ তনয় প্রসব করে। উহাদের প্রতিপালন করা অসাধ্য ভাবিয়া সে আমার নিকটে আসিয়া ঐ দুই যমজ সন্তানের বিক্রয়ের প্রস্তাব করিল। উত্তরকালে উহারা দুই সহোদরে আমার পুত্রদ্বয়ের পরিচর্যা করিবেক, এই অভিপ্রায়ে আমি ক্রয় করিয়া পুত্রনির্বিশেষে

উহাদের প্রতিপালন করিতে লাগিলাম। যমজেরা সর্বাংশে একাকৃতি বলিয়া এক নামে এক এক যমলের নামকরণ করিলাম; পুত্রযুগলের নাম চিরঞ্জীব, ক্রীত শিশুযুগলের নাম কিঙ্কর রাখিলাম।

কিছু কাল গত হইলে আমার সহধর্মিণী হেমকূটপ্রতিগমনের নিমিত্ত নিতান্ত অধৈর্য হইয়া সর্বদা উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। আমি অবশেষে নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক সম্মত হইলাম। অল্প দিনের মধ্যেই চারি শিশু সমভিব্যাহারে আমরা অর্ণবপোতে আরোহণ করিলাম। মলয়পুর হইতে যোজনমাত্র গমন করিয়াছি, এমন সময়ে অকস্মাৎ গগনমণ্ডল নিবিড় ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল; প্রবল বেগে প্রচণ্ড বাত্যা বহিতে লাগিল; সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গমালায় আন্দোলিত হইয়া উঠিল। আমরা জীবনের আশায় বিসর্জন দিয়া প্রতি ক্ষণেই মৃত্যুপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার সহধর্মিণী সাতিশয় আর্ত স্বরে হাহাকার ও শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া দুই তনয় ও দুই ক্রীত বালক চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল। গৃহিণী বাষ্পাকুললোচনে অতি কাতর বচনে মুহুর্মুহুঃ বলিতে লাগিলেন, নাথ! আমরা মরি, তাহাতে কিছুমাত্র খেদ নাই; যাহাতে দুটি সন্তানের প্রাণরক্ষা হয়, তাহার কোনও উপায় কর। কিয়ৎ ক্ষণ পরে অর্ণবপোত মগ্নপ্রায় হইল। নাবিকেরা পোতরক্ষাবিষয়ে সম্পূর্ণ হতাশ্বাস হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখিতে লাগিল, এবং অর্ণবপোতে যে কয়খানি ক্ষুদ্র তরী ছিল, তাহাতে আরোহণপূর্বক প্রস্থান করিল। তখন আমি নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক উপায় স্থির করিলাম। অর্ণবপোতে দুটি অতিরিক্ত গুণবৃক্ষ ছিল; একের প্রান্তভাগে জ্যেষ্ঠ পুত্রের ও জ্যেষ্ঠ ক্রীত শিশুর, অপরটির প্রান্তভাগে কনিষ্ঠ পুত্রের ও কনিষ্ঠ ক্রীত শিশুর বন্ধনপূর্বক, আমরা স্ত্রীপুরুষে একৈকের অপর প্রান্তভাগে এক এক জন করিয়া আপনাদিগকে বদ্ধ করিলাম। দুই গুণবৃক্ষ স্রোতের অনুবর্তী হইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিল। বোধ হইল, আমরা কর্ণপুর অভিমুখে নীত হইতেছি। কিয়ৎ ক্ষণ পরে সূর্যদেবের আবির্ভাব ও বাত্যার তিরোভাব হইল। তখন দেখিতে পাইলাম, দুই অর্ণবপোত অতি বেগে আমাদের দিকে আসিতেছে। বোধ হইল, আমাদের উদ্ধরণের জন্যই উহারা ঐ রূপে আসিতেছিল। তন্মধ্যে, একখানি কর্ণপুরের, অপরখানি উদয়নগরের। এ পর্যন্ত দুই গুণবৃক্ষ পরস্পর অতি সন্নিহিত ছিল; কিন্তু, উল্লিখিত পোতদ্বয় আমাদের নিকটে আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্বে, আকস্মিক বায়ুবেগবশে পরস্পর অতিশয় দূরবর্তী হইয়া পড়িল। আমি এক দৃষ্টিতে অপর গুণবৃক্ষের নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিতে পাইলাম, কর্ণপুরের পোতস্থিত লোকেরা বন্ধনমোচনপূর্বক আমার গৃহিণী, পুত্র, ও ক্রীত শিশুকে অর্ণবগর্ভ হইতে উদ্ধৃত করিল। কিঞ্চিৎ পরেই অপর পোত আসিয়া আমাদের তিন জনের উদ্ধরণ করিল। এই পোতের লোকেরা যেরূপ সুহৃদ্ভাবে সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন, অপর পোতের লোকেরা সেরূপ নহেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া আমাদের উদ্ধারকেরা আমার গৃহিণী ও শিশুদ্বয়ের উদ্ধারার্থে উদ্যুক্ত হইলেন; কিন্তু অপর পোত অধিকতর বেগে যাইতেছিল, সুতরাং ধরিতে পারিলেন না। তদবধি আমি পুত্র ও প্রেয়সীর সহিত বিযোজিত হইয়াছি। মহারাজ! আমার মত হতভাগ্য আর কেহ নাই–

এই কথা বলিতে সোমদত্তের নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন বিজয়বল্লভ বলিলেন, সোমদত্ত! দৈববিড়ম্বনায় তোমার যে শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা শুনিয়া আমার হৃদয় অতিশয় শোকাকুল হইতেছে; ক্ষমতা থাকিলে, এই দণ্ডে

BANGLADARSHAN.COM

তোমার প্রাণদণ্ড রহিত করিতাম। সে যাহা হউক, তৎপরে কি কি ঘটনা হইল, সমুদয় শুনিবার নিমিত্তে আমার চিত্তে নিরতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিতেছে; সবিস্তর বর্ণন করিলে আমি অনুগৃহীত বোধ করিব।

সোমদত্ত বলিলেন, মহারাজ! তৎপরে কিছু দিনের মধ্যেই, কনিষ্ঠ তনয় ও কনিষ্ঠ ক্রীত শিশু সমভিব্যাহারে নিজ আগারে প্রতিগমনপূর্বক কিঞ্চিৎ অংশে শোকসংবরণ করিয়া, শিশুযুগলের লালন পালন করিতে লাগিলাম; বহু কাল অতীত হইয়া গেল, কিন্তু গৃহিণী ও অপর শিশুযুগলের কোনও সংবাদ পাইলাম না। কনিষ্ঠ পুত্রটির যত জ্ঞান হইতে লাগিল, ততই সে জননী ও সহোদরের বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল। আমার নিকটে স্বকৃত জিজ্ঞাসার যে উত্তর পাইত, তাহাতে তাহার সন্তোষ জন্মিত না। অবশেষে, অষ্টাদশবর্ষ বয়সে নিতান্ত অধৈর্য হইয়া আমার অনুমতিগ্রহণ পূর্বক স্বীয় পরিচারক সমভিব্যাহারে সে তাহাদের উদ্দেশার্থে প্রস্থান করিল। পুত্রটি অন্ধের যষ্টিস্বরূপ আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল, এজন্য তাহাকে ছাড়িয়া দিতে কোনও মতে ইচ্ছে ছিল না। তৎকালে এই আশঙ্কা হইতে লাগিল, এ জন্মে যে গৃহিণী ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত সমাগম হইবেক, তাহার আর প্রত্যাশা নাই; আমার যেরূপ অদৃষ্ট, হয় ত এই অবধি ইহাকেও হারাইলাম। মহারাজ! ভাগ্যক্রমে আমার তাহাই ঘটিয়া উঠিল। দুই বৎসর অতীত হইল, তথাপি কনিষ্ঠ পুত্র প্রত্যাগমন করিল না। আমি তাহার অন্বেষণে নির্গত হইলাম; পাঁচ বৎসর কাল অবিশ্রান্ত পর্যটন করিলাম; কিন্তু কোনও স্থানেই কিছুমাত্র সন্ধান পাইলাম না। পরিশেষে নিতান্ত নিরাশ্বাস হইয়া হেমকূট অভিমুখে গমন করিতেছিলাম; জয়স্থলের উপকূল দৃষ্টিপথে পতিত হওয়াতে মনে ভাবিলাম, এত দেশে পর্যটন করিলাম, এই স্থানটি অবশিষ্ট থাকে কেন। এখানে যে তাহাকে দেখিতে পাইব, তাহার কিছুমাত্র আশা ছিল না; কিন্তু না দেখিয়া চলিয়া যাইতেও কোনও মতে ইচ্ছা হইল না। এইরূপে জয়স্থলে উপস্থিত হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ পরেই ধৃত ও মহারাজের সম্মুখে আনীত হইয়াছি। মহারাজ! আজ সায়ংকালে আমার সকল ক্লেশের অবসান হইবেক। যদি, প্রেয়সী ও তনয়েরা জীবিত আছে, ইহা শুনিয়া মরিতে পারি, তাহা হইলে আর আমার কোনও ক্ষোভ থাকে না।

BANGLADARSHAN.COM

সোমদত্তের আখ্যানশ্রবণে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া বিজয়বল্লভ বলিলেন, সোমদত্ত! আমার বোধ হয়, তোমার মত হতভাগ্য ভূমণ্ডলে আর নাই। অবিচ্ছিন্ন ক্লেশভোগে কালহরণ করিবার নিমিত্তই তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তোমার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণগোচর করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যদি ব্যবস্থাপিত বিধির উলঙ্ঘন না হইত, তাহা হইলে আমি তোমার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতাম। জয়স্থলের প্রচলিত বিধি অনুসারে তোমার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে; যদি অনুকম্পার বশবর্তী হইয়া ঐ ব্যবস্থা রহিত করি, তাহা হইলে আমি চিরকালের জন্য জয়স্থলসমাজে যার পর নাই হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইব। তবে, আমার যে পর্যন্ত ক্ষমতা আছে তাহা করিতেছি। তোমাকে সায়ংকাল পর্যন্ত সময় দিতেছি; এই সময়ের মধ্যে যদি কোনও রূপে পাঁচ সহস্র মুদ্রার সংগ্রহ করিতে পার, তোমার প্রাণরক্ষা হইবেক, নতুবা তোমার প্রাণদণ্ড অপরিহার্য। অনন্তর তিনি কারাধ্যক্ষকে বলিলেন, তুমি সোমদত্তকে যথাস্থানে সাবধানে রাখ। কারাধ্যক্ষ, যে আজ্ঞা মহারাজ! বলিয়া, সোমদত্ত সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিল।

কর্ণপুরের লোকেরা, কুবলয়পুরের অধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত বিখ্যাত বীর বিজয়বর্মার নিকট, চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে বেচিয়াছিল। তৎপরে কিয়ৎ কাল অতীত হইলে, বিজয়বর্মা নিজ ভাতৃপুত্র বিজয়বল্লভের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে এত ভালবাসিতেন যে, ক্ষণকালের জন্যেও তাহাদিগকে নয়নের অন্তরাল

করিতেন না। সুতরাং, জয়স্থলপ্রস্থানকালে তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যান। ঐ দুই বালককে দেখিয়া ও তাহাদের প্রাপ্তিবৃত্তান্ত শুনিয়া বিজয়বল্লভের অন্তঃকরণে নিরতিশয় দয়া উপস্থিত হয়, এবং দিন দিন তাহাদের প্রতি প্রগাঢ় স্নেহসঞ্চার হইতে থাকে। পিতৃব্যের প্রস্থানসময় সমাগত হইলে, ভ্রাতৃব্য সবিশেষ আগ্রহপ্রদর্শনপূর্বক তাঁহার নিকট বালকদ্বয়ের প্রাপ্তিবাসনা জানাইয়াছিলেন। তদনুসারে বিজয়বর্মা তদীয় প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করেন। অভিপ্রেতলাভে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বিজয়বল্লভ পরম যত্নে চিরঞ্জীবের লালন পালন করিতে লাগিলেন; এবং, সে বিষয়কার্যের উপযোগী বয়স প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে এক কালে সেনাসংক্রান্ত উন্নত পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। চিরঞ্জীব প্রত্যেক যুদ্ধেই বুদ্ধিমত্তা, কার্যদক্ষতা, অকুতোভয়তা প্রভৃতির প্রভূত পরিচয়প্রদান করিতে লাগিলেন। একদা বিজয়বল্লভ একাকী বিপক্ষমণ্ডপে এরূপে বেষ্টিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রাণবিনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল; সে দিন কেবল চিরঞ্জীবের বুদ্ধিকৌশলে ও সাহসগুণে তাঁহার প্রাণরক্ষা হয়। বিজয়বল্লভ যার পর নাই প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তদবধি তাঁহার প্রতি পুত্রবাৎসল্যপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পূর্বে, জয়স্থলবাসী এক শ্রেষ্ঠী, অতুল ঐশ্বর্য এবং চন্দ্রপ্রভা ও বিলাসিনী নামে দুই পরম সুন্দরী কন্যা রাখিয়া, পরলোক যাত্রা করেন। মৃত্যুকালে তিনি অধিরাজ বিজয়বল্লভের হস্তে স্বীয় সমস্ত বিষয়ের ও কন্যাদ্বিতয়ের রক্ষণাবেক্ষণসংক্রান্ত ভারপ্রদান করিয়া যান। বিজয়বল্লভ শ্রেষ্ঠীর জ্যেষ্ঠা কন্যা চন্দ্রপ্রভার সহিত চিরঞ্জীবের বিবাহ দিলেন। চিরঞ্জীব এই অসম্ভাবিত পরিণয়সংঘটন দ্বারা এক কালে এক সুরূপা কামিনীর পতি ও অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইলেন। এইরূপে তিনি বিজয়বল্লভের স্নেহগুণে ও অনুগ্রহবলে জয়স্থলে গণনীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন, এবং স্বভাবসিদ্ধ দয়া, সৌজন্য, ন্যায়পরতা, ও অমায়িক ব্যবহার দ্বারা সর্বসাধারণের স্নেহপাত্র ও সম্মানভাজন হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

চিরঞ্জীব অতি শৈশবকালে পিতা মাতা, ও ভ্রাতার সহিত বিযোজিত হইয়াছিলেন; তৎপরে আর কখনও তাঁহাদের কোনও সংবাদ পান নাই। সুতরাং, জগতে তাঁহার আপনকার কেহ আছে বলিয়া কিছুমাত্র বোধ ছিল না। তিনি শৈশবকালের সকল কথাই ভুলিয়া গিয়াছিলেন; সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছিলেন, কোনও রূপে প্রাণরক্ষা হইয়াছে, কেবল এই বিষয়টির অনতিপরিস্ফুট স্মরণ ছিল। জয়স্থলে তাঁহার আধিপত্যের সীমা ছিল না। যদি তিনি জানিতে পারিতেন, সোমদত্ত তাঁহার জন্মদাতা, তাহা হইলে সোমদত্তকে এক ক্ষণের জন্যেও রাজদণ্ডে নিগ্রহভোগ করিতে হইত না।

যে দিবস সোমদত্ত জয়স্থলে উপস্থিত হন, কনিষ্ঠ চিরঞ্জীবও সেই দিবস স্বকীয় পরিচারক কনিষ্ঠ কিঙ্কর সমভিব্যাহারে তথায় উপনীত হইয়াছিলেন। তিনিও, স্বীয় পিতার ন্যায়, ধৃত, বিচারালয়ে নীত, ও রাজদণ্ডে নিগৃহীত হইতেন, তাহার সন্দেহ নাই। দৈবযোগে এক বিদেশীয় বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি বলিলেন, বয়স্য! তুমি এ দেশে আসিয়াছ কেন? কিছু দিন হইল, জয়স্থলে হেমকূটবাসীদিগের পক্ষে ভয়ানক নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে। তুমি হেমকূটবাসী বলিয়া কোনও ক্রমে কাহারও নিকট পরিচয় দিও না। মলয়পুর তোমার জন্মস্থান এবং সে স্থানে তোমাদের বহুবিস্তৃত বাণিজ্য আছে; কেহ তোমায় জিজ্ঞাসা করিলে মলয়পুরবাসী বলিয়া পরিচয় দিবে। অত্রত্য লোকে তোমার প্রকৃত পরিচয় পাইলে নিঃসন্দেহ তোমার প্রাণদণ্ড হইবেক। হেমকূটবাসী এক বৃদ্ধ বণিক্ আজ জয়স্থলে আসিয়াছিলেন। অধিরাজের

আদেশক্রমে, সূর্যদেবের অস্তাচলচূড়ায় অধিরোহণ করিবার পূর্বেই তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবেক। অতএব, যতক্ষণ এখানে থাকিবে, সাবধানে চলিবে। আর আমার নিকট যাহা রাখিতে দিয়াছিলে, লও।

এই বলিয়া তিনি স্বর্ণমুদ্রার একটি থলি চিরঞ্জীবের হস্তে প্রত্যর্পিত করিলেন। তিনি তাহা স্বকীয় পরিচারকের হস্তে দিয়া বলিলেন, কিঙ্কর! তুমি এই স্বর্ণমুদ্রা লইয়া পান্থনিবাসে প্রতিগমন কর, অতি সাবধানে রাখিবে, কোনও ক্রমে কাহারও হস্তে দিবে না। এখনও আমাদের আহারের সময় হয় নাই, প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব আছে; এই সময় মধ্যে নগরদর্শন করিয়া আমিও পান্থনিবাসে প্রতিগমন করিতেছি। তুমি যাও, আর দেরি করিও না। কিঙ্কর, যে আজ্ঞা বলিয়া, প্রস্থান করিলে চিরঞ্জীব সেই বৈদেশিক বন্ধুকে বলিলেন, বয়স্য! কিঙ্কর আমার চিরসহচর ও যার পর নাই বিশ্বাসভাজন। উহার বিশেষ এক গুণ আছে; আমি যখন দুর্ভাবনায় অভিভূত হই, তখন ও পরিহাস করিয়া আমার চিত্তের অপেক্ষাকৃত সাচ্ছন্দ্য সম্পাদন করে। এক্ষণে চল, দুই বন্ধুতে নগর দেখিতে যাই; তৎপরে উভয়ে পান্থনিবাসে এক সঙ্গে আহারাদি করিব। তিনি বলিলেন, আজ এক বণিক্ আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; অবিলম্বে তদীয় আলোয়ে যাইতে হইবেক। তাঁহার নিকট আমার উপকারের প্রত্যাশা আছে। অতএব আমায় মাপ কর, এখন আমি তোমার সঙ্গে যাইতে পারিব না; অপরাহ্নে নিঃসন্দেহ সাক্ষাৎ করিব এবং শয়নের সময় পর্যন্ত তোমার নিকটে থাকিব। এই বলিয়া সে ব্যক্তি বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে চিরঞ্জীব একাকী নগরদর্শনে নির্গত হইলেন।

জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব অতি প্রত্যূষে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন; আহারের সময় উপস্থিত হইল, তথাপি প্রতিগমন করিলেন না। তাঁহার গৃহিণী চন্দ্রপ্রভা অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া কিঙ্করকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, দেখ, কিঙ্কর! এত বেলা হইল, তথাপি তিনি গৃহে আসিতেছেন না। বোধ করি, কোনও গুরুতর কার্যে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতেই আহারের সমর পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। তুমি যাও, সত্বর তাঁহাকে ডাকিয়া আন; দেখিও, যেন কোনও মতে বিলম্ব না হয়; তাঁহার জন্যে সকলকার আহারবন্ধ। কিঙ্কর, যে আজ্ঞা বলিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল, এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরেই নগরদর্শনে ব্যাপৃত হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে দেখিতে পাইয়া স্বপ্রভুজ্ঞানে সত্বর গমনে তাঁহার সন্নিহিত হইতে লাগিল।

চিরঞ্জীবযুগল ও কিঙ্করযুগল জন্মকালে যেরূপ সর্বাংশে একাকৃতি হইয়াছিলেন, এখনও তাঁহারা অবিকল সেইরূপ ছিলেন, বয়োবৃদ্ধি বা অবস্থাভেদ নিবন্ধন কোনও অংশে আকৃতির কিছুমাত্র বিভিন্নতা ঘটে নাই। সুতরাং, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে দেখিয়া জয়স্থলবাসী কিঙ্করের যেমন স্বীয় প্রভু বলিয়া বোধ জন্মিয়াছিল, জয়স্থলবাসী কিঙ্কর সন্নিহিত হইবামাত্র তাহাকে দেখিয়া হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবের তেমনই স্বীয় পরিচারক বলিয়া বোধ জন্মিল; সে যে তাঁহার সহচর কিঙ্কর নয়, তিনি তাহার কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তদনুসারে তিনি কিঙ্করকে জিজ্ঞাসিলেন, কি হে, তুমি এত সত্বর আসিলে কেন? সে বলিল, এত সত্বর আসিলে, কেমন; বরং এত বিলম্বে আসিলে কেন, বলুন। বেলা প্রায় দুই প্রহর হইল, আপনি এ পর্যন্ত গৃহে না যাওয়াতে কর্ত্রী ঠাকুরাণী অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। অনেক ক্ষণ আহারসামগ্রী প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে এবং ক্রমে শীতল হইয়া যাইতেছে। আহারসামগ্রী যত শীতল হইতেছে, কত্রী ঠাকুরাণী তত উষ্ণ হইতেছেন। আহারসামগ্রী শীতল হইতেছে, কারণ আপনি গৃহে যান নাই; আপনি গৃহে যান নাই, কারণ আপনকার ক্ষুধা নাই; আপনকার ক্ষুধা নাই; কারণ আপনি বিলক্ষণ জলযোগ করিয়াছেন; কিন্তু আপনকার অনুপস্থিতিজন্য আমরা অনাহারে মারা পড়িতেছি।

BANGLADARSHAN.COM

এই সমস্ত কথা শুনিয়া হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব ভাবিলেন, পরিহাসরসিক কিঙ্কর কৌতুক করিতেছে। তখন তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্তিপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, কিঙ্কর! আমি এখন তোমার পরিহাসরসের অভিলাষী নহে; তোমার হস্তে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছি, কাহার নিকট রাখিয়া আসিলে, বল। সে চকিত হইয়া বলিল, সে কি, আপনি স্বর্ণমুদ্রা আমার হস্তে কখন দিলেন? কেবল বুধবার দিন চর্মকারকে দিবার জন্য চারি আনা দিয়াছিলেন, সেই দিনই তাহাকে দিয়াছি, আমার নিকটে রাখি নাই; চর্মকার কর্ত্রী ঠাকুরাণীর ঘোড়ার সাজ মেরামত করিয়াছিল। শুনিয়া সাতিশয় কুপিত হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, কিঙ্কর! এ পরিহাসের সময় নয়; যদি ভাল চাও, স্বর্ণমুদ্রা কোথায় রাখিলে, বল। আমরা ঘটনাক্রমে এই নিতান্ত অপরিচিত অবান্ধব দেশে আসিয়াছি; কি সাহসে কোন্ বিবেচনায় তত স্বর্ণমুদ্রা অপরের হস্তে দিলে? কিঙ্কর বলিল, মহাশয়! আপনি আহারে বসিয়া পরিহাস করিবেন, আমরা আহ্লাদিত চিত্তে শুনিব। এখন আপনি গৃহে চলুন; কর্ত্রী ঠাকুরাণী সত্বর আপনারে লইয়া যাইতে বলিয়া দিয়াছেন; বিলম্ব হইলে কিংবা আপনারে না লইয়া গেলে, আমার লাঞ্ছনার সীমা থাকিবেক না; হয় ত প্রহার পর্যন্ত হইয়া যাইবেক।

চিরঞ্জীব নিতান্ত অধৈর্য হইয়া বলিলেন, কিঙ্কর! তুমি বড় নির্বোধ, যত আমার ভাল লাগিতেছে না, ততই তুমি পরিহাস করিতেছ; বারংবার বারণ করিতেছি, তথাপি ক্ষান্ত হইতেছ না; দেখ, সময়ে সকলই ভাল লাগে; অসময়ে অমৃতও বিস্বাদ ও বিষতুল্য বোধ হয়। যাহা হউক, আমি তোমার হস্তে যে সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছি, তাহা কোথায় রাখিলে, বল। কিঙ্কর বলিল, না মহাশয়! আপনি আমার হস্তে কখনই স্বর্ণমুদ্রা দেন নাই। তখন চিরঞ্জীব বলিলেন, কিঙ্কর! আজ তোমার কি হইয়াছে বলিতে পারি না। পাগলামির চূড়ান্ত হইয়াছে, আর নয়, ক্ষান্ত হও। বল, স্বর্ণমুদ্রা কোথায় কাহার নিকটে রাখিয়া আসিলে। সে বলিল, মহাশয়! এখন স্বর্ণমুদ্রার কথা রাখুন। আমার হস্তে স্বর্নমুদ্রা দিয়া থাকেন, পরে বুঝিয়া লইবেন; সে জন্যে আমার তত ভাবনা নাই। কিন্তু, কর্ত্রী ঠাকুরাণী আজ কাল অতিশয় উগ্রচণ্ডা হইয়াছেন, তাঁহার ভয়েই আমি অস্থির হইতেছি। তিনি সত্বর আপনাকে বাটীতে লইয়া যাইতে বলিয়া দিয়াছেন। আপনারে লইয়া না গেলে আমার লাঞ্ছনার একশেষ ঘটিবেক। অতএব, বিনয় করিয়া বলিতেছি, সত্বর গৃহে চলুন। তিনি ও তাঁহার ভগিনী নিতান্ত আকুল চিত্তে আপনকার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

BANGLADARSHAN.COM

এই সকল কথা শুনিয়া কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে দুরাত্মন্! তুমি পুনঃ পুনঃ কর্ত্রী ঠাকুরাণীর উল্লেখ করিতেছ; তোমার কর্ত্রী ঠাকুরাণী কে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কিঙ্কর বলিল, কেন মহাশয়! আপনি কি জানেন না, আপনকার সহধর্মিণীকে আমরা সকলেই কর্ত্রী ঠাকুরাণী বলিয়া থাকি; তিনি ভিন্ন আর কাহাকে কর্ত্রী ঠাকুরাণী বলিব? তিনিই আমায় আপনাকে গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন। চলুন, আর বিলম্ব করিবেন না; আহারের সময় বহিয়া যাইতেছে। চিরঞ্জীব বলিলেন, নিঃসন্দেহ তোমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, নতুবা উন্মাদগ্রস্তের ন্যায় কথা কহিতে না। আমি কবে কোন্ কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছি যে, তুমি বারংবার আমার সহধর্মিণীর উল্লেখ করিতেছ। এখানে আমার বাটী কোথায় যে, আমায় বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইতেছ। কিঙ্কর শুনিয়া হাস্যমুখে বলিল, মহাশয়! যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে আপনারই বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে; আপনিই উন্মাদগ্রস্তের ন্যায় কথা কহিতেছেন; এ সকল কথা কর্ত্রী ঠাকুরাণীর কর্ণগোচর হইলে তিনি আপনাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিবেন, তখন, এখানে আপনকার বাটী আছে কি না, এবং কখনও কোনও কামিনীর পাণিগ্রহণ

করিয়াছেন কি না, অক্লেশে বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক, আপনি হঠাৎ কেমন করিয়া এমন রসিক হইয়া উঠিলেন, বলুন। চিরঞ্জীব, আর সহ্য করিতে না পারিয়া, এই তোমার পাগলামির ফলভোগ কর এই বলিয়া, তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কিঙ্কর হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, মহাশয়! অকারণে প্রহার করেন কেন; আমি কি অপরাধ করিয়াছি? আপনকার ইচ্ছা হয়, বাটীতে যাইবেন, ইচ্ছা না হয়, যাইবেন না, যাঁহার কথায় আপনাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলাম, তাঁহার নিকটেই চলিলাম।

ইঁহা বলিয়া কিঙ্কর প্রস্থান করিলে চিরঞ্জীব মনে মনে এই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, বোধ হয়, কোনও ধূর্ত কৌশল করিয়া কিঙ্করের নিকট হইতে স্বর্ণমুদ্রাগুলি হস্তগত করিয়াছে, তাহাতেই ভয়ে উহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে; নতুবা পূর্বাপর এত প্রলাপবাক্যের উচ্চারণ করিবেক কেন? প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি কখনও এরূপ অসংবদ্ধ কথা বলে না; হয় ত হতভাগ্য উন্মাদগ্রস্ত হইল। সকলে বলে, জয়স্থলে ইন্দ্রজালিকবিদ্যা বিলক্ষণ প্রচলিত; এখানকার লোকে এরূপ প্রচ্ছন্ন বেশে চলে যে, উহাদিগকে কোনও মতে চিনিতে পারা যায় না; উহারা দুর্বিগাহ মায়াজাল বিস্তৃত করিয়া বৈদেশিক লোকের ধনে প্রাণে উচ্ছেদসাধন করে। শুনিতে পাই, এখানকার কামিনীরা নিতান্ত মায়াবিনী, বৈদেশিক পুরুষদিগকে অনায়াসে মুগ্ধ করিয়া ফেলে; এক বার মোহজালে বদ্ধ হইলে আর নিস্তার নেই। আমি এখানে আসিয়া ভাল করি নাই; শীঘ্র পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। আর আমার নগরদর্শনের আমোদে কাজ নাই; পান্থনিবাসে যাই, এবং যাহাতে অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান করিতে পারি, তাহার উদ্যোগ করি। এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা উচিত নহে।

BANGLADARSHAN.COM

চিরঞ্জীব, এই বলিয়া নগরদর্শনকৌতুকে বিসর্জন দিয়া, আকুল মনে সত্বর গমনে পান্থনিবাসের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিঙ্করকে চিরঞ্জীবের অন্বেষণে প্রেরণ করিয়া চন্দ্রপ্রভা স্বীয় সহোদরাকে বলিতে লাগিলেন, বিলাসিনী। দেখ, প্রায় চারি দণ্ড হইল কিঙ্করকে তাঁহার অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছি; না এ পর্যন্ত তিনিই আসিলেন, না কিঙ্করই ফিরিয়া আসিল, ইহার কারণ কি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বিলাসিনী বলিলেন, আমার বোধ হইতেছে, কোনও স্থানে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তথায় আহার করিয়াছেন। অতএব আর তাঁহার প্রতীক্ষায় থাকিবার প্রয়োজন নাই; চল, আমরা আহার করি। বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। আর, তোমার একটি কথা বলি, তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইলে তুমি এত বিষণ্ণ হও কেন, এবং কি জন্যই বা এত আক্ষেপ কর? পুরুষেরা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ; স্ত্রীজাতিকে তাঁহাদের অনুবর্তিনী হইয়া চলিতে হয়। পুরুষজাতির রোষের বা অসন্তোষের ভয়ে স্ত্রীজাতিকে যত সঙ্কুচিত ও যত সাবধান হইয়া সংসারধর্ম করিতে হয়; পুরুষজাতিকে যদি সে রূপে চলিতে হইত, তাহা হইলে স্ত্রীজাতির সৌভাগ্যের সীমা থাকিত না। স্ত্রীজাতি নিতান্ত পরাধীন; সুতরাং তাহাদিগকে অনেক সহ্য করিয়া কালহরণ করিতে হয়। তাহাদের অভিমান করা বৃথা।

শুনিয়া সাতিশয় রোষবশা হইয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষজাতির স্বাতন্ত্র্য অধিক হইবেক কেন, আমি তাহা বুঝিতে পারি না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিরই সমান স্বাতন্ত্র্য আছে; সে বিষয়ে ইতরবিশেষ হইবার কোনও কারণ নাই। তিনি আপন ইচ্ছামতে চলিবেন, আমি আপন ইচ্ছামতে চলিতে পারিব না কেন। বিলাসিনী বলিলেন, কারণ, তাঁহার ইচ্ছা তোমার ইচ্ছার বন্ধনশৃঙ্খলাস্বরূপ। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, গো গর্দভ ব্যতিরিক্ত কে ওরূপ শৃঙ্খলাবন্ধন সহ্য করিবেক? বিলাসিনী বলিলেন, দিদি! তুমি না বুঝিয়া এরূপ উদ্ধত ভাবে কথা কহিতেছ। স্ত্রীজাতির অসদৃশ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন পরিণামে নিরতিশয় ক্লেশের কারণ হইয়া উঠে। জলে, স্থলে, নভোমণ্ডলে, যেখানে দৃষ্টিপাত কর, স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য দেখিতে পাইবে না; কি জলচর, কি স্থলচর, কি নভশ্চর, জীবনমাত্রেই এই নিয়মের অনুসরণ করিয়া চলিয়া থাকে।

এই সকল কথা শুনিয়া চন্দ্রপ্রভা কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর সস্মিত বদনে পরিহাসবচনে বলিলেন, এই পরাধীনতার ভয়েই বুঝি তুমি বিবাহ করিতে চাও না। বিলাসিনীও হাস্যমুখে উত্তর দিলেন, হাঁ, ও এক কারণ বটে; তদ্ভিন্ন, বিবাহিত অবস্থায় অন্যবিধ নানা অসুবিধা আছে। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, আমার বোধ হয়, তুমি বিবাহিত হইলে পুরুষের আধিপত্য ও অত্যাচার অনায়াসে সহ্য করিতে পারিবে। বিলাসিনী বলিলেন, পুরুষের অভিপ্রায় বুঝিয়া চলিতে বিলক্ষণ রূপে অভ্যাস না করিয়া আমি বিবাহ করিব না। চন্দ্রপ্রভা শুনিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, ভগিনি! যত অভ্যাস কর না কেন, কখনই অবিরক্ত চিত্তে সংসারধর্ম সম্পন্ন করিতে পারিবে না। পুরুষের পদে পদে অত্যাচার; কত সহ্য করিবে, বল। তুমি পুরুষের আচরণের বিষয় সবিশেষ জান না, এজন্য ওরূপ বলিতেছ; যখন ঠেকিবে, তখন শিখিবে; এখন মুখে ওরূপ বলিলে কি হইবেক। বিশেষতঃ পরের বেলায় আমরা উপদেশ দিতে বিলক্ষণ পটু; আপনার বেলায় বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে; তখন বিবেচনাও থাকে না, সহিষ্ণুতাও থাকে না। তুমি এখন আমায় ধৈর্য অবলম্বন করিতে বলিতেছ; কিন্তু যদি কখনও বিবাহ কর, আমার মত অবস্থায় কত ধৈর্য অবলম্বন করিয়া চল, দেখিব।

BANGLADARSHAN.COM

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে কিঙ্কর বিষণ্ণ বদনে তাঁহাদের সম্মুখবর্তী হইল। চন্দ্রপ্রভা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিঙ্কর! তুমি যে একাকী আসিলে; তোমার প্রভু কোথায়। তাঁহার দেখা পাইয়াছ কি না; কত ক্ষণে গৃহে আসিবেন, বলিলেন। কিঙ্কর বলিল, মা ঠাকুরাণি! আমার বলিতে শঙ্কা হইতেছে, কিন্তু না বলিলে নয়, এজন্য বলিতেছি। আমি তাঁহাকে যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে আমার স্পষ্ট বোধ হইল, তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে; তাঁহাতে উন্মাদের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। আমি বলিলাম, কর্ত্রী ঠাকুরাণীর আদেশে আমি আপনাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি, ত্বরায় গৃহে চলুন, আহারের সময় বহিয়া যাইতেছে। তিনি আমায় দেখিয়া বিরক্তিপ্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার স্বর্ণমুদ্রা কোথায় রাখিয়া আসিলে। পরে, আমি যত গৃহে আসিতে বলি, তিনি ততই বিরক্ত হইতে লাগিলেন, এবং, আমার স্বর্ণমুদ্রা কোথায়, বারংবার কেবল এই কথা বলিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, আপনি এ পর্যন্ত গৃহে না যাওয়াতে কর্ত্রী ঠাকুরাণী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি সাতিশয় কুপিত হইয়া বলিলেন, তুই কর্ত্রী ঠাকুরাণী কোথায় পাইলি? আমি তোর কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে চিনি না; আমার স্বর্ণমুদ্রা কোথায় রাখিলি, বল।

এই কথা শুনিয়া, চকিত হইয়া, বিলাসিনী জিজ্ঞাসিলেন, কিঙ্কর! এ কথা কে বলিল! কিঙ্কর বলিল, কেন, আমার প্রভু বলিলেন; তিনি আরও বলিলেন, আমার বাটী কোথায়, আমার স্ত্রী কোথায়, আমি কবে বিবাহ করিয়াছি যে, কথায় কথায় আমার স্ত্রীর উল্লেখ করিতেছিস্। অবশেষে, কি কারণে বলিতে পারি না, ক্রোধে অন্ধ হইয়া আমায় প্রহার করিলেন। এই বলিয়া সে স্বীয় কর্ণমূলে মুষ্টিপ্রহারের চিহ্ন দেখাইতে লাগিল। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, তুমি পুনরায় যাও, এবং যেরূপে পার তাঁহারে অবিলম্বে গৃহে লইয়া আইস। সে বলিল, আমি পুনরায় যাইব এবং পুনরায় মার খাইয়া গৃহে আসিব। বলিতে কি, আমি আর মার খাইতে পারিব না; আপনি আর কাহাকেও পাঠাইয়া দেন। শুনিয়া সাতিশয় কুপিত হইয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, যদি তুমি না যাও, আমি তোমায় বিলক্ষণ শিক্ষা দিব; যদি ভাল চাও, এখনই চলিয়া যাও। কিঙ্কর বলিল, আপনি প্রহার করিয়া এখান হইতে তাড়াইবেন; তিনি প্রহার করিয়া সেখান হইতে তাড়াইবেন; আমার উভয় সঙ্কট, কোনও দিকেই নিস্তার নাই।

এই বলিয়া সে চলিয়া গেলে পর, চন্দ্রপ্রভা ঈর্ষাকষায়িত লোচনে সরোষ বচনে বলিতে লাগিলেন, বিলাসিনী! তোমার ভগিনীপতির কথা শুনিলে। এত ক্ষণ আমায় কত বুঝাইতেছিলে, এখন কি বল। শুনিলে ত, তাঁহার বাটী নাই, তাঁহার স্ত্রী নাই, তিনি বিবাহ করেন নাই। আমি কিঙ্করকে পাঠাইয়াছিলাম, অকারণে তাহাকে প্রহার করা আমার উপর অবজ্ঞাপ্রদর্শনমাত্র। আমি ইদানীং তাঁহার চক্ষের শূল হইয়াছি। আমরা তাঁহার প্রতীক্ষায় এত বেলা পর্যন্ত অনাহারে রহিয়াছি; তিনি অন্যত্র আমোদে কাল কাটাইতেছেন। তুমি যা বল, এখন তাঁহার উপর আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হয়। আমি তাঁহার নিকট কি অপরাধে অপরাধিনী হইয়াছি, বলিতে পারি না। আমি কিছু তত রূপহীন বা গুণহীন নই যে, তিনি আমার প্রতি এত ঘৃণাপ্রদর্শন করিতে পারেন। অথবা কার দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ।

BANGLADARSHAN.COM

ভগিনীর ভাবদর্শন করিয়া বিলাসিনী বলিলেন, দিদি! ঈর্ষা স্ত্রীলোকের অতি বিষম শত্রু। ঈর্ষার বশবর্তিনী হইলে স্ত্রীজাতিকে যাবজ্জীবন দুঃখভাগিনী হইতে হয়; অতএব এরূপ শত্রুকে অন্তঃকরণ হইতে এক বারে অপসারিত কর। এই কথা শুনিয়া যার পর নাই বিরক্ত হইয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, বিলাসিনী! ক্ষমা কর, আর তোমার আমায় বুঝাইতে হইবেক না; এত অত্যাচার সহ্য করা আমার কর্ম নয়। আমি তত নিরভিমান হইতে পারিব না যে, তাঁহার এরূপ আচরণ দেখিয়াও আমার মনে অসুখ জন্মিবেক না। ভাল, বল দেখি, যদি আমার প্রতি পূর্বের মত অনুরাগ থাকিত, তিনি কি এত ক্ষণ গৃহে আসিতেন না; অকারণে কিঙ্করকে প্রহার করিয়া বিদায় করিতেন? তুমি ত জান, আজ কত দিন হইল এক ছড়া হার গড়াইয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। সেই অবধি আর কখনও তাঁহার মুখে হারের কথা শুনিয়াছ? বলিতে কি, এত হতাদর হইয়া বাঁচা অপেক্ষা মরা ভাল। যেরূপ হইয়াছে এবং উত্তরোত্তর যেরূপ হইবেক, তাহাতে আমার অদৃষ্টে কত কষ্টভোগ আছে বলিতে পারি না।

হেমকূটের চিরঞ্জীব, আকুল হইয়া পান্থনিবাসে উপস্থিত হইয়া, তথাকার অধ্যক্ষকে কিঙ্করের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, প্রায় চারি দণ্ড হইল, সে এখানে আসিয়াছে, এবং, আপনি তাহার হস্তে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছিলেন, তাহা সিন্ধুকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পরে অনেক ক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া বিলম্ব দেখিয়া সে এইমাত্র আপনকার অন্বেষণে গেল। এই কথা শুনিয়া সংশয়ারূঢ় হইয়া চিরঞ্জীব মনে মনে বলিতে লাগিলেন, অধ্যক্ষ যেরূপ বলিলেন, তাহাতে আমি স্বর্ণমুদ্রা সহিত কিঙ্করকে আপণ হইতে বিদায় করিলে পর, তাহার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ বা কথোপকথন

হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু আমি তাহার সহিত কথোপকথন করিয়াছি, এবং অবশেষে প্রহার পর্যন্ত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি। অধ্যক্ষ বলিতেছেন, সে এইমাত্র পান্থনিবাস হইতে নির্গত হইয়াছে; এ কিরূপ হইল বুঝিতে পারিতেছি না। মনোমধ্যে তিনি এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে হেমকূটের কিঙ্কর তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল।

তাহাকে দেখিতে পাইবামাত্র চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন কিঙ্কর! তোমার পরিহাসপ্রবৃত্তি নিবৃত্তি পাইয়াছে, অথবা সেইরূপই রহিয়াছে। তুমি মার খাইতে বড় ভাল বাস; অতএব আমার ইচ্ছা, তুমি আর খানিক আমার সঙ্গে পরিহাস কর। কেমন, আজ আমি তোমার হস্তে স্বর্ণমুদ্রা দি নাই, তোমার কর্ত্রী ঠাকুরাণী আমায় লইয়া যাইবার জন্য পাঠাইয়াছেন, জয়স্থলে আমার বাস। তোমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, নতুবা পাগলের মত আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে না। কিঙ্কর শুনিয়া চকিত হইয়া বলিল, সে কি মহাশয়! আমি কখন আপনকার নিকট ও সকল কথা বলিলাম? চিরঞ্জীব বলিলেন, কিছু পূর্বে, বোধ হয় এখনও আধ ঘণ্টা হয় নাই। কিঙ্কর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিল, আপনি স্বর্ণমুদ্রার থলি আমার হস্তে দিয়া এখানে পাঠাইলে পর, কই আপনকার সঙ্গে ত আর আমার দেখা হয় নাই। চিরঞ্জীব অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন, দুরাত্মন্! আর আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই, বটে; তুমি বারংবার বলিতে লাগিলে, আপনি আমার হস্তে স্বর্ণমুদ্রা দেন নাই, কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনাকে লইয়া যাইতে পাঠাইয়াছেন, তিনি ও তাঁহার ভগিনী আপনকার অপেক্ষায় রহিয়াছেন, আহার করিতে পারিতেছেন না। পরিশেষে, সাতিশয় রোষাক্রান্ত হইয়া আমি তোমাকে প্রহার করিলাম।

BANGLADARSHAN.COM

এই সমস্ত কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া কিঙ্কর কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; অবশেষে চিরঞ্জীব কৌতুক করিতেছেন বিবেচনা করিয়া বলিল, মহাশয়! এত দিনের পর আপনকার যে পরিহাসে প্রবৃত্তি হইয়াছে, ইহাতে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, কিন্তু এ সময়ে এরূপ পরিহাস করিতেছেন কেন তাহার মর্ম বুঝিতে পারিতেছি না; অনুগ্রহ করিয়া তাহার কারণ বলিলে আমার সন্দেহ দূর হয়। চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি পরিহাস করিতেছি, না তুমি পরিহাস করিতেছ; আজ তোমার দুর্মতি ঘটিয়াছে; তখন যৎপরোনাস্তি বিরক্ত করিয়াছ, এখন আবার বলিতেছ, আমি পরিহাস করিতেছি। এই তোমার দুর্মতির ফলভোগ কর। এই বলিয়া তিনি ক্রোধভরে বারংবার বিলক্ষণ প্রহার করিলেন।

এইরূপে প্রহার প্রাপ্ত হইয়া কিঙ্কর বলিল, আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, আপনি আমায় এত প্রহার করিলেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, তোমার কোনও অপরাধ নাই; সকল অপরাধ আমার। ভৃত্যের সহিত প্রভুর যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহা না করিয়া আমি যে তোমার সঙ্গে সৌহৃদ্যভাবে কথা কই, এবং সময়ে সময়ে তোমার পরিহাস শুনিতে ভাল বাসি, তাহাতেই তোমার এত আস্পর্ধা বাড়িয়াছে। তোমার সময় অসময় বিবেচনা নাই। যদি আমার নিকট পরিহাস করিবার ইচ্ছা থাকে, আমি কখন কি ভাবে থাকি তাহা জান ও তদনুসারে চলিতে আরম্ভ কর, নতুবা প্রহার দ্বারা তোমার পরিহাসরোগের শান্তি করিব। কিঙ্কর বলিব, আপনি প্রভু, প্রহার করিলেন, করুন, আমি দাস, অনায়াসে সহ্য করিলাম; কিন্তু কি কারণে প্রহার করিলেন তাহা না বলিলে কিছুতেই ছাড়িব না। চিরঞ্জীব এই সময়ে দুটি ভদ্র স্ত্রীলোকলে তাঁহার দিকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, অরে নির্বোধ! স্থির হও, এখন আর ও সকল কথা কহিও না; দুটি ভদ্রবংশের স্ত্রীলোক বোধ হয় আমার নিকটেই আসিতেছেন।

জয়স্থলের কিঙ্কর সত্বর প্রতিগমন না করাতে, চন্দ্রপ্রভা নিতান্ত অধৈর্য হইয়া ভগিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় পতি চিরঞ্জীবের অন্বেষণে নির্গত হইয়াছিলেন। ইতস্ততঃ অনেক অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে পান্থনিবাসে উপস্থিত হইয়া তিনি হেমকূটের চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহাদিগকে জয়স্থলের চিরঞ্জীব ও কিঙ্কর স্থির করিয়া নিকটবর্তিনী হইলেন। হেমকূটের চিরঞ্জীব ইতঃপূর্বেই স্বীয় ভৃত্য কিঙ্করের উপর অত্যন্ত কোপায়িত হইয়াছিলেন; এক্ষণে বিলক্ষণ যত্ন পাইলেন, তথাপি তদীয় উগ্রভাগের এক বারে তিরোভাব হইল না। চন্দ্রপ্রভা তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া অভিমানভরে বলিতে লাগিলেন, নাথ! আমায় দেখিলেই তোমার ভাবান্তর উপস্থিত হয়; তোমার বদনে রোষ ও অসন্তোষ বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। যাহারে দেখিলে সুখোদয় হয়, তাহার নিকটে কিছু এ ভাব অবলম্বন কর না। আমি এখন আর সে চন্দ্রপ্রভা নই, তোমার পরিণীতা বনিতাও নই। পূর্বে, আমি কথা কহিলে তোমার কর্ণে অমৃতবর্ষণ হইত; আমি দৃষ্টিপাত করিলে তোমার নয়নযুগল প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইত; আমি স্পর্শ করিলে তোমার সর্ব শরীর পুলকিত হইত; আমি হস্তে করিয়া না দিলে উপাদেয় আহারসামগ্রীও তোমার সুস্বাদু বোধ হইত না। তখন আমা বই আর জানিতে না। আমি ক্ষণ কাল নয়নের অন্তরাল হইলে দশ দিক শূন্য দেখিতে। এখন সে সব দিন গত হইয়াছে। কি কারণে এ বিসদৃশ ভাবান্তর উপস্থিত হইল, বল। আমার নিতান্ত তোমাগত প্রাণ; তুমি বই এ সংসারে আমার আর কে আছে। তুমি এত নিদয় হইলে আমি কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব। বিলাসিনীকে জিজ্ঞাসা কর, ইদানীং আমি কেমন মনের সুখে আছি। দুর্ভাবনায় শরীর শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, আমার উপর তোমার আর সে অনুরাগ নাই। যাহার ভাগ্য ভাল, এখন সে তোমার অনুরাগভাজন হইয়াছে। আমি দেখিয়া শুনিয়া জীবন্মৃত হইয়া আছি। দেখ, আর নির্দয় হইও না; আর আমায় মর্মান্তিক যাতনা দিও না। বিবেচনা কর, কেবল আমিই যে যন্ত্রণাভোগ করিব, এরূপ নহে; এ সকল কথা ব্যক্ত হইলে তুমিও ভদ্রসমাজে হেয় হইবে।

BANGLADARSHAN.COM

চন্দ্রপ্রভার আক্ষেপ ও অনুযোগে শ্রবণগোচর করিয়া হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব হতবুদ্ধি হইলেন, এবং, কি কারণে অপরিচিত ব্যক্তিকে পতিসম্ভাষণ ও পতিকৃত অনুচিত আচরণের আরোহণপূর্বক, ভর্ৎসনা করিতেছে, কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, কিছু বলা আবশ্যক, নিতান্ত মৌনাবলম্বন করিয়া থাকা বিধেয় নহে, এই বিবেচনা করিয়া, তিনি বিস্ময়াকুল লোচনে মৃদু বচনে বলিলেন, অয়ি বরবর্ণিনি! আমি বৈদেশিক ব্যক্তি, জয়স্থলে আমার বাস নয়; এই সর্বপ্রথম এ স্থানে আসিয়াছি, তাহাও চারি পাঁচ দণ্ডের অধিক নহে; ইহার পূর্বে আমি আর কখনও তোমায় দেখি নাই; তুমি আমায় লক্ষ্য করিয়া যে সকল কথা বলিলে, তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না। বিলাসিনী শুনিয়া আশ্চর্যজ্ঞান করিয়া বলিলেন, ও কি হে, তুমি যে আমায় এক বারে অবাক্ করিয়া দিলে। হঠাৎ তোমার মনের ভাব এত বিপরীত হইল কেন? যা হউক ভাই! ইতঃপূর্বে আর কখনও দিদির উপর তোমার এ ভাব দেখি নাই। দিদির অপরাধ কি? আহারের সময় বহিয়া যায়, এজন্য কিঙ্করকে তোমায় ডাকিতে পাঠাইয়াছিলেন।

এই কথা বলিবামাত্র চিরঞ্জীব বলিলেন, কিঙ্করকে! কিঙ্করও চকিত হইয়া বলিল, কি আমাকে! তখন চন্দ্রপ্রভা কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, হাঁ তোমাকে। তুমি উঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া গিয়া বলিলে, তিনি প্রহার করিলেন;

বলিলেন, আমার বাটী নাই, আমার স্ত্রী নাই; এখন আবার, যেন কিছুই জান না, এইরূপ ভান করিতেছ। চিরঞ্জীব শুনিয়া ঈষৎ কুপিত হইয়া কিঙ্করকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কি এই স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলে? সে বলিল, না মহাশয়! আমি উঁহার সঙ্গে কখন কথা কহিলাম? কথা কহা দূরে থাকুক, ইহার পূর্বে আমি উঁহারে কখনও দেখি নাই। চিরঞ্জীব বলিলেন, দুরাত্মন্! তুমি মিথ্যা বলিতেছ; উনি যে সকল কথা বলিতেছেন, তুমি আপণে গিয়া আমার নিকট অবিকল ঐ সকল কথা বলিয়াছিলে। সে বলিল, না মহাশয়! আমি কখনও বলি নাই; জন্মাবচ্ছিন্নে আমি উঁহার সহিত কথা কই নাই। চিরঞ্জীব বলিলেন, তোমার সঙ্গে যদি দেখা ও কথা না হইবেক, উনি কেমন করিয়া আমাদের নাম জানিলেন।

চন্দ্রপ্রভা, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবের ও কিঙ্করের কথোপকথনশ্রবণে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইয়া, আক্ষেপবচনে বলিতে লাগিলেন, নাথ! যদিই আমার উপর বিরাগ জন্মিয়া থাকে, চাকরের সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্র করিয়া এরূপে অপমান করা উচিত নহে। আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, এরূপ ছল করিয়া আমার এত লাঞ্ছনা করিতেছ। তুমি কখনই আমায় পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। তুমি যা ভাব না কেন, আমি তোমা বই আর জানি না; যাবৎ এ দেহে প্রাণ থাকিবেক, তাবৎ আমি তোমার বই আর কারও নই। আমি জীবিত থাকিতে তুমি কখনও অন্যের হইতে পারিবে না। তুমি দিবাকর, আমি কমলিনী; তুমি শশধর, আমি কুমুদিনী; তুমি জলধর, আমি সৌদামনী। তুমি পরিত্যাগ করিতে চাহিলেও আমি তোমায় ছাড়িব না। অতএব, আর কেন, গৃহে চল; কেন অনর্থক লোক হাসাইবে, বল।

BANGLADARSHAN.COM

এই সকল কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এ কি বিপদ্ উপস্থিত! কেহ কখনও এমন বিপদে পড়ে না। এ ত পতিজ্ঞানে আমায় সম্ভাষণ করিতেছে। যেরূপ ভাবভঙ্গী দেখিতেছি, তাহাতে বৈদেশিক লোক পাইয়া পরিহাস করিতেছে, সেরূপও প্রতীতি হইতেছে না। আকার প্রকার দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, এ সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা, সামান্য কামিনী নহে। আমি নিতান্ত অপরিচিত বৈদেশিক ব্যক্তি, আমায় পতিজ্ঞানে সম্ভাষণ করে কেন? আমি কি নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছি, অথবা ভূতাবেশবশতঃ আমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাহাতেই এরূপ দেখিতেছি ও শুনিতেছি। যাহা হউক, কোনও অনির্ণীত হেতুবশতঃ আমার দর্শনশক্তির ও শ্রবণশক্তির সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। এখন কি উপায়ে এ বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি পাই?

এই সময়ে বিলাসিনী কিঙ্করকে বলিলেন, তুমি সত্বর বাটীতে গিয়া ভৃত্যদিগকে সমস্ত প্রস্তুত করিতে বল, আমরা বাটীতে গিয়াই আহার করিতে বসিব। তখন কিঙ্কর চিরঞ্জীবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অস্থির লোচনে আকুল বচনে বলিতে লাগিল, মহাশয়! আপনি সবিশেষ না জানিয়া কোথায় আসিয়াছেন? এ বড় সহজ স্থান নহে। এখানকার সকলই মায়া, সকলই ইন্দ্রজাল। আমরা সহজে নিষ্কৃতি পাইব বোধ হয় না। যে রঙ্গ দেখিতেছি, প্রাণ বাঁচাইয়া দেশে যাইব, আমার আর সে আশা নাই। এই মানবরূপিণী ঠাকুরাণীরা যেরূপ মায়াবিনী, তাহাতে ইঁহাদের মতের অনুবর্তী হইয়া না চলিলে নিঃসংশয় প্রাণসংশয় ঘটিবেক। অতএব এমন স্থলে কি কর্তব্য, স্থির করুন। কিঙ্করের এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বিলাসিনী বলিলেন, অহে কিঙ্কর! তোমার পরিহাসের অনেক কৌশল আইসে, তাহা আমরা বহু দিন অবধি জানি, আর তোমার সে বিষয়ে নৈপুণ্য দেখাইতে হইবেক না; আমরা বড় আপ্যায়িত হইয়াছি। এক্ষণে ক্ষান্ত হও, যা বলি, তা শুন। শুনিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া কিঙ্কর চিরঞ্জীবকে বলিল, মহাশয়! আমার

বুদ্ধিলোপ হইয়াছে; এখন কি করিবেন, করুন। চিরঞ্জীব বলিলেন, কেবল তোমার নয়, আমিও দেখিয়া শুনিয়া তোমার মত হতবুদ্ধি হইয়াছি। তখন চন্দ্রপ্রভা, চিরঞ্জীবের হস্তে ধরিয়া, আর কেন, গৃহে চল; চাকর মনিবে মন্ত্রণা করিয়া আজ আমার যথেষ্ট লাঞ্ছনা করিলে। সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, আর বিলম্বে কাজ নাই। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে বলপূর্বক গৃহে লইয়া চলিলেন। চিরঞ্জীব, অয়স্কান্তে লৌহের ন্যায় নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়া, আপত্তি বা অনিচ্ছাপ্রদর্শন করিতে পারিলেন না। কিয়ৎ ক্ষণ পরে বাটীতে উপস্থিত হইয়া চন্দ্রপ্রভা কিঙ্করকে বলিলেন, দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখ; যদি কেহ তোমার প্রভুর অনুসন্ধান করে, বলিবে, আজ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবেক না; এবং যে কেহ হউক না, কাহাকেও কোনও কারণে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিবে না। অনন্তর চিরঞ্জীবকে বলিলেন, নাথ! আজ আমি তোমায় আর বাড়ির বাহির হইতে দিব না; তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। চিরঞ্জীব দেখিয়া শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আজ আমার অদৃষ্টে এ কি ঘটিল। আমি পৃথিবীতে আছি, কি স্বর্গে রহিয়াছি; নিদ্রিত আছি, কি জাগরিত রহিয়াছি; প্রকৃতিস্থ আছি, কি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছি; কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এক্ষণে কি করি; অথবা ইহাদের অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলি, ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই ঘটিবেক। তাঁহাকে বাটীর অভ্যন্তরে যাইতে দেখিয়া কিঙ্কর বলিল, মহাশয়! আমি কি দ্বারদেশে বসিয়া থাকিব? চিরঞ্জীব কোনও উত্তর দিলেন না। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, দেখিও যেন কেহ বাটীতে প্রবেশ করিতে না পায়; ইহার অন্যথা হইলে আমি তোমার যৎপরোনাস্তি শাস্তি করিব। এই বলিয়া চিরঞ্জীবকে লইয়া তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জয়স্থলবাসী কিঙ্কর, চন্দ্রপ্রভার আদেশ অনুসারে দ্বিতীয় বার স্বীয় প্রভুর অন্বেষণে নির্গত হইয়া, বসুপ্রিয় স্বর্ণকারের বিপণিতে তাঁহার দর্শন পাইল এবং বলিল, মহাশয়! এখনও কি আপনকার ক্ষুধাবোধ হয় নাই; সত্বর বাটীতে চলুন; কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনকার জন্য অস্থির হইয়াছেন। আপনি ইতঃপূর্বে সাক্ষাৎকালে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, এবং অকারণে আমায় যে প্রহার করিয়াছিলেন, আমি সে সমস্ত তাঁহার নিকটে বলিয়াছি। শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, আজ কখন তোমার সঙ্গে দেখা হইল, কখন বা তোমায় কি কথা বলিলাম, এবং কখনই বা তোমায় প্রহার করিলাম? সে যাহা হউক, গৃহিণীর নিকট কি কথা বলিয়াছ, বল। সে বলিল, কেন, আপনি বলিয়াছিলেন, আমি কোথায় যাইব, আমার বাটী নাই, আমি বিবাহ করি নাই, আমার স্ত্রী নাই। এই সকল কথা আমি তাঁহার নিকটে বলিয়াছি। তৎপরে তিনি পুনরায় আমায় আপনকার নিকটে পাঠাইলেন; বলিয়া দিলেন, যেরূপে পার তাঁহাকে সত্বর বাটীতে লইয়া আইস।

শুনিয়া সাতিশয় কুপিত হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে পাপিষ্ঠ! তুমি কোথায় এমন মাতলামি শিখিয়াছ? কতকগুলি কল্পিত কথা শুনাইয়া অকারণে তাঁহার মনে কষ্ট দিয়াছ। তোমার এরূপ করিবার তাৎপর্য কি, বুঝিতে পারিতেছি না। আমার সঙ্গে দেখা নাই, অথচ আমার নাম করিয়া তুমি তাঁহার নিকট এই সকল কথা বলিয়াছ। কিঙ্কর বলিল, আমি তাঁহাকে একটিও অলীক কথা শুনাই নাই, আপণে সাক্ষাৎকালে যাহা বলিয়াছিলেন ও যাহা করিয়াছিলেন, আমি তাহার অতিরিক্ত কিছুই বলি নাই। আপনি যখন যাহাতে সুবিধা দেখেন, তাহাই বলেন, তাহাই করেন। আপনি

আমায় যে প্রহার করিয়াছেন, কর্ণমূলে তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। এখন কি প্রহার পর্যন্ত অপলাপ করিতে চাহেন? চিরঞ্জীব ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, তোমায় আর কি বলিব, তুমি গর্দভ। কিঙ্কর বলিব, তাহার সন্দেহ কি! গর্দভ না হইলে এত প্রহার সহ্য করিতে পারিব কেন? গর্দভ প্রহৃত হইলে নিরুপায় হইয়া পদপ্রহার করে; অতঃপর আমিও সেই পথ অবলম্বন করিব; তাহা হইলে আপনি সতর্ক হইবেন, আর কথায় কথায় আমায় প্রহার করিতে চাহিবেন না।

চিরঞ্জীব যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া তাহার কথার আর উত্তর না দিয়া বসুপ্রিয় স্বর্ণকারকে বলিলেন, দেখ, আমার গৃহপ্রতিগমনে বিলম্ব হইলে গৃহিণী অত্যন্ত আক্ষেপ ও বিরক্তিপ্রকাশ করেন, এবং নানাবিধ সন্দেহ করিয়া আমার সহিত বিবাদ ও বাদানুবাদ করিয়া থাকেন। অতএব, তুমি সঙ্গে চল; তাঁহার নিকটে বলিবে, তাঁহার জন্যে যে হার গড়িতেছ, তাহা এই সময়ে প্রস্তুত হইবার কথা ছিল; প্রস্তুত হইলেই লইয়া যাইব এই আশায় আমি তোমার বিপণিতে বসিয়া ছিলাম; কিন্তু এ বেলা প্রস্তুত হইয়া উঠিল না; সায়ংকালে নিঃসন্দেহ প্রস্তুত হইবেক, এবং কল্য প্রাতে তুমি তাঁহার নিকটে লইয়া যাইবে। তাঁহাকে এই কথা বলিয়া সন্নিহিত রত্নদত্ত শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন, আপনিও চলুন, আজ সকলে এক সঙ্গে আহার করিব; অনেক দিন আপনি আমার বাটীতে আহার করেন নাই। রত্নদত্ত ও বসুপ্রিয় সম্মত হইলেন; চিরঞ্জীব উভয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় ভবনের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে বাটীর সন্নিকৃষ্ট হইয়া চিরঞ্জীব দেখিলেন, দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে; তখন কিঙ্করকে বলিলেন, তুমি অগ্রসর হইয়া আমাদের পঁহুছিবার পূর্বে দ্বার খুলাইয়া রাখ। কিঙ্কর সত্বর গমনে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া অপরাপর ভৃত্যদিগের নামগ্রহণপূর্বক দ্বার খুলিয়া দিতে বলিল। চন্দ্রপ্রভার আদেশ অনুসারে হেমকূটবাসী কিঙ্কর ঐ সময়ে দ্বারবানের কার্যসম্পাদন করিতেছিল; সে বলিল, তুমি কে, কি জন্যে দ্বার খুলিতে বলিতেছ; গৃহস্বামিনী যেরূপ অনুমতি দিয়াছেন, তাহাতে আমি কখনই দ্বার খুলিব না, এবং কাহাকেও বাটীতে প্রবেশ করিতে দিব না। অতএব তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও; আর ইচ্ছা হয়, রাস্তায় বসিয়া রোদন কর। এইরূপ উদ্ধত ও অবজ্ঞাপূর্ণ বাক্য শুনিয়া জয়স্থলবাসী কিঙ্কর বলিল, তুই কে, কোথাকার লোক, তোর কেমন আচরণ? প্রভু পথে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তুই দ্বার খুলিয়া দিবি না। হেমকূটবাসী কিঙ্কর বলিল, তোমার প্রভুকে বল, তিনি যেখান হইতে আসিয়াছিলেন, সেইখানে ফিরিয়া যান। আমি কোনও ক্রমে তাঁহাকে এ বাটীতে প্রবেশ করিতে দিব না।

কিঙ্করের কথায় দ্বার খুলিল না দেখিয়া, চিরঞ্জীব বলিলেন, কে ও বাটীর ভিতরে কথা কও হে, শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দাও। পরিহাসপ্রিয় হেমকূটবাসী কিঙ্কর বলিল, আমি কখন দ্বার খুলিয়া দিব, তাহা আমি আপনাকে পরে বলিব; আপনি কি জন্যে দ্বার খুলিতে বলিতেছেন, তাহা আমায় আগে বলুন। চিরঞ্জীব বলিলেন, আহারের জন্যে; আজ এ পর্যন্ত আমার আহার হয় নাই। কিঙ্কর বলিল, এখন এখানে আপনকার আহারের কোনও সুবিধা নাই; ইচ্ছা হয় পরে কোনও সময়ে আসিবেন। তখন চিরঞ্জীব কোপান্বিত হইয়া বলিলেন, তুমি কে হে, যে আমায় আমার বাটীতে প্রবেশ করিতে দিতেছ না। কিঙ্কর বলিল, আমি এই সময়ের জন্য দ্বাররক্ষার ভার পাইয়াছি, আমার নাম কিঙ্কর। এই কথা শুনিয়া জয়স্থলবাসী কিঙ্কর বলিল, অরে দুরাত্মন্! তুই আমার নাম ও পদ উভয়েরই অপহরণ করিয়াছিস, যদি ভাল চাহিস, শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দে, প্রভু কত ক্ষণ পথে দাঁড়াইয়া থাকিবেন? হেমকূটবাসী কিঙ্কর তথাপি দ্বার খুলিয়া দিল না। তখন জয়স্থলবাসী কিঙ্কর স্বীয় প্রভুকে বলিল, মহাশয়! আজ ভাল লক্ষণ দেখিতেছি না; সহজে দ্বার খুলিয়া দেয় এরূপ

BANGLADARSHAN.COM

বোধ হয় না। ধাক্কা মারিয়া দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলুন, আর কত ক্ষণ এমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন? বিশেষতঃ আপনকার নিমন্ত্রিত এই দুই মহাশয়ের অতিশয় কষ্ট হইতেছে।

এই সময়ে চন্দ্রপ্রভা অভ্যন্তরে হইতে বলিলেন, কিঙ্কর! ওরা সব কে, কি জন্যে দরজায় জমা হইয়া গোল করিতেছে? হেমকূটবাসী কিঙ্কর বলিল, ঠাকুরাণী! গোলের কথা কেন বলেন, আপনাদের এই নগরটি উচ্ছৃঙ্খল লোকে পরিপূর্ণ; এখানে গোলের অপ্রতুল কি। চন্দ্রপ্রভার স্বর শুনিতে পাইয়া জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, বলি, গিন্নি! আজকার এ কি কাণ্ড? এই কথা শুনিবামাত্র চন্দ্রপ্রভা কোপে জ্বলিতে হইয়া বলিলেন, তুই কোথাকার হতভাগা, দূর হয়ে যা, দরজার কাছে গোল করিস না, লক্ষ্মীছাড়ার আস্পর্ধা দেখ না, রাস্তায় দাঁড়াইয়া আমায় গিন্নি বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছে। জয়স্থলবাসী কিঙ্কর বলিল, মহাশয়! বড় লজ্জার কথা, এঁরা দুজন দাঁড়াইয়া রহিলেন, আমরা দরজা খুলাইতে পারিলাম না। যাহাতে শীঘ্র খুলিয়া দেয়, তাহার কোনও উপায় করুন। তখন চিরঞ্জীব বলিলেন, কিঙ্কর! আমি দেখিয়া শুনিয়া এক বারে হতবুদ্ধি হইয়াছি, আজকার কাণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তখন কিঙ্কর বলিল, তবে আর বিলম্বে কাজ নাই, দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলুন। চিরঞ্জীব বলিলেন, অতঃপর সেই পরামর্শই ভাল; দরজা ভাঙ্গা বই আর উপায় দেখিতেছি না। যেখানে পাও, সত্বর দুই তিন খান কুঠার লইয়া আইস। কিঙ্কর, যে আজ্ঞা বলিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল।

এই সময়ে রত্নদত্ত বলিলেন, মহাশয়! ধৈর্য অবলম্বন করুন। কোনও ক্রমে দরজা ভাঙ্গা হইবেক না। যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, তাহাতে ক্রোধসংবরণ করা সহজ নয়। রক্তমাংসের শরীরে এত সহ্য হয় না। কিন্তু সংসারী ব্যক্তিকে অনেক বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হয়। এখন আপনি ক্রোধভরে এক কর্ম করিবেন; কিন্তু ক্রোধশান্তি হইলে যার পর নাই অনুতাপগ্রস্ত হইবেন। অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া কোনও কর্ম করা পরামর্শসিদ্ধ হয়। যদি এই দিবা দ্বিপ্রহরের সময় আপনি দ্বারভঙ্গে প্রবৃত্ত হন, রাজপথবাহী সমস্ত লোক সমবেত হইয়া কত কুতর্ক উপস্থিত করিবেক। আপনকার কলঙ্ক রাখিবার স্থান থাকিবেক না। মানবজাতি নিরতিশয় কুৎসাপ্রিয়; লোকের কুৎসা করিবার নিমিত্ত কত অমূলক গল্পের কল্পনা করে, এবং কল্পিত গল্পের আকর্ষণী শক্তির সম্পাদনের নিমিত্ত উহাতে কত অলঙ্কার যোজিত করিয়া দেয়। যদি কোনও ব্যক্তির প্রশংসা করিবার সহস্র হেতু থাকে, অধিকাংশ লোকে ভুলিয়াও সে দিকে দৃষ্টিপাত করে না; কিন্তু কুৎসা করিবার অণুমাত্র সোপান পাইলে মনের আমোদে সেই দিকে ধাবমান হয়। আপনি নিতান্ত অমায়িক; মনে ভাবেন কখনও কাহারও অপকার করেন নাই, যথাশক্তি সকলের হিতচেষ্টা করিয়া থাকেন; সুতরাং কেহ আপনকার বিপক্ষ ও বিদ্বেষী নাই; সকলেই আপনকার আত্মীয় ও হিতৈষী। কিন্তু আপনকার সে সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। আপনি প্রাণপণে যাঁহাদের উপকার করিয়াছেন, এবং যে সকল ব্যক্তিকে আত্মীয় বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই আপনকার বিষম বিদ্বেষী। ঐ সকল ব্যক্তি আপনকার যার পর নাই কুৎসা করিয়া বেড়ান। আপনকার যথার্থ গুণগ্রাহী কতকগুলি নিরপেক্ষ লোক আছেন; তাঁহারা আপনকার দয়া সৌজন্য প্রভৃতি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া থাকেন। আপনি অতি সামান্য ব্যক্তি ছিলেন; এক্ষণে জয়স্থলে বিলক্ষণ মাননীয় ও প্রশংসনীয় হইয়াছেন; এজন্য, যে সকল লোক সচরাচর ভদ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিরই অন্তঃকরণ ঈর্ষারসে নিরতিশয় কলুষিত হইয়া আছে। তাঁহারা আপনকার অনুষ্ঠিত

BANGLADARSHAN.COM

কর্মমাত্রেরই এক এক অভিসন্ধি বহিষ্কৃত করেন; আপনি কোনও কর্ম ধর্মবুদ্ধিতে করিয়া থাকেন, তাহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে দেন না। আমি অনেক বার অনেক স্থলে দেখিয়াছি, আপনকার অনুষ্ঠিত কর্মসমুদয়ের উল্লেখ করিয়া কেহ প্রশংসা করিলে, তাঁহাদের নিতান্ত অসহ্য হয়; তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তত্তৎ কর্মকে অসদভিসন্ধিপ্রযোজিত বা স্বার্থানুসন্ধানমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পান; অবশেষে, যাহা কখনও সম্ভব নয় এরূপ গল্প তুলিয়া আপনকার নির্মল চরিতে কুৎসিত কলঙ্ক যোজিত করিয়া থাকেন। এমন স্থলে, কুৎসা করিবার এরূপ সোপান পাইলে ঐ সকল মহাত্মাদের আমোদের সীমা থাকিবেক না; তাঁহারা আপনারে একেবারে নরকে নিক্ষিপ্ত করিবেন। আর, আমরা আপনকার গৃহিণীকে বিলক্ষণ জানি। তিনি নির্বোধ নহেন। তিনি যে এ সময়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিতেছেন না, অবশ্যই ইহার বিশিষ্ট হেতু আছে; আপনি এখন তাহা জানেন না, পরে সাক্ষাৎ হইলে তিনি অবশ্যই আপনাকে বুঝাইয়া দিবেন। অতএব, আমার কথা শুনুন, আর এখানে দাঁড়াইয়া গোল করিবার প্রয়োজন নাই; চলুন, এ বেলা আমরা স্থানান্তরে গিয়ে আহার করি। অপরাহ্নে একাকী আসিয়া এই বিসদৃশ ঘটনার কারণানুসন্ধান করিবেন।

রত্নদত্তের কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর বলিলেন, আপনি সৎপরামর্শের কথাই বলিয়াছেন; ধৈর্য অবলম্বন করিয়া এখান হইতে চলিয়া যাওয়াই সর্বাংশে শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে। যাহা বলিলেন, আমার স্ত্রী কোনও ক্রমে নির্বোধ নহেন। কিন্তু তাঁহার একটি বিষম দোষ আছে। আমার বাটীতে আসিতে বিলম্ব হইলে তিনি নিতান্ত অস্থির ও উন্মত্তপ্রায় হন, এবং মনে নানা কুতর্ক উপস্থিত করিয়া অকারণে আমার সঙ্গে কলহ করেন। আজ বিশেষতঃ কিঙ্কর তাঁহাকে অতিশয় রাগাইয়া দিয়াছে; তাহাতেই এই অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি। অনন্তর বসুপ্রিয়কে বলিলেন, বোধ করি এত ক্ষণে হার প্রস্তুত হইয়াছে; তুমি অবিলম্বে বাটীতে প্রতিগমন কর; আমি অপরাজিতার আবাসে থাকিব, হার লইয়া তথায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে; দেখিও, যেন কোনও মতে বিলম্ব না হয়। ঐ হার আমি অপরাজিতাকে দিব, তাহা হইলেই গৃহিণী বিলক্ষণ শিক্ষা পাইবেন, এবং আর কখনও আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিবেন না। বসুপ্রিয় বলিলেন, যত সত্বর পারি হার লইয়া সাক্ষাৎ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে প্রস্থান করিলে চিরঞ্জীব ও রত্নগর্ভ অভিপ্রেত স্থানে গমন করিলেন।

এ দিকে, আহারের সময় হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব প্রায়ই মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, চন্দ্রপ্রভা বা বিলাসিনীর কোনও কথার উত্তর দিলেন না; এবং, কোথায় আসিয়াছি, কি করিতেছি, অবশেষেই বা কি বিপদে পড়িব, এই দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া ভাল রূপে আহারও করিতে পারিলেন না। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া চন্দ্রপ্রভা স্থির করিলেন, তিনি তাঁহার প্রতি এক বারেই নির্মম ও অনুরাগশূন্য হইয়াছেন। অদনুসারে, তিনি শিরে করাঘাত ও রোদন করিতে করিতে, গৃহান্তরে প্রবেশপূর্বক ভূতলশায়িনী হইলেন। চিরঞ্জীব ব্যতিরিক্ত আর কেহ সেখানে নাই দেখিয়া বিলাসিনী তাঁহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, দেখ ভাই! তুমি তাঁহার স্বামী নও, তিনি তোমার স্ত্রী নন, বারংবার যে এই সকল কথা বলিতেছ, ইহার কারণ কি? তুমি এত বিরক্ত হইতে পার, আমি ত দিদির তেমন কোনও অপরাধ দেখিতেছি না। এই তোমাদের প্রণয়ের সময়; যাহাতে উত্তরোত্তর প্রণয়ের বৃদ্ধি হয়, উভয়েরই প্রাণপণে সেই চেষ্টা করা উচিত। প্রণয়বর্ধনের কথা দূরে থাকুক, তুমি এক বারে পরিণয়ের অপলাপ পর্যন্ত করিতেছ। যদি কেবল ঐশ্বর্যের

BANGLADARSHAN.COM

অনুরোধে দিদির পাণিগ্রহণ করিয়া থাক, তাহা হইলে সেই ঐশ্বর্যের অনুরোধেই দিদির প্রতি দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শিত করা উচিত। আজ তোমার যেরূপ ভাব দেখিতেছি, তাহাতে দিদির উপর তোমার যে কিছুমাত্র দয়া বা মমতা আছে, এরূপ বোধ হয় না। তুমি আমার স্ত্রী নও, আমি তোমার পতি নই, আমি তোমার পাণিগ্রহণ করি নাই, বাটীর সকল লোকের সমক্ষে দিদির মুখের উপর এ সকল কথা বলা অত্যন্ত অন্যায়। স্বামীর মুখে এরূপ কথা শুনা অপেক্ষা, স্ত্রীলোকের পক্ষে অধিকতর ক্লেশকর আর কিছুই নাই। বলিতে কি, আজ তুমি দিদির সঙ্গে নিতান্ত ইতরের ব্যবহার করিতেছ। যদি মনে অনুরাগ না থাকে, মৌখিক প্রণয় ও সৌজন্য দেখাইবার হানি কি? তাহা হইলেও দিদির মন অনেক তুষ্ট থাকে। যা হউক, ভাই! আজ তুমি বড় ঢলাঢলি করিলে। স্ত্রী-পুরুষে এরূপ ঢলাঢলি করা কেবল লোক হাসান মাত্র। তোমার আজকার আচরণ দেখিলে তুমি যেন সে লোক নও বোধ হয়। কি কারণে আজ এত বিরস বদনে রহিয়াছ, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। মুখ দেখিতে বোধ হয়, তোমার অন্তঃকরণ দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া আছে। এখন আমার কথা শুন, ঘরের ভিতরে গিয়া দিদির সান্ত্বনা কর। বলিবে, পূর্বে যাহা কিছু বলিয়াছি, সে সব পরিহাসমাত্র; তোমার মনের ভাবপরীক্ষা ভিন্ন তাহার আর কোন অভিসন্ধি নাই। যদি দুটা মিষ্টি কথা বলিলে তাঁহার অভিমান দূর হয় ও খেদনিবারণ হয়, তাহাতে তোমার আপত্তি কি?

বিলাসিনীর বচনবিন্যাস শ্রবণগোচর করিয়া হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, অয়ি চারুশীলে! আমি দেখিয়া শুনিয়া এক কালে হতজ্ঞান হইয়াছি; আমার বুদ্ধিস্ফুর্তি বা বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইতেছে না। তোমার কথার কি উত্তর দিব, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। তুমি যে পথে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত এত ক্ষণ আমায় উপদেশ দিলে, আমি সে পথের পথিক নই; প্রাণান্তেও তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। তোমরা দেবী কি মানবী, আমি এ পর্যন্ত তাহা স্থির করিতে পারি নাই; যদি দেবযোনিসম্ভবা হও, আমায় স্বতন্ত্র বুদ্ধি ও স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি দাও; তাহা হইলে তোমাদের অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলিতে পারি; নতুবা, এখন আমার যেরূপ বুদ্ধি ও যেরূপ প্রবৃত্তি আছে, তদনুসারে আমি কোনও ক্রমে পরকীয় মহিলার সংস্রবে যাইতে পারিব না। স্পষ্ট কথায় বলিতেছি, তোমার ভগিনী আমার পত্নী নহেন, আমি কখনও উঁহার পাণিগ্রহণ করি নাই। তিনি অধীরা হইয়া অশ্রুবিসর্জন করিতেছেন, সত্য বটে; কিন্তু, তাঁহার খেদাপনয়নের নিমিত্তে তুমি এত ক্ষণ আমায় যে উপদেশ দিলে, আমি প্রাণান্তেও তদনুযায়ী কার্য করিতে পারিব না। আমি বিনয় করিয়া বলিতেছি, তুমি আর আমায় ওরূপ উপদেশ দিও না। যেরূপ শুনিতেছি, তাহাতে তিনি বিবাহিতা কামিনী। জানিয়া শুনিয়া কি রূপে অপকর্মে প্রবৃত্ত হই, বল। আমি অবিবাহিত পুরুষ; তুমিও অদ্যাপি অবিবাহিত আছ, বোধ হইতেছে। যদি তোমার অভিপ্রায় থাকে, ব্যক্ত কর; আমি সহধর্মিণীভাবে তোমার পরিগ্রহে প্রস্তুত আছি; প্রতিজ্ঞা করিতেছি, পরস্পর যথাবিধি পরিণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে প্রাণপণে তোমার সন্তোষসম্পাদনে যত্ন করিব, এবং যাবজ্জীবন তোমার মতের অনুবর্তী হইয়া চলিব। প্রেয়সী! বলিতে কি, তোমার রূপলাবণ্যদর্শনে ও বচনমাধুরীশ্রবণে আমার মন এমন মোহিত হইয়াছে যে, তোমার সম্মতি হইলে আমি এই দণ্ডে তোমার পাণিগ্রহণ করি। বিলাসিনী শুনিয়া চকিত হইয়া বলিলেন, আমি তোমার প্রেয়সী নই, দিদি তোমার প্রেয়সী; তাঁহার প্রতি এই প্রিয়সম্ভাষণ করা উচিত। চিরঞ্জীব বলিলেন, যাহার প্রতি মনের অনুরাগ জন্মে, সেই প্রেয়সী; তোমার প্রতি আমার মন অনুরক্ত হইয়াছে, অতএব তুমিই আমার প্রেয়সী। তোমার দিদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? তিনি আমার প্রেয়সী নহেন। এই

BANGLADARSHAN.COM

কথা শুনিয়া বিলাসিনী বলিলেন, বলিতে কি, ভাই! তুমি যথার্থই পাগল হয়েছ, নতুবা এমন কথা কেমন করিয়া মুখে আনিলে। ছি ছি! কি লজ্জার কথা; আর যেন কেহ ও কথা শুনে না। দিদি শুনিলে আত্মঘাতিনী হইবেন। আমি দিদিকে ডাকিয়া দিতেছি; অতঃপর তিনি আপনার মামলা আপনি করুন। তোমার যে ভাব দেখিতেছি, আমি একাকিনী আর তোমার নিকটে থাকিতে পারিব না।

এই বলিয়া বিলাসিনী সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। হেমকূটের চিরঞ্জীব, হতবুদ্ধি হইয়া একাকী সেই স্থানে বসিয়া গালে হাত দিয়া, কতই ভাবিতে লাগিলেন।

এই সময়ে হেমকূটবাসী কিঙ্কর ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া চিরঞ্জীবের নিকটে উপস্থিত হইল, এবং আকুল বচনে বলিতে লাগিল, মহাশয়! আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি, রক্ষা করুন। চিরঞ্জীব বলিলেন, ব্যাপার কি, বল। সে বলিল, এ বাটীর কর্ত্রী ঠাকুরাণী যেরূপ, পরিচারিণীগুলিও অবিকল সেইরূপ চরিত্রের লোক। কর্ত্রী ঠাকুরাণী যেমন আপনাকে পতি বলিয়া অধিকার করিতে চাহেন, পাকশালায় যে পরিচারিণী আছে, সে আমাকে পতি বলিয়া অধিকার করিতে চাহে। সে আমার নাম জানে, আমার শরীরের কোন্ স্থানে কি চিহ্ন আছে, সমূদয় জানে। সে কি রূপে এ সমস্ত জানিতে পারিল, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। সে সহসা আমার নিকটে উপস্থিত হইল এবং প্রণয়সম্ভাষণপূর্বক বলিল, এখানে একাকী বসিয়া কি করিতেছ? পাকশালায় আইস, আমোদ আহ্লাদ করিব। সে এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। তাহার আকার প্রকার দেখিয়া আমার মনে এমন ভয় জন্মিল যে, আমি কোনও ক্রমে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না। সে যেমন বিশ্রী, তেমনই স্থূলকায় ও দীর্ঘাকার। আমি আপনকার সঙ্গে অনেক দেশ বেড়াইয়াছি, কিন্তু কখনও এমন ভয়ানক মূর্তি দেখি নাই; আমার বোধ হয়, সে রাক্ষসী, মানুষী নয়। আমি যমালয়ে যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু প্রাণান্তেও পাকশালায় প্রবিষ্ট হইতে পারিব না। অধিক কি বলিব, তাহার আকার প্রকার দেখিয়া আমার শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আমি পাকশালায় যাইতে যত অসম্মত হইতে লাগিলাম, সে উত্তরোত্তর ততই উৎপীড়ন করিতে লাগিল। অবশেষে পলাইয়া আপনকার নিকটে আসিয়াছি; যাহাতে আমি তাহার হস্ত হইতে নিস্তার পাই তাহা করুন।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, কিঙ্কর! আমি কিরূপে তোমার নিস্তার করিব, বল; আমার নিস্তার কে করে, তাহার ঠিকানা নাই। এ দেশের সকলই অদ্ভুত কাণ্ড। পাকশালার পরিচারিণী কি রূপে তোমার নাম ও শরীরগত চিহ্ন সকল জানিতে পারিল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, সত্বর পলায়ন ব্যতিরেকে নিস্তারের পথ নাই। তুমি এক মুহূর্তও বিলম্ব করিও না; এখনই চলিয়া যাও এবং অনুসন্ধান করিয়া জান, আজ কোনও জাহাজ এখান হইতে স্থানান্তরে যাইতেছে কি না। তুমি এই সংবাদ লইয়া আপণে যাইবে, আমিও ইতিমধ্যে তথায় উপস্থিত হইতেছি। অথবা বিলম্বের প্রয়োজন কি? এখন এখানে কেহ নাই, এক সঙ্গেই পলায়ন করা ভাল। এই বলিয়া চিরঞ্জীব কিঙ্কর সমভিব্যাহারে সেই ভবন হইতে বহির্গত হইলেন, এবং তাহাকে অর্ণবপোতের অনুসন্ধানে পাঠাইয়া দ্রুত পদে আপণ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

বসুপ্রিয় স্বর্ণকার জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীবের আদেশ অনুসারে হার আনিতে গিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে হার লইয়া তাঁহার নিকটে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে দেখিতে পাইয়া জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব বোধ করিয়া বলিলেন, এই যে চিরঞ্জীববাবুর সহিত পথেই সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, হাঁ আমার নাম চিরঞ্জীব বটে। বসুপ্রিয় বলিলেন, আপনকার নাম আমি বিলক্ষণ জানি, আপনারে আর সে পরিচয় দিতে হইবেক না; এ নগরে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আপনকার নাম জানে। আমি হার আনিয়াছি, লউন। এই বলিয়া সেই হার তিনি চিরঞ্জীবের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আমায় এ হার দিতেছেন কেন, আমি হার লইয়া কি করিব? বসুপ্রিয় বলিলেন, সে কথা আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? আপনকার যাহা ইচ্ছা হয়, করিবেন; হার আপনকার আদেশে আপনকার জন্যে প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, কই, আমি ত আপনাকে হার গড়িতে বলি নাই। বসুপ্রিয় বলিলেন, সে কি মহাশয়! এক বার নয়, দুই বার নয়, অন্ততঃ বিশ বার আপনি আমায় এই হার গড়িতে বলিয়াছেন। কিঞ্চিৎ কাল পূর্বে, এই হারের জন্যে আমার বাটীতে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা কাল বসিয়া ছিলেন, এবং আধ ঘণ্টা পূর্বে, আমায় এই হার লইয়া আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, পরিহাস শুনিবার সময় নাই। আপনি হার লইয়া যান; আমি পরে সাক্ষাৎ করিব এবং হারের মূল্য লইয়া আসিব। তিনি বলিলেন, যদি নিতান্তই আমায় হার লইতে হয়, আপনি উহার মূল্য লউন; হয় ত, অতঃপর আর আপনি আমার দেখা পাইবেন না; সুতরাং এখন না লইলে পরে আর হারের মূল্য পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। বসুপ্রিয় বলিলেন, আমার সঙ্গে এত পরিহাস কেন।

BANGLADARSHAN.COM

এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। চিরঞ্জীব হার লইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ আবার এক অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত হইল। এখানকার লোকের ভাব বুঝাই ভার। আমার হস্তে দিয়া চলিয়া গেল; মূল্য লইতে বলিলাম, তাহাও লইল না। এ কি ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা এখানকার সকলই অদ্ভুত ব্যাপার। যাহা হউক, এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা বিধেয় নহে; জাহাজ স্থির হইলেই প্রস্থান করিব। সত্বর আপণে যাই; বোধ করি, কিঙ্কর এত ক্ষণে সেখানে আসিয়াছে। এই বলিতে বলিতে তিনি আপণ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বসুপ্রিয় স্বর্ণকার এক বিদেশীয় বণিকের নিকট পাঁচ শত টাজা ধার লইয়াছিলেন। যে সময়ে পরিশোধ করিবার অঙ্গীকার ছিল, তাহা অতীত হইয়া যায়, তথাপি বণিক্ টাকার জন্য বসুপ্রিয়কে উৎপীড়িত করেন নাই। পরে দূর দেশান্তর যাইবার প্রয়োজন হওয়াতে তিনি টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে, সহজে টাকা পাওয়া দুর্ঘট বিবেচনা করিয়া এক জন রাজপুরুষ সঙ্গে লইয়া তিনি বসুপ্রিয়ের আলয়ে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, আজ আমি এখান হইতে প্রস্থান করিব; সমূদয় আয়োজন হইয়াছে; জাহাজে আরোহণ করিলেই হয়; যে জাহাজে যাইব, উহা সন্ধ্যার প্রাক্কালে জয়স্থল হইতে চলিয়া যাইবেক। আমি যে প্রয়োজনে যাইতেছি, তাহাতে সঙ্গে কিছু অধিক টাকা থাকা আবশ্যক। অতএব আমার প্রাপ্য টাকাগুলি এখনই দিতে হইবেক; না দেন, আপনাকে এই রাজপুরুষের হস্তে সমর্পিত করিব। বসুপ্রিয় বলিলেন, টাকা দিতে আমার এক মুহূর্তের নিমিত্তেও আপত্তি বা অনিচ্ছা

নাই। আপনি আমার নিকটে যত টাকা পাইবেন, চিরঞ্জীববাবুর নিকট আমার তদপেক্ষা অধিক টাকা পাওনা আছে। তাঁহাকে এক ছড়া হার গড়িয়া দিয়াছি; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই ঐ হারের মূল্য পাইব। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার বাটী পর্যন্ত আমার সঙ্গে চলুন; সেখানে যাইবামাত্র আপনি টাকা পাইবেন। তিনি অগত্যা সম্মত হইলে, বসুপ্রিয় তাঁহাকে ও তাঁহার আনীত রাজপুরুষকে সমভিব্যাহারে লইয়া চিরঞ্জীবের আলয়ে চলিলেন।

জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব অপরাজিতার আবাসে আহার করিয়াছিলেন। অপরাজিতার অঙ্গুলিতে একটি অতি সুন্দর অঙ্গুরীয় ছিল; চিরঞ্জীব তদীয় অঙ্গুলি হইতে ঐ অঙ্গুরীয়টি খুলিয়া লয়েন, বলেন, আমি এটি আর ফিরিয়া দিব না; ইহার পরিবর্তে আপনারে এক ছড়া নূতন হার দিব। হারের বর্ণনা শুনিয়া অপরাজিতা, ভাবিয়া দেখিলেন, অঙ্গুরীয় অপেক্ষা হারের মূল্য অন্ততঃ দশগুণ অধিক। এইজন্য তিনি এই বিনিময়ে সম্মত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, আমি হার কখন পাইব। চিরঞ্জীব বলিয়াছিলেন, স্বর্ণকারের সহিত অবধারিত কথা আছে, হার লইয়া তিনি অবিলম্বে এখানেই আসিবেন। আপনি চার পাঁচ দণ্ডের মধ্যে হার পাইবেন। নির্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেল, তথাপি স্বর্ণকার-উপস্থিত হইলেন না। চিরঞ্জীব অতিশয় অপ্রতিভ হইলেন, এবং আমি স্বয়ং স্বর্ণকারের বাটীতে গিয়া হার আনিয়া দিতেছি, এই বলিয়া কিঙ্করকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎ দূরে গমন করিয়া চিরঞ্জীব কিঙ্করকে বলিলেন, দেখ! আজ গৃহিণী যে আমায় বাটীতে প্রবেশ করিতে দেন নাই, তাহার পুরস্কারস্বরূপ, হারের পরিবর্তে তাঁহাকে একগাছা মোটা দড়ি দিব; তিনি ও তাঁহার মন্ত্রিণীরা ঐরূপ হার পাইবারই উপযুক্ত পাত্র। তুমি ঐরূপ দড়ির সংগ্রহ করিয়া রাখিবে, এবং আমি বাটীতে যাইবামাত্র আমার হস্তে দিবে; দেখিও, যেন বিলম্ব না হয়। এই বলিয়া রজ্জুক্রয়ের নিমিত্ত একটি টাকা দিয়া তিনি তাহাকে বিদায় করিতেছেন, এমন সময়ে স্বর্ণকার, বণিক্, ও রাজপুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যথাকালে হার না পাওয়াতে চিরঞ্জীব স্বর্ণকারের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ছিলেন; এক্ষণে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ভর্ৎসনা করিতে করিতে বলিলেন, তোমার বাক্যনিষ্ঠাদর্শনে আজ আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমায় বারংবার বলিয়া দিলাম, এই সময়ের মধ্যে আমার নিকটে হার লইয়া যাইবে; না তুমি গেলে, না হার পাঠাইলে, কিছুই করিলে না; এজন্য আজ আমি বড় অপ্রস্তুত হইয়াছি; তোমার কথায় যে বিশ্বাস করে, তাহার ভদ্রস্থতা নাই। তুমি অতি অন্যায় করিয়াছ। এ পর্যন্ত তুমি না যাওয়াতে আমি হারের জন্যে তোমার বাটী যাইতেছিলাম।

বসুপ্রিয়, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব স্থির করিয়া, কিঞ্চিৎ কাল পূর্বে, তাঁহার হস্তে হার দিয়াছিলেন। সুতরাং প্রকৃত ব্যক্তিকে হার দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সংস্কার ছিল। এজন্য তিনি বলিলেন, মহাশয়! এখন পরিহাস রাখুন; আপনকার হারের হিসাব প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি, দৃষ্টি করুন। এই বলিয়া সেই হিসাবের ফর্দ তাঁহার হস্তে দিয়া বসুপ্রিয় বলিলেন, আপনকার নিকট আমার পাওয়ানা পাঁচ শত পঞ্চাশ টাকা। আমি এই বণিকের পাঁচ শত টাকা ধারি। ইনি অদ্যই এখান হইতে প্রস্থান করিতেছেন। এত ক্ষণ কোন্ কালে জাহাজে চড়িতেন, কেবল এই টাকার জন্যে যাইতে পারিতেছেন না। অতএব আপনি হারের হিসাবে আমায় আপাততঃ পাঁচ শত টাকা দিউন।

BANGLADARSHAN.COM

তখন চিরঞ্জীব বলিলেন, আমার সঙ্গে কি টাকা আছে যে এখনই দিব। বিশেষতঃ আমার কতকগুলি বরাত আছে; সে সব শেষ না করিয়াও বাটী যাইতে পারিব না। অতএব তুমি এই মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া আমার বাটীতে যাও; আমার স্ত্রীর হস্তে হার দিয়া আমার নাম করিয়া বলিলে তিনি তৎক্ষণাৎ টাকা দিবেন; আর, বোধ করি, আমিও ঐ সময়ে বাটীতে উপস্থিত হইতেছি। বসুপ্রিয় বলিলেন, হার আপনকার নিকটে থাকুক, আপনিই তাঁহাকে দিবেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, না, সে কথা ভাল নয়; হয় ত আমি যথাসময়ে পঁহুছিতে পারিব না; অতএব তুমিই হার লইয়া যাও। তখন বসুপ্রিয় বলিলেন, হার কি আপনকার সঙ্গে আছে? চিরঞ্জীব চকিত হইয়া বলিলেন, ও কেমন কথা! তুমি কি আমায় হার দিয়াছ যে, হার আমার সঙ্গে আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেছ। বসুপ্রিয় বলিলেন, মহাশয়! এ পরিহাসের সময় নয়, ইঁহার প্রস্থানের সময় বহিয়া যাইতেছে; আর বিলম্ব করা চলে না। অতএব আমার হস্তে হার দেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, তুমি যে হারের বিষয়ে আমার নিকট অঙ্গীকাররক্ষা করিতে পার নাই, সেই দোষ ঢাকিবার জন্য বুঝি এই সকল ছল করিতেছ। আমি কোথায় সে জন্যে তোমায় ভর্ৎসনা করিব মনে করিয়াছি; না হইয়া তুমি কলহপ্রিয়া কামিনীর ন্যায় অগ্রেই তর্জন গর্জন করিতে আরম্ভ করিলে।

এই সময়ে বণিক বসুপ্রিয়কে বলিলেন, সময় অতীত হইয়া যাইতেছে, আর আমি কোনও মতে বিলম্ব করিতে পারি না। তখন বসুপ্রিয় চিরঞ্জীবকে বলিলেন, মহাশয়! শুনিলেন ত, উনি আর বিলম্ব করিতে পারেন না। চিরঞ্জীব বলিলেন, হার লইয়া আমার স্ত্রীর নিকটে গেলেই টাকা পাইবে। শুনিয়া সাতিশয় বিরক্ত হইয়া বসুপ্রিয় বলিলেন, মহাশয়! আপনি কেমন কথা বলিতেছেন; কিঞ্চিৎ পূর্বে আমি আপনকার হস্তে হার দিয়াছি; আমার নিকটে আর কেমন করিয়া হার থাকিবেক। হয় হার পাঠাইয়া দেন, নয় লিখিয়া দেন। এই কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, তোমার কৌতুক আর ভাল লাগিতেছে না; হার কেমন হইয়াছে, দেখাও।

BANGLADARSHAN.COM

উভয়ের এইরূপ বিবাদদর্শনে ও বাদানুবাদশ্রবণে, যার পর নাই বিরক্ত হইয়া বণিক্ চিরঞ্জীবকে বলিলেন, আপনাদের বাক্‌চাতুরী আর আমার সহ্য হইতেছে না; আপনি টাকা দিবেন না, স্পষ্ট বলুন; যদি না দেন, আমি ইঁহাকে রাজপুরুষের হস্তে সমর্পিত করি। চিরঞ্জীব বলিলেন, আপনকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি যে, আপনি এত রূঢ় ভাবে আমার সহিত আলাপ করিতেছেন। তখন বসুপ্রিয় বলিলেন, আপনি হারের হিসাবে আমার টাকা ধারেন, সেই সম্পর্কে উনি এরূপ আলাপ করিতেছেন। সে যাহা হউক, টাকা এই দণ্ডে দিবেন কি না, বলুন। চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি যত ক্ষণ হার না পাইতেছি, তোমায় এক কপর্দকও দিব না। বসুপ্রিয় বলিলেন, কেন, আমি আধ ঘণ্টা পূর্বে আপনকার হস্তে হার দিয়াছি। চিরঞ্জীব বলিলেন, তুমি কখনই আমায় হার দাও নাই। এরূপ মিথ্যা অভিযোগ করা বড় অন্যায়। উহাতে আমার যথেষ্ট অনিষ্ট করা হইতেছে। বসুপ্রিয় বলিলেন, হার পাওয়ার অপলাপ করিয়া আপনি আমার অধিকতর অনিষ্ট করিতেছেন; চির কালের জন্যে আমার সম্ভ্রম যাইতেছে।

সত্বর টাকা পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বণিক্ রাজপুরুষকে বলিলেন, আপনি ইঁহাকে অবরুদ্ধ করুন। রাজপুরুষ বসুপ্রিয়কে অবরুদ্ধ করিলে তিনি চিরঞ্জীবকে বলিলেন, দেখুন, আপনকার দোষে চির কালের জন্য আমার মান সম্ভ্রম যাইতেছে; আপনি টাকা দিয়া আমায় মুক্ত করুন; নতুবা আমিও আপনাকে এই দণ্ডে অবরুদ্ধ করাই। শুনিয়া সাতিশয় কুপিত হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে নির্বোধ! আমি হার না পাইয়া টাকা দিব কেন? তোমার সাহস

হয়, আমায় অবরুদ্ধ করাও। তখন বসুপ্রিয় রাজপুরুষের হস্তে অবরোধনের খরচ দিয়া বলিলেন, দেখুন, ইনি আমার নিকট হইতে এক ছড়া বহুমূল্য হার লইয়া মূল্য দিতেছেন না; অতএব আপনি ইঁহাকে অবরুদ্ধ করুন। সহোদরও যদি আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করে, আমি তাহাকেও ক্ষমা করিতে পারি না। স্বর্ণকারের অভিপ্রায় বুঝিয়া রাজপুরুষ চিরঞ্জীবকে অবরুদ্ধ করিলেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি যে পর্যন্ত টাকা জমা করিতে বা জামীন দিতে না পারিতেছি, তাবৎ আপনকার অবরোধে থাকিব। এই বলিয়া তিনি বসুপ্রিয়কে বলিলেন, অরে দুরাত্মন্! তুমি যে অকারণে আমার অবমাননা করিলে, তোমায় তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিতে হইবেক; অধিক আর কি বলিব, এই অপরাধে তোমার সর্বস্বান্ত হইবেক। বসুপ্রিয় বলিলেন, ভাল দেখা যাইবেক। জয়স্থল নিতান্ত অরাজক স্থান নহে। যখন উভয়ে বিচারালয়ে উপস্থিত হইব, আপনকার সমস্ত গুণ এরূপে প্রকাশিত করিব যে, আপনি আর লোকালয়ে মুখ দেখাইতে পারিবেন না। আপনি অধিরাজ বাহাদুরের প্রিয় পাত্র বলিয়া এরূপ গর্বিত কথা বলিতেছেন। কিন্তু তিনি যেরূপ ন্যায়পরায়ণ, তাহাতে কখনই অন্যায় বিচার করিবেন না।

হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব স্বীয় অনুচর কিঙ্করকে জাহাজের অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছিলেন। সমুদয় স্থির করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত চিত্তে সে স্বীয় প্রভুকে এই সংবাদ দিতে যাইতেছিল; পথিমধ্যে জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীবকে দেখিতে পাইয়া স্বপ্রভুজ্ঞানে তাঁহার সম্মুখবর্তী হইয়া বলিতে লাগিল, মহাশয়! আর আমাদের ভাবনা নাই, মলয়পুরের এক জাহাজ পাওয়া গিয়াছে; তাহাতে আমাদের যাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি। ঐ জাহাজ অবিলম্বে প্রস্থান করিবেক; অতএব পান্থনিবাসে চলুন, দ্রব্যসামগ্রী সমুদয় লইয়া এ পাপিষ্ঠ স্থান হইতে চলিয়া যাই; শুনিয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে নির্বোধ! অরে পাগল! মলয়পুরের জাহাজের কথা কি বলিতেছ। সে বলিল, কেন মহাশয়! আপনি কিঞ্চিৎ পূর্বে আমায় জাহাজের অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছিলেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি তোমায় জাহাজের কথা বলি নাই, দড়ি কিনিতে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিল, না মহাশয়! আপনি দড়ি কিনিবার কথা কখন বলিলেন? জাহাজ দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন। তখন চিরঞ্জীব যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, অরে পাপিষ্ঠ! এখন আমি তোমার সঙ্গে এ বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা করিতে পারি না; যখন সচ্ছন্দ চিত্তে থাকিব, তখন করিব, এবং যাহাতে উত্তরকালে আমার কথা মন দিয়া শুন, তাহাও ভাল করিয়া শিখাইয়া দিব। এখন সত্বর তুমি বাটী যাও, এই চাবিটি চন্দ্রপ্রভার হস্তে দিয়া বল, পাঁচ শত টাকার জন্য আমি পথে অবরুদ্ধ হইয়াছি; আমার বাক্সের ভিতরে যে স্বর্ণমুদ্রার থলি আছে, তাহা তোমা দ্বারা অবিলম্বে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি অবরোধ হইতে মুক্ত হইব। আর দাঁড়াইও না, শীঘ্র চলিয়া যাও। এই বলিয়া কিঙ্করকে বিদায় করিয়া তিনি রাজপুরুষকে বলিলেন, অহে রাজপুরুষ! যত ক্ষণ টাকা না আসিতেছে, আমায় কারাগারে লইয়া চল। অনন্তর তাঁহারা তিন জনে কারাগার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিঙ্কর মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমায় চন্দ্রপ্রভার নিকটে যাইতে বলিলেন; সুতরাং, আজ আমরা যে বাটীতে আহার করিয়াছিলাম, আমায় তথায় যাইতে হইবেক। পাকশালার পরিচারিণীর ভয়ে সে বাটীতে প্রবেশ করিতে আমার সাহস হইতেছে না। কিন্তু প্রভু যে অবস্থায় যে জন্য আমায় পাঠাইয়াছেন, না গেলে কোনও মতে চলিতেছে না। এই বলিতে বলিতে সে সেই বাটীর উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

BANGLADARSHAN.COM

এ দিকে, বিলাসিনী হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবের সমক্ষ হইতে পলাইয়া চন্দ্রপ্রভার নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং চিরঞ্জীবের সহিত যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, সবিশেষ সমস্ত শুনাইলেন। চন্দ্রপ্রভা শুনিয়া কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর জিজ্ঞাসিলেন, বিলাসিনি! তিনি যে তোমার উপর অনুরাগপ্রকাশ এবং পরিশেষে পরিণয়প্রস্তাব ও প্রলোভনবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমার বাস্তবিক বলিয়া বোধ হইল? আমার অনুভব হয়, তিনি পরিহাস করিয়াছেন। বিলাসিনী বলিলেন, না, দিদি! পরিহাস নয়; আমার উপর তাঁহার যে বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মিয়াছে, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই; অন্তঃকরণে বিলক্ষণ অনুরাগসঞ্চার না হইলে পুরুষদিগের সেরূপ ভাবভঙ্গী ও সেরূপ কথাপ্রণালী হয় না। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস না হইলে কখনই তোমার নিকট এই কথার উল্লেখ করিতাম না। শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রপ্রভা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল, তিনি কি কি কথা বলিলেন? বিলাসিনী বলিলেন, তিনি বলিলেন, তোমার সহিত তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ নাই, তিনি তোমার পাণিগ্রহণ করেন নাই, তোমার উপর তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ নাই, তিনি বৈদেশিক ব্যক্তি, জয়স্থলে তাঁহার বাস নয়; পরে আমার উপর স্পষ্ট বাক্যে পরিণয়প্রস্তাব করিলেন, অবশেষে, তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া ভয় পাইয়া আমি পলাইয়া আসিলাম।

সমুদয় শ্রবণগোচর করিয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, বিলাসিনি! তোমার মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে এজন্মে আর তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে হয় না। তিনি যে এমন নীচ প্রকৃতির লোক, তাহা আমি একবারও মনে করি নাই। কিন্তু আমার মন কেমন, বলিতে পারি না। দেখ, তিনি কেমন মমতাশূন্য হইয়াছেন এবং কেমন নৃশংস ব্যবহার করিতেছেন; আমি কিন্তু তাঁহার প্রতি সেরূপ মমতাশূন্য হইতে বা সেরূপ নৃশংস ব্যবহার করিতে পারিতেছি না; এখনও আমার অনুরাগ অণুমাত্র বিচলিত হইতেছে না। এই বলিয়া চন্দ্রপ্রভা খেদ করিতে আরম্ভ করিলেন, বিলাসিনী প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

এই সময়ে হেমকূটের কিঙ্কর তাঁহাদের নিকটবর্তী হইল। তাহাকে দেখিয়া জয়স্থলের কিঙ্কর বোধ করিয়া বিলাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, কিঙ্কর! তুমি হাঁপাইতেছ কেন? সে বলিল, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়াছি, তাহাতেই হাঁপাইতেছি। বিলাসিনী বলিলেন, তোমার প্রভু কোথায়, তিনি ভাল আছেন ত? তোমার ভাব দেখিয়া ভয় হইতেছে; কেমন, কোনও অনিষ্টঘটনা হয় নাই ত? সে বলিল, তিনি রাজপুরুষের হস্তে সমর্পিত হইয়াছেন; সে তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া কারাগারে লইয়া যাইতেছে। শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, কিঙ্কর! কাহার অভিযোগে তিনি অবরুদ্ধ হইলেন? সে বলিল, আমি তাহার কিছুই জানি না; আমায় এক কর্মে পাঠাইয়াছিলেন; কর্ম শেষ করিয়া তাঁহার সন্নিহিত হইবামাত্র, তিনি আমার হস্তে এই চাবিটি দিয়া আপনকার নিকটে আসিতে বলিলেন; বলিয়া দিলেন, তাঁহার বাক্সের মধ্যে একটি স্বর্ণমুদ্রার থলি আছে, আপনি চাবি খুলিয়া তাহা বাহির করিয়া আমার হস্তে দেন; ঐ টাকা দিলে তিনি অবরোধ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। শুনিবামাত্র, বিলাসিনী চিরঞ্জীবের বাক্স হইতে স্বর্ণমুদ্রার থলি আনিয়া কিঙ্করের হস্তে দিলেন এবং বলিলেন, অবিলম্বে তোমার প্রভুকে বাটীতে লইয়া আসিবে। সে স্বর্ণমুদ্রা লইয়া দ্রুত পদে প্রস্থান করিল; তাঁহারা দুই ভগিনীতে দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া বিষম অসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

হেমকূটের চিরঞ্জীব, কিঙ্করকে জাহাজের অনুসন্ধানে পাঠাইয়া, বহু ক্ষণ পর্যন্ত উৎসুকচিত্তে তদীয় প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিলেন, এবং সমধিক বিলম্ব দর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কিঙ্করকে সত্বর সংবাদ আনিতে বলিয়াছিলেন, সে এখনও আসিল না কেন? যে জন্য পাঠাইয়াছি, হয় ত তাহারই কোনও স্থিরতা করিতে পারে নাই, নয় ত পথিমধ্যে কোনও উৎপাতে পড়িয়াছে; নতুবা যে বিষয়ের জন্য গিয়াছে, তাহাতে উপেক্ষা করিয়া বিষয়ান্তরে আসক্ত হইবেক, এরূপ বোধ হয় না; কারণ জয়স্থল হইতে পলাইবার নিমিত্ত সে আমা অপেক্ষাও ব্যস্ত হইয়াছে। অতএব, পুনরায় কোনও উপদ্রব ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। এ নগরের যে রঙ্গ দেখিতেছি, তাহাতে উপদ্রবঘটনার অপ্রতুল নাই। রাজপথে নির্গত হইলে সকল লোকই আমার নামগ্রহণপূর্বক সম্বোধন ও সংবর্ধনা করে; অনেকেই চিরপরিচিত সুহৃদের ন্যায় প্রিয় সম্ভাষণ করে; কেহ কেহ এরূপ ভাব প্রকাশ করে, যেন আমি নিজ অর্থ দ্বারা তাহাদের অনেক আনুকূল্য করিয়াছি, অথবা আমার সহায়তায় তাহারা বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভ করিয়াছে; কেহ কেহ আমায় টাকা দিতে উদ্যত হয়; কেহ কেহ আহারের নিমন্ত্রণ করে; কেহ কেহ পরিবারের কুশল জিজ্ঞাসা করে; কেহ কেহ কহে, আপনি যে দ্রব্যের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা সংগৃহীত হইয়াছে, আমার দোকানে গিয়া দেখিবেন, না বাটীতে পাঠাইয়া দিব? পান্থনিবাস আসিবার সময় এক দরজী পীড়াপীড়ি করিয়া দোকানে লইয়া গেল, এবং, আপনকার চাপকানের জন্য এই গরদের থান আনিয়াছি বলিয়া, আমার গায়ের মাপ লইয়া ছাড়িয়া দিল; আবার এক স্বর্ণকার আমার হস্তে বহুমূল্যের হার দিয়া মূল্য না লইয়া চলিয়া গেল। কেহই আমায় বৈদেশিক বিবেচনা করে না। আমি যেন জয়স্থলের একজন গণনীয় ব্যক্তি। আর মধ্যাহ্নকালে দুই স্ত্রীলোক যে কাণ্ড করিলেন, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব। এ স্থানে মাদৃশ বৈদেশিক ব্যক্তির কোনও ক্রমে ভদ্রস্থতা নাই। এখানকার ব্যাপার বুঝিয়া উঠা ভার। যদি আজ সন্ধ্যার মধ্যে প্রস্থান করিতে পারি, তাহা হইলেই মঙ্গল। কিন্তু কিঙ্কর কি জন্যে এত বিলম্ব করিতেছে? যাহা হউক, আর তাহার প্রতীক্ষায় থাকিলে চলে না, অন্বেষণ করিতে হইল।

BANGLADARSHAN.COM

এই বলিয়া পান্থনিবাস হইতে বহির্গত হইয়া চিরঞ্জীব রাজপথে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এমন সময় কিঙ্কর সত্বর গমনে তাঁহার সন্নিহিত হইল এবং বলিল, যে স্বর্ণমুদ্রা আনিবার জন্য আমায় পাঠাইয়াছিলেন, তাহা এই। ইহা বলিয়া সে স্বর্ণমুদ্রার থলি তাঁহার হস্তে দিল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি রূপে সেই ভীষণমূর্তি রাজপুরুষের হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেন; সে যে বড় টাকা না পাইয়া ছাড়িয়া দিল? তিনি স্বর্ণমুদ্রা দর্শনে ও কিঙ্করের কথা শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, কিঙ্কর! এ স্বর্ণমুদ্রা কোথায় পাইলে, এবং কি জন্যই বা আমার হস্তে দিলে, বল; আমি ত তোমায় স্বর্ণমুদ্রা আনিবার জন্য পাঠাই নাই? কিঙ্কর বলিল, সে কি মহাশয়! রাজপুরুষ আপনাকে কারাগারে লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় আপনি আমায় দেখিতে পাইয়া আমার হস্তে একটি চাবি দিয়া বলিলেন, বাক্সের মধ্যে পাঁচ শত টাকার স্বর্ণমুদ্রা আছে; চন্দ্রপ্রভার হস্তে এই চাবি দিলে তিনি তাহা বহিষ্কৃত করিয়া তোমার হস্তে দিবেন; তুমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া আমার নিকটে আসিবে। তদনুসারে আমি এই স্বর্ণমুদ্রা আনিয়াছি। বোধ হয়, আপনকার স্মরণ আছে, আমরা মধ্যাহ্নকালে যে স্ত্রীলোকের আলয়ে আহার করিয়াছিলাম, তাঁহার নাম চন্দ্রপ্রভা। তিনি ও তাঁহার ভগিনী অবরোধের কথা শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, এবং সত্বর আপনারে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। এক্ষণে আপনকার যেরূপ অভিরুচি। আমি কিন্তু প্রাণান্তেও আর সে বাটীতে প্রবেশ করিব না। আপনি বিপদে পড়িয়াছিলেন,

কেবল এই অনুরোধে স্বর্ণমুদ্রা আনিতে গিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, আপনি যে এই অবান্ধব দেশে সহজে রাজপুরুষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, ইহাতে আমি বড় আহ্লাদিত হইয়াছি। তদপেক্ষা অধিক আহ্লাদের বিষয় এই যে, এই এক উপলক্ষে পাঁচ শত টাকার স্বর্ণমুদ্রা অনায়াসে হস্তগত হইল।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া, পরিহাসরসিক কিঙ্কর কৌতুক করিতেছে ইহা ভাবিয়া, চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে নরাধম! আমি তোমায় যে জন্য পাঠাইয়াছিলাম, তাহার কোনও কথা না বলিয়া কেবল পাগলামি করিতেছ। এখান হইতে অবিলম্বে পলায়ন করাই শ্রেয়; এই পরামর্শ স্থির করিয়া তোমায় জাহাজের অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছিলাম। অতএব বল, আজ কোনও জাহাজ জয়স্থল হইতে প্রস্থান করিবেক কি না, এবং তাহাতে আমাদের যাওয়া ঘটিবেক কি না। কিঙ্কর বলিল, সে কি মহাশয়! আমি যে এক ঘণ্টা পূর্বে আপনাকে সে বিষয়ের সংবাদ দিয়াছি। তখন অবরোধের হঙ্গামে পড়িয়াছিলেন, সে জন্যই হউক আর অন্য কোনও কারণেই হউক, আপনি সে কথায় মনোযোগ করিলেন না, বরং আমার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। নতুবা, এত ক্ষণে আমরা দ্রব্যসামগ্রী লইয়া জাহাজে উঠিতে পারিতাম। কিঙ্করের কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হতভাগ্য বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহাতেই পাগলের মত এত অসংবদ্ধ কথা বলিতেছে; অথবা, উহারই বা অপরাধ কি, আমিও ত স্থানমাহাত্ম্যে অবিকল ঐরূপ হইয়াছি। উভয়েরই তুল্যরূপ বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। তিনি মনে মনে এই সমস্ত আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে কিঙ্কর একটি স্ত্রীলোককে আসতে দেখিয়া চকিত হইয়া আকুল বচনে বলিল, মহাশয়! সাবধান হউন, ঐ দেখুন, আবার কে এক ঠাকুরাণী আসিতেছেন। উনি যাহাতে আহারের লোভ দেখাইয়া, অথবা অন্য কোনও ছলে বা কৌশলে ভুলাইয়া, আমাদিগকে লইয়া যাইতে না পারেন, তাহা করিবেন। পূর্ব বারে যেমন পতিসম্ভাষণ করিয়া হাত ধরিয়া এক ঠাকুরাণী আপন বাটীতে লইয়া গেলেন, আপনি একটিও কথা না বলিয়া চোরের মত চলিয়া গেলেন, এবার যে সেরূপ না হয়।

BANGLADARSHAN.COM

জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব, স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিতে না পাইয়া, মধ্যাহ্নকালে অপরাজিতানাম্নী যে কামিনীর বাটীতে আহার করিয়াছিলেন, তাঁহার অঙ্গুলি হইতে একটি মনোহর অঙ্গুরীয় উন্মোচিত করিয়া লয়েন, এবং সেই অঙ্গুরীয়ের বিনিময়ে তাঁহাকে বসুপ্রিয়নির্মিত মহামূল্য হার দিবার অঙ্গীকার করেন। হার যথাকালে উপস্থিত না হওয়াতে লজ্জিত হইয়া তিনি স্বয়ং স্বর্ণকারের বিপণি হইতে হার আনিতে যান। অপরাজিতা তাঁহার সমধিক বিলম্ব দর্শনে তদীয় অন্বেষণে নির্গত হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ পরে হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে দেখিতে পাইলেন, এবং জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব মনে করিয়া তাঁহার সন্নিহিত হইয়া বলিলেন, মহাশয়! আমায় যে হার দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, আপনকার গলায় এ কি সেই হার? এ বেলা আমার বাটীতে আহার করিতে হইবেক; আমি আপনাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। এ আবার কোথাকার আপদ্ উপস্থিত হইল এই ভাবিয়া, চিরঞ্জীব রোষকষায়িত লোচনে, সাতিশয় পরুষবচনে বলিলেন, অরে মায়াবিনি! তুমি দূর হও; তোমায় সতর্ক করিয়া দিতেছি, আমায় কোনও প্রকারে প্রলোভনপ্রদর্শন করিও না। কিঙ্কর অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, স্বীয় প্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মহাশয়! সাবধান হইবেন, যেন এ রাক্ষসীর মায়ায় ভুলিয়া উহার বাটীতে আহার করিতে না যান।

উভয়ের ভাবদর্শনে ও বাক্যশ্রবণে অপরাজিতা বিস্মিত না হইয়া সস্মিত বদনে বলিলেন, মহাশয়! আপনি যেমন পরিহাসপ্রিয়, আপনকার ভৃত্যটি আবার তদপেক্ষা অধিক। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমার বাটীতে যাইবেন কি না বলুন; আমি আহারের সমস্ত আয়োজন করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া কিঙ্কর বলিল, মহাশয়! আমি পুনরায় সাবধান করিতেছি, আপনি কদাচ এই পিশাচীর মায়ায় ভুলিবেন না। তখন চিরঞ্জীব ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিলেন, অরে পাপীয়সি! তুমি এই মুহূর্তে এখান হইতে চলিয়া যাও। তোমার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক যে, তুমি আমায় আহার করিতে ডাকিতেছ। যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে এখানকার স্ত্রীলোকমাত্রেই ডাকিনী। স্পষ্ট কথায় বলিতেছি, যদি ভাল চাও, অবিলম্বে আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও।

জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীবের সহিত এই স্ত্রীলোকের বিলক্ষণ সৌহৃদ্য ছিল; তিনি যে তাঁহার প্রতি এবংবিধ অযুক্ত আচরণ করিবেন, ইহা স্বপ্নের অগোচর। চিরঞ্জীবের নিকট এরূপে অপমানিত হইলাম, এই ভাবিয়া তিনি সাতিশয় রোষপ্রকাশ ও অসন্তোষপ্রদর্শন পূর্বক বলিলেন, এত কাল আপনাকে ভদ্র বলিয়া জানিতাম; কিন্তু আপনি কেমন ভদ্র, আজ তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইলাম। সে যাহা হউক, মধ্যাহ্নে আহারের সময় আমার অঙ্গুলি হইতে যে অঙ্গুরীয় খুলিয়া লইয়াছেন, হয় তাহা ফিরিয়া দেন, নয় উহার বিনিময়ে যে হার দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা যেন; দুয়ের এক পাইলেই আমি চলিয়া যাই; তৎপরে আর এ জন্মে আপনকার সহিত আলাপ করিব না; এবং প্রাণান্ত সর্বস্বান্ত হইলেও কোনও সংশ্রব রাখিব না। এই সকল কথা শুনিয়া কিঙ্কর বলিল, অন্য অন্য ডাইন, ছাড়িবার সময়, ঝাঁটা, কুলো, শিল, নোড়া, বা ছেঁড়া জুতা পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া যায়, এ দিব্যাঙ্গনা ডাইনটির অধিক লোভ দেখিতেছি; ইনি হয় হার, নয় আঙ্গটি, দুয়ের একটি না পাইলে যাইবেন না। মহাশয়! সাবধান, কিছুই দিবেন না; দিলেই অনর্থপাত হইবেক। অপরাজিতা কিঙ্করের কথার উত্তর না দিয়া চিরঞ্জীবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! হয় হার, নয় আঙ্গটি দেন। বোধ করি, আমায় ঠকান আপনকার অভিপ্রেত নহে। চিরঞ্জীব উত্তরোত্তর অধিকতর কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, অরে ডাকিনি! দূর হও, এই বলিয়া কিঙ্করকর সঙ্গে লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

BANGLADARSHAN.COM

এইরূপে তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়া অপরাজিতা কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; অনন্তর মনে মনে বলিতে লাগিলেন, চিরঞ্জীববাবু নিঃসন্দেহ উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন, নতুবা উঁহার আচরণ এরূপ বিসদৃশ হইবেক কেন? চিরদিন আমরা উঁহাকে সুশীল, সুবোধ, দয়ালু, ও অমায়িক লোক বলিয়া জানি; কেহ কখনও কোনও কারণে উঁহারে ক্রোধের বশীভূত হইতে দেখি নাই; আজ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি। উন্মাদ ব্যতিরেকে এরূপ লোকের এরূপ ভাবান্তর কোনও ক্রমে সম্ভবে না। ইনি বিনিময়ে হার দিবার অঙ্গীকার করিয়া অঙ্গুরীয় লইয়াছেন, এখন আমায় কিছুই দিতে চাহিতেছেন না। ইনি সহজ অবস্থায় এরূপ করিবার লোক নহেন। মধ্যাহ্নকালে আমার আলয়ে আহার করিবার সময় বলিয়াছিলেন, চন্দ্রপ্রভা আজ উঁহাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দেন নাই। তখন এ কথার ভাব বুঝিতে পারি নাই। এখন স্পষ্ট বোধ হইতেছে, উনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়াই তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন আমি কি করি? তাঁহার স্ত্রীর নিকটে গিয়া বলি, আপনকার স্বামী উন্মাদগ্রস্ত হইয়া মধ্যাহ্নকালে আমার বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং বলপূর্বক আমার অঙ্গুরীয় লইয়া পলায়ন করিয়াছেন। ইহা শুনিলে তিনি অবশ্যই আমার অঙ্গুরীয়প্রতিপ্রাপ্তির

কোনও উপায় করিবেন। আমি অকারণে এক শত টাকা মূল্যের বস্তু হারাইতে পারি না। এই স্থির করিয়া তিনি চিরঞ্জীবের আলয় অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব মনে করিয়াছিলেন, কিঙ্কর সত্বর স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া দিবেক। কিন্তু বহু ক্ষণ পর্যন্ত সে না আসাতে তিনি অবরোধকারী রাজপুরুষকে বলিলেন, তুমি অকারণে আমায় কষ্ট দিতেছ; যে টাকার জন্য আমি অবরুদ্ধ হইয়াছি, বাটী যাইবামাত্র তাহা দিতে পারি। অতএব তুমি আমার সঙ্গে চল। আর, আমি কারাগার হইতে বহির্গত হইলে পথে তোমার হাত ছাড়াইয়া পলাইব, সে আশঙ্কা করিও না। আমি নিতান্ত সামান্য লোকও নই, এবং তোমার অথবা অন্য কোনও রাজপুরুষের নিতান্ত অপরিচিতও নই। কিঙ্কর টাকা না লইয়া আসিবার দুই কারণ বোধ হইতেছে; প্রথম এই যে, আমি জয়স্থলে কোনও কারণে অবরুদ্ধ হইব, আমার স্ত্রী সহজে তাহাতে বিশ্বাস করিবেন না; সুতরাং, কিঙ্করের কথা শুনিয়া উপহাস করিয়াছেন। দ্বিতীয় এই যে, কি কারণে বলিতে পারি না, তিনি আজ সম্পূর্ণ বিকলচিত্ত হইয়া আছেন; হয় ত সেই জন্য কিঙ্করের কথিত বিষয়ে মনোযোগ দেন নাই। রাজপুরুষ সম্মত হইলেন। চিরঞ্জীব তাঁহারে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় ভবনের দিকে চলিলেন।

কিয়ৎ দূর গমন করিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে কিঙ্করকে দেখিতে পাইয়া চিরঞ্জীব রাজপুরুষকে বলিলেন, ঐ আমার লোক আসিতেছে। ও টাকার সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব আর তোমায় আমার বাটী পর্যন্ত যাইতে হইবেক না। অল্প ক্ষণের মধ্যেই কিঙ্কর সম্মুখবর্তী হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন কিঙ্কর! যে জন্যে পাঠাইয়াছিলাম, তাহার সংগ্রহ হইয়াছে কি না। সে কহিল, হাঁ মহাশয়! তাহার সংগ্রহ না করিয়া আমি আপনকার নিকটে আসি নাই। এই বলিয়া সে ক্রীত রজ্জু তাঁহাকে দেখাইল। চিরঞ্জীব বলিলেন, বলি, টাকা কোথায়? সে বলিল, আর টাকা আমি কোথায় পাইব? আমার নিকটে যাহা ছিল, তাহা দিয়া এই দড়ি কিনিয়া আনিয়াছি। তিনি বলিলেন, এক গাছা দড়ি কিনিতে কি পাঁচ শত টাকা লাগিল। এখন পাগলামি ছাড়; বল, আমি যে জন্যে তাড়াতাড়ি বাড়ীতে পাঠাইলাম, তাহার কি হইল। সে বলিল, আপনি আমায় দড়ি কিনিয়া বাড়ী যাইতে বলিয়াছিলেন; দড়ি কিনিয়াছি এবং তাড়াতাড়ি বাড়ী যাইতেছি। চিরঞ্জীব সাতিশয় কুপিত হইয়া কিঙ্করকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া সমভিব্যাহারী রাজপুরুষ চিরঞ্জীবকে বলিলেন, মহাশয়! এত অধৈর্য হইবেন না; সহিষ্ণুতা যে কত বড় গুণ, তাহা কি আপনি জানেন না? এই কথা শুনিয়া কিঙ্কর বলিল, উঁহারে সহিষ্ণু হইবার উপদেশ দিবার প্রয়োজন কি? যে কষ্টভোগ করে, তাহারই সহিষ্ণুতাগুণ থাকা আবশ্যক; আমি প্রহারের কষ্টভোগ করিতেছি; আমায় বরং আপনি ঐ উপদেশ দেন। তখন রাজপুরুষ রোষপ্রদর্শন করিয়া বলিলেন, অরে পাপিষ্ঠ! যদি ভাল চাও, মুখ বন্ধ কর। কিঙ্কর বলিল, আমায় মুখ বন্ধ করিতে বলা অপেক্ষা উঁহাকে হস্ত বন্ধ করিতে বলিলে ভাল হয়।

এই সকল কথা শুনিয়া যার পর নাই ক্রোধান্বিত হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে অচেতন নরাধম! আর আমায় বিরক্ত করিও না। সে বলিল, আমি অচেতন হইলে আমার পক্ষে ভাল হইত। যদি অচেতন হইতাম, আপনি প্রহার করিলে কষ্টের অনুভব করিতাম না। তিনি বলিলেন, তুমি অন্য সকল বিষয়ে অচেতন, কেবল প্রহারসহনবিষয়ে নহ; সে বিষয়ে তোমার ও গর্দভে কোনও অংশে প্রভেদ নাই। সে বলিল, আমি যে গর্দভ, তার সন্দেহ কি; গর্দভ না হইলে আমার কান লম্বা হইবেক কেন। এই বলিয়া রাজপুরুষকে সম্ভাষণ করিয়া কিঙ্কর বলিল, মহাশয়! জন্মাবধি প্রাণপণে

BANGLADARSHAN.COM

ইঁহার পরিচর্যা করিতেছি; কিন্তু কখনও প্রহার ভিন্ন অন্য পুরস্কার পাই নাই। শীতবোধ হইলে প্রহার করিয়া গরম করিয়া দেন; গরম বোধ হইলে প্রহার করিয়া শীতল করিয়া দেন; নিদ্রাবেশ হইলে প্রহার করিয়া সজাগর করিয়া দেন; বসিয়া থাকিলে প্রহার করিয়া উঠাইয়া দেন; কোনও কাজে পাঠাইতে হইলে প্রহার করিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া দেন; কার্য সমাধা করিয়া বাটীতে আসিলে প্রহার করিয়া আমার সংবর্ধনা করেন; কথায় কথায় কান ধরিয়া টানেন, তাহাতেই আমার কান এত লম্বা হইয়াছে। বলিতে কি মহাশয়! কেহ কখনও এমন গুণের মনিব ও এমন সুখের চাকরি পাইবেক না; আমি ইঁহার আশ্রয়ে পরম সুখে কাল কাটাইতেছি।

এই সময়ে চিরঞ্জীব দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সহধর্মিণী কতকগুলি লোক সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন। তখন তিনি কিঙ্করকে বলিলেন, অরে বানর! আর তোমার পাগলামি করিবার প্রয়োজন নাই, যথেষ্ট হইয়াছে; যদি ভাল চাও, এখন এখান হইতে চলিয়া যাও; আমার গৃহিণী আসিতেছেন। কিঙ্কর তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, মা ঠাকুরাণী! শীঘ্র আসুন; বাবু আজ আপনাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিবেন; হারের পরিবর্তে এক রমণীয় উপহার পাইবেন। এই বলিয়া হস্তস্থিত রজ্জু উত্তোলিত করিয়া সে তাঁহাকে দেখাইতে লাগিল। চিরঞ্জীব ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

অপরাজিতার মুখে চিরঞ্জীবের উন্মাদের সংবাদ শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া, চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাধরনামক এক ব্যক্তিকে ডাকাইয়া আনেন। বিদ্যাধর ঐ পাড়ার গুরুমহাশয় ছিল; কিন্তু অবসরকালে পাড়ায় পাড়ায় চিকিৎসা করিয়া বেড়াইত। অনেকে বিশ্বাস করিত, ভূতে পাইলে কিংবা ডাইনে খাইলে সে অনায়াসে প্রতিকার করিতে পারে; এজন্য সে ঐ পল্লীর স্ত্রীলোকের ও ইতর লোকের নিকট বড় মান্য ও আদরণীয় ছিল। বিখ্যাত বিজ্ঞ বৈদ্য চিকিৎসা করিলেও, বিদ্যাধর না দেখিলে তাহাদের মনের সন্তোষ হইত না। ফলতঃ, ঐ সকল লোকের নিকটে বিদ্যাধরের প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। সে উপস্থিত হইলে চন্দ্রপ্রভা স্বামীর পীড়ার বৃত্তান্ত বলিয়া তাহার হস্তে ধরিয়া বলেন, তুমি সত্বর তাঁহাকে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করিয়া দাও, তোমায় বিলক্ষণ পুরস্কার দিব। সে বলে, আপনি কোনও ভাবনা করিবেন না। আমি অনেক বিদ্যা জানি; আমার পিতা মাতা না বুঝিয়া আমার বিদ্যাধর নাম দেন নাই। সে যাহা হউক, অবিলম্বে তাঁহাকে বাটীতে আনা আবশ্যক। চলুন আমি সঙ্গে যাইতেছি। কিন্তু উন্মত্ত ব্যক্তিকে আনা সহজ ব্যাপার নহে; অতএব লোক সঙ্গে লইতে হইবেক। চন্দ্রপ্রভা পাঁচ সাত জন লোকের সংগ্রহ করিয়া, বিদ্যাধর, বিলাসিনী, ও অপরাজিতাকে সঙ্গে লইয়া চিরঞ্জীবের অন্বেষণে নির্গত হইয়াছিলেন।

যে সময়ে চিরঞ্জীব ক্রোধে অধীর হইয়া কিঙ্করকে প্রহার ও তিরস্কার করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে চন্দ্রপ্রভা তাঁহার সমীপবর্তিনী হইলেন। অপরাজিতা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেখ, তোমার স্বামী উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন কি না। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, উঁহার ব্যবহার ও আকার প্রকার দেখিয়া আমার আর সে বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে না। ইহা কহিয়া তিনি বিদ্যাধরকে বলিলেন, দেখ, তুমি অনেক মন্ত্র, অনেক ঔষধ, এবং চিকিৎসার অনেক কৌশল জান; এক্ষণে সত্বর উঁহারে প্রকৃতিস্থ কর; তুমি যে পুরস্কার চাহিবে, আমি তাহাই দিয়া তোমায় সন্তুষ্ট করিব। বিলাসিনী সাতিশয় দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, হায়! কোথা হইতে এমন সর্বনাশিয়া রোগ আসিয়া জুটিল; উঁহার সে আকার নাই, সে মুখশ্রী নাই; কখনও উঁহার এমন বিকট মূর্তি দেখি নাই; উঁহার দিকে তাকাইতেও ভয় হইতেছে।

BANGLADARSHAN.COM

বিদ্যাধর চিরঞ্জীবকে বলিল, বাবু! তোমার হাতটা দাও, নাড়ীর গতি কিরূপ দেখিব। চিরঞ্জীব যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া বলিলেন, এই আমার হাত, তুমি কানটি বাড়াইয়া দাও। তখন বিদ্যাধর স্থির করিল, চিরঞ্জীবের শরীরে ভূতাবেশবশতঃ প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। তদনুসারে সে কতিপয় মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া তাঁহার দেহগত ভূতকে সম্বোধিয়া বলিতে লাগিল, অরে দুরাত্মন্ পিশাচ! আমি তোরে আদেশ করিতেছি, অবিলম্বে উঁহার কলেবর হইতে বহির্গত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান কর। চিরঞ্জীব শুনিয়া নিরতিশয় ক্রোধভরে বলিলেন, অরে নির্বোধ! অরে পাপিষ্ঠ! অরে অর্থপিশাচ! চুপ কর, আমি পাগল হই নাই। শুনিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইয়া চন্দ্রপ্রভা বাষ্পাকুল লোচনে অতি দীন বচনে বলিলেন, পূর্বে ত তুমি এরূপ ছিলে না। আমার নিতান্ত পোড়া কপাল বলিয়া আজ অকস্মাৎ এই বিষম রোগ তোমার শরীরে প্রবেশ করিয়াছে। চন্দ্রপ্রভার বাক্যশ্রবণে চিরঞ্জীবের কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহারে যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, অরে পাপীয়সি! এই নরাধম বুঝি আজ কার তোর অন্তরঙ্গ হইয়াছে? এই দুরাত্মার সঙ্গে আহারবিহারের আমোদে মত্ত হইয়াই বুঝি দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলি, এবং আমায় বাটীতে প্রবেশ করিতে দিস্ নাই? শুনিয়া চন্দ্রপ্রভা চকিত হইয়া বলিলেন, ও কি কথা বলিতেছ; তোমার আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল বটে; তার পরে ত সকলে একসঙ্গে আহার করিয়াছি। তুমি আহারের পর বরাবর বাটীতে ছিলে; কিঞ্চিৎ কাল পূর্বে কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছ। এখন কি কারণে এরূপ ভর্ৎসনা করিতেছ ও এরূপ কুৎসিত কথা বলিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না।

BANGLADARSHAN.COM

এই কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব স্বীয় অনুচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে কিঙ্কর! আজ আমি কি মধ্যাহ্নকালে বাটীতে আহার করিয়াছি? সে বলিল, না মহাশয়! আজ আপনি বাটীতে আহার করেন নাই। চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসিলেন, আমি আজ যখন আহার করিতে যাই, বাটীর দ্বার রুদ্ধ ছিল কি না, এবং আমাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিয়াছিল কি না? সে বলিল, আজ্ঞা হাঁ, বাটীর দ্বার রুদ্ধ করা ছিল এবং আপনাকে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসিলেন, আচ্ছা, উনি নিজে অভ্যন্তর হইতে আমাকে গালি দিয়াছিলেন কি না? সে বলিল, আজ্ঞা হাঁ, উনি অত্যন্ত কটু বাক্য বলিয়াছিলেন। চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসিলেন, তৎপরে আমি অবমানিত বোধ করিয়া ক্রোধভরে সেখান হইতে চলিয়া যাই কি না? সে বলিল, আজ্ঞা হাঁ, তার পর আপনি ক্রোধভরে সেখান হইতে চলিয়া যান।

এই প্রশ্নোত্তরপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া চন্দ্রপ্রভা আক্ষেপবচনে কিঙ্করকে বলিলেন, তুমি বিলক্ষণ প্রভুভক্ত; প্রভুর যথার্থ হিতচেষ্টা করিতেছ। যাহাতে উঁহার মনের শান্তি হয়, সে চেষ্টা না করিয়া কেবল রাগবৃদ্ধি করিয়া দিতেছ। বিদ্যাধর বলিল, আপনি উহার অন্যায় তিরস্কার করিতেছেন; ও অবিবেচনার কর্ম করিতেছে না। ও ব্যক্তি উঁহার রীতি ও প্রকৃতি বিলক্ষণ জানে। এরূপ অবস্থায় চিত্তের অনুবর্তন করিলে যেরূপ উপকার দর্শে, অন্য কোনও উপায়ে সেরূপ হয় না। চিরঞ্জীব চন্দ্রপ্রভার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, তুই স্বর্ণকারের সহিত যোগ দিয়া আমায় কয়েদ করাইয়াছিস; নতুবা স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইলি না কেন। শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, সে কি নাথ! এমন কথা বলিও না; কিঙ্কর আসিয়া অবরোধের উল্লেখ করিবামাত্র আমি উহা দ্বারা স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া দিয়াছি। কিঙ্কর চকিত হইয়া বলিল, আমা দ্বারা পাঠাইয়াছেন? আপনকার যাহা ইচ্ছা হইতেছে, তাহাই বলিতেছেন। এই বলিয়া সে চিরঞ্জীবকে বলিল, না মহাশয়! আমার হস্তে এক পয়সাও দেন নাই; আপনি উঁহার কথায় বিশ্বাস করিবেন না। তখন

চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি স্বর্ণমুদ্রা আনিবার জন্য উঁহার নিকটে যাও নাই? চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, ও আমার নিকটে গিয়াছিল, বিলাসিনী তদ্দণ্ডে উহার হস্তে স্বর্ণমুদ্রার থলি দিয়াছি। তখন কিঙ্কর বলিল, পরমেশ্বর জানেন এবং যে রজ্জু বিক্রয় করে সে জানে, আপনি দড়ি কেনা বই আজ আমায় আর কোনও কর্মে পাঠান নাই।

এই সমস্ত কথোপকথন শ্রবণগোচর করিয়া বিদ্যাধর চন্দ্রপ্রভাকে বলিল, দেখুন, প্রভু ও ভৃত্য উভয়েই ভূতাবিষ্ট হইয়াছেন; আমি উভয়ের চেহারা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। বন্ধন করিয়া অন্ধকারগৃহে রুদ্ধ করিয়া না রাখিলে প্রতিকার হইবেক না। চন্দ্রপ্রভা সম্মতি প্রদান করিলেন। শুনিয়া কোপে কম্পমান হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে মায়াবিনি! অরে দুশ্চারিণী! তুই এতদিন আমায় এমন মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলি যে, তোরে ভয়ঙ্কর নিতান্ত পতিপ্রাণা কামিনী স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম; এখন দেখিতেছি, তুই ভয়ঙ্কর কালভুজঙ্গী; অসৎ অভিপ্রায়ের সাধনের নিমিত্ত, এই সকল দুরাচারদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আমার প্রাণবধের চেষ্টা দেখিতেছিস, এবং উন্মাদের প্রচার করিয়া বন্ধনপূর্বক অন্ধকারময় গৃহে রাখিবি, এই মনস্থ করিয়া আসিয়াছিস। আমি তোর দুরভিসন্ধির সমূচিত প্রতিফল দিতেছি। এই বলিয়া তিনি কোপজ্বলিত লোচনে উদ্ধত গমনে চন্দ্রপ্রভার দিকে ধাবমান হইলেন। চন্দ্রপ্রভা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া সন্নিহিত লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছ; তোমাদের কি আচরণ বুঝিতে পারিতেছ না; শীঘ্র উঁহার বন্ধন কর, আমার নিকটে আসিতে দিও না। তখন চিরঞ্জীব বলিলেন, যেরূপ দেখিতেছি, তুই নিতান্তই আমার প্রাণবধের সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিস।

BANGLADARSHAN.COM

অনন্তর চন্দ্রপ্রভার আদেশ অনুসারে সমভিব্যাহারী লোকেরা বন্ধন করিতে উদ্যত হইলে, চিরঞ্জীব নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া রাজপুরুষকে বলিলেন, দেখ, আমি এক্ষণে তোমার অবরোধে আছি; এ অবস্থায় আমায় কি রূপে ছাড়িয়া দিবে? ছাড়িয়া দিলে তুমি সম্পূর্ণ অপরাধী হইবে। তখন রাজপুরুষ চন্দ্রপ্রভাকে বলিলেন, আপনি উঁহারে আমার নিকট হইতে লইয়া যাইতে পারিবেন না, উনি অবরোধে আছেন। এই কথা শুনিয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, অহে রাজপুরুষ! তুমি সমস্তই স্বচক্ষে দেখিতেছ ও স্বকর্ণে শুনিতেছ, তথাপি কোন্ বিবেচনায় উঁহারে ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছ না? উঁহার এই অবস্থা দেখিয়া, বোধ করি, তোমার আমোদ হইতেছে। রাজপুরুষ বলিলেন, আপনি অন্যায় অনুযোগ করিতেছেন; উঁহাকে ছাড়িয়া দিলে আমি পাঁচ শত টাকার দায়ে পড়িব। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, তুমি আমায় উঁহারে লইয়া যাইতে দাও; আমি ধর্মপ্রমাণ অঙ্গীকার করিতেছি, উঁহার ঋণ পরিশোধ না করিয়া তোমার নিকট হইতে যাইব না। তুমি আমায় উঁহার উত্তমর্ণের নিকটে লইয়া চল। কি জন্যে ঋণ হইল, তাঁহার মুখে শুনিয়া টাকা দিব। তদনন্তর তিনি বিদ্যাধরকে বলিলেন, তুমি উঁহারে সাবধানে বাটীতে লইয়া যাও, আমি এই রাজপুরুষের সঙ্গে চলিলাম। বিলাসিনি! তুমি আমার সঙ্গে এস। বিদ্যাধর! তোমরা বিলম্ব করিও না, চলিয়া যাও, সাবধান, যেন কোনও রূপে বন্ধন খুলিয়া পলাইতে না পারেন। অনন্তর, বিদ্যাধর দৃঢ়বদ্ধ চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে লইয়া প্রস্থান করিল।

বিদ্যাধর প্রভৃতি দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে চন্দ্রপ্রভা রাজপুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উনি কোন্ ব্যক্তির অভিযোগে অবরুদ্ধ হইয়াছেন, বল। তিনি বলিলেন, বসুপ্রিয় স্বর্ণকারের; আপনি কি তাঁহাকে জানেন? চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, হাঁ, আমি তাঁহাকে জানি; তিনি কি জন্যে কত টাকা পাইবেন, জান? রাজপুরুষ বলিলেন, স্বর্ণকার এক ছড়া হার গড়িয়া দিয়াছেন, তাহার মূল্য পান নাই। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, আমার জন্য হার গড়াতে দিয়াছেন, শুনিয়াছিলাম; কিন্তু এ

পর্যন্ত হার দেখি নাই। অপরাজিতা বলিলেন, আজ আমার বাটীতে আহার করিতে গিয়া, উনি আমার অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরীয় লইয়া পলায়ন করিলে পর, কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে পথে আমার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল; তখন উঁহার গলায় এক ছড়া নূতন গড়া হার দেখিয়াছি। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, যাহা বলিতেছ অসম্ভব নয়; কিন্তু আমি কখনও সে হার দেখি নাই। যাহা হউক, অহে রাজপুরুষ! সত্বর আমায় স্বর্ণকারের নিকটে লইয়া চল; তাঁহার নিকট সবিশেষ না শুনিলে প্রকৃত কথা জানিতে পারিতেছি না।

হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব ভর্ৎসনা ও ভয়প্রদর্শনদ্বারা অপরাজিতাকে দূর করিয়া দিয়া, কিঙ্কর সমভিব্যাহারে যে রাজপথে গমন করিতেছিলেন, চন্দ্রপ্রভা প্রভৃতিও সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। বিলাসিনী দূর হইতে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া চন্দ্রপ্রভাকে বলিলেন, দিদি! কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! ঐ দেখ, তিনি ও কিঙ্কর উভয়েই বন্ধন খুলিয়া পলাইয়া আসিয়াছেন। এখন কি উপায় হয়? চন্দ্রপ্রভা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া রাজপথবাহী লোকদিগকে ও সমভিব্যাহারী রাজপুরুষকে বলিতে লাগিলেন, যে রূপে পার, তোমরা উঁহারে বদ্ধ করিয়া আমার নিকটে দাও। এই উপলক্ষে বিলক্ষণ গোলযোগ উপস্থিত হইল। চিরঞ্জীব দেখিলেন, যে মায়াবিনী মধ্যাহ্নকালে ধরিয়া বাটীতে লইয়া গিয়াছিল, সে এক্ষণে এক রাজপুরুষ সঙ্গে করিয়া আসিতেছে। ইহাতেই তিনি ও তাঁহার সহচর কিঙ্কর বিলক্ষণ ভয় পাইয়াছিলেন; পরে, তাঁহারা, বন্ধন করিয়া লইয়া যাইবার পরামর্শ করিতেছেন জানিতে পারিয়া, তরবারি নিষ্কাশনপূর্বক প্রহারের অভিপ্রায়ে তাঁহাদের দিকে ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, চন্দ্রপ্রভা ও তাঁহার ভগিনীকে সম্ভাষণ করিয়া রাজপুরুষ বলিলেন, একে উঁহাদের উন্মাদ অবস্থা, তাহাতে আবার হস্তে তরবারি; এ সময়ে বন্ধনের চেষ্টা পাইলে অনেকের প্রাণহানির সম্ভাবনা। আমি এ পরামর্শে নাই; তোমাদের যেরূপ অভিরুচি হয়, কর; আমি চলিলাম, আর এখানে থাকিব না; আমার বোধে তোমাদেরও পলায়ন করা ভাল। এই বলিয়া রাজপুরুষ চলিয়া গেলে চন্দ্রপ্রভা ও বিলাসিনী অধিক লোকের সংগ্রহের নিমিত্ত প্রয়াণ করিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

সকলকে আকুল ভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া, চিরঞ্জীব স্বীয় সহচরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কিঙ্কর! এখানকার ডাকিনীরা তরবারি দেখিলে ভয় পায়। ভাগ্যে আমাদের সঙ্গে তরবারি ছিল; নতুবা পুনরায় আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইত, এবং অবশেষে কি করিত, বলিতে পারি না। কিঙ্কর বলিল, মহাশয়! যিনি মধ্যাহ্নকালে আপনকার স্ত্রী হইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, দেখিলাম, তিনিই সর্বাপেক্ষায় অধিক ভয় পাইয়াছেন এবং সর্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছেন। তরবারি ডাইন তাড়াইবার এমন মন্ত্র, তাহা আমি এত দিন জানিতাম না। চিরঞ্জীব বলিলেন, দেখ কিঙ্কর! যত শীঘ্র জাহাজে উঠিতে পারি ততই মঙ্গল; এখানকার যেরূপ কাণ্ড তাহাতে কখন কি উপস্থিত হয় বলা যায় না। অতএব চল, পান্থনিবাসে গিয়া দ্রব্যসামগ্রী লইয়া সন্ধ্যার মধ্যেই জাহাজে উঠিব। কিঙ্কর বলিল, আপনি এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন? আজকার রাত্রি এখানে থাকুন। উহারা কখনই আমাদের অনিষ্ট করিবেক না। আমরা প্রথমে উহাদিগকে যত ভয়ঙ্কর ভাবিয়াছিলাম, উহারা সেরূপ নহে। দেখুন, কেমন মিষ্ট কথা কয়; বাটীতে লইয়া গিয়া কেমন উত্তম আহার করায়; কখনও দেখা শুনা নাই, তথাপি পতিসম্ভাষণ করিয়া প্রণয় করিতে চায়; আবার, প্রয়োজন জানাইলে অকাতরে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করে। ইহাতেও যদি আমরা উহাদিগকে অভদ্র বলি, লোকে আমাদিগকে কৃতঘ্ন বলিবেক। আমি ত আপনকার সঙ্গে অনেক দেশ বেড়াইয়াছি, কোথাও এরূপ সৌজন্য ও এরূপ বদান্যতা দেখি নাই। বলিতে কি মহাশয়!

আমি উহাদের ব্যবহার দেখিয়া এত মোহিত হইয়াছি যে, যদি পাকশালার হস্তিনী আমার স্ত্রী হইতে না চাহিত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ আহ্লাদিত চিত্তে এই রাজ্যে বাস করিতাম। চিরঞ্জীব শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, অরে নির্বোধ! অধিক আর কি বলিব, যদি এ রাজ্যের অধিরাজপদ পাই, তথাপি আমি কোনও ক্রমে এখানে রাত্রিবাস করিব না। চল, আর বিলম্বে কাজ নাই; সন্ধ্যার মধ্যেই অর্ণবপোতে আরোহণ করিতে হইবেক। এই বলিয়া উভয়ে পান্থনিবাস অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজপুরুষ জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীবকে লইয়া তদীয় আলয় অভিমুখে প্রয়াণ করিলে পর, উত্তমণ বণিক্ অধমর্ণ স্বর্ণকারকে বলিলেন, তোমার টাকা দিয়া পাইতে এত কষ্ট হইবেক, তাহা আমি একবারও মনে করি নাই। হয় ত এই টাকার গোলে আজ আমার যাওয়া হইল না; যাওয়া না হইলে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইব। এখন বোধ হইতেছে, সে সময়ে তোমার উপকার করিয়া ভাল করি নাই। স্বর্ণকার সাতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, মহাশয়! আর আমায় লজ্জা দিবেন না; আমি আপনকার আবশ্যক সময়ে টাকা দিতে না পারিয়া মরিয়া রহিয়াছি। চিরঞ্জীববাবু যে আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিবেন, ইহা স্বপ্নের অগোচর। উনি যে হার লইয়া পাই নাই বলিলেন, অথবা টাকা দিতে আপত্তি করিবেন, এক মুহূর্তের জন্যেও মনে হয় নাই। আপনি এ সন্দেহ করিবেন না যে আমি উঁহাকে হার দি নাই, কেবল আপনকার সঙ্গে ছল করিতেছি। আমি ধর্মপ্রমাণ বলিতেছি, চারি দণ্ড পূর্বে আমি নিজে উঁহার হস্তে হার দিয়াছি। উনি সে সময়ে মূল্য দিতে চাহিয়াছিলেন; আমার কুবুদ্ধি, আমি বলিলাম, এখন কার্যান্তরে যাইতেছি; পরে সাক্ষাৎ করিব ও মূল্য লইব। উনি কিন্তু সে সময়ে বলিয়াছিলেন, এখন যদি না লও, পরে আর পাইবার সম্ভাবনা থাকিবেক না। তৎকালে কি অভিপ্রায়ে উনি এ কথা বলিয়াছিলেন, জানি না; কিন্তু কার্যগতিকে উঁহার কথাই ঠিক হইতেছে।

BANGLADARSHAN.COM

স্বর্ণকারের এই সকল কথা শুনিয়া বণিক্ জিজ্ঞাসা করিলেন, বলি চিরঞ্জীববাবু লোক কেমন? বসুপ্রিয় বলিলেন, উনি জয়স্থলে সর্ব বিষয়ে অদ্বিতীয় ব্যক্তি। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই উঁহাকে জানে এবং সকলেই উঁহাকে ভাল বাসে। উনি সকল সমাজে সমান আদরণীয় ও সর্ব প্রকারে প্রশংসনীয় ব্যক্তি। ঐশ্বর্য ও আধিপত্য বিষয়ে এ রাজ্যে উঁহার তুল্য লোক নাই। কখনও কোনও বিষয়ে উঁহার কথা অন্যথা হয় না। পরোপকারার্থে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। উনি যে আজ আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিলেন, শুনিলে কেহ বিশ্বাস করিবেক না। এই সকল কথা শুনিয়া বণিক্ বলিলেন, আমরা আর এখানে অনর্থক বসিয়া থাকি কেন? চল, উঁহার বাটীতে যাই; তাহা হইলে শীঘ্র টাকা পাইব, এবং হয় ত আজই যাইতে পারিব। অনন্তর বসুপ্রিয় ও বণিক্ উভয়ে চিরঞ্জীবের ভবন অভিমুখে গমন করিলেন।

এই সময়ে, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব কিঙ্কর সমভিব্যাহারে পান্থনিবাসে প্রতিগমন করিতেছিলেন। বণিক্ দূর হইতে দেখিতে পাইয়া বসুপ্রিয়কে বলিলেন, আমার বোধ হয়, চিরঞ্জীববাবু আসিতেছেন। বসুপ্রিয় বলিলেন, হাঁ তিনিই বটে; আর, আমার নির্মিত হারও উঁহার গলায় রহিয়াছে, দেখিতেছি; অথচ দেখুন, আপনকার সমক্ষে উনি স্পষ্ট বাক্যে

বারংবার হার পাই নাই বলিলেন, এবং আমার সঙ্গে কত বিবাদ ও কত বাদানুবাদ করিলেন। এই বলিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া বসুপ্রিয় বলিলেন, চিরঞ্জীববাবু। আমি আজ আপনকার আচরণ দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছি। আপনি কেবল আমায় কষ্ট দিতেছেন ও অপদস্থ করিতেছেন, এরূপ নহে; আপনকারও বিলক্ষণ অপযশ হইতেছে। এখন হার পরিয়া রাজপথে বেড়াইতেছেন; কিন্তু তখন অনায়াসে শপথপূর্বক হারপ্রাপ্তির অপলাপ করিলেন। আপনকার এইরূপ ব্যবহারে এই এক ভদ্র লোকের কত কার্যক্ষতি হইল, বলিবার নয়। উনি স্থানান্তরে যাইবার সমুদয় স্থির করিয়াছিলেন; এত ক্ষণ কোন্ কালে চলিয়া যাইতেন; কেবল আমাদের বিবাদের জন্যে যাইতে পারিলেন না। তখন অনায়াসে হারপ্রাপ্তির অপলাপ করিয়াছেন, এখনও কি করিবেন?

বসুপ্রিয়ের এই কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি তোমার নিকট হইতে এই হার পাইয়াছি বটে; কিন্তু এক বারও তাহা অস্বীকার করি নাই; তুমি সহসা আমার উপর এরূপ দোষারোপ করিতেছ কেন? তখন বণিক্ বলিলেন, হাঁ আপনি অস্বীকার করিয়াছেন, এবং হার নাই বলিয়া বারংবার শপথ পর্যন্ত করিয়াছেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি শপথ ও অস্বীকার করিয়াছি, তাহা কে শুনিয়াছে? বণিক্ বলিলেন, আমি নিজে স্বকর্ণে শুনিয়াছি। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে, আপনকার মত নরাধমেরা ভদ্রসমাজে প্রবেশ করিতে পায়। শুনিয়া কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, তুই বেটা বড় পাজি ও বড় ছোট লোক; অকারণে আমায় কটু বলিতেছিস। আমি ভদ্র কি অভদ্র, তাহা এখনই তোরে শিখাইতেছি। মর বেটা পাজি, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। এই বলিয়া তিনি তরবারি নিষ্কাশিত করিলেন; এবং বণিকও তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে উদ্যত হইলেন।

BANGLADARSHAN.COM

এই সময়ে চন্দ্রপ্রভা কতকগুলি লোক সঙ্গে করিয়া সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং, বণিকের সহিত হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবের দ্বন্দ্বযুদ্ধের উপক্রম দেখিয়া, স্বীয় পতি জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব তাদৃশ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এই বোধে, সাতিশয় কাতরতাপ্রদর্শনপূর্বক বণিক্‌কে বলিলেন, দোহাই ধর্মের, উঁহারে প্রহার করিবেন না; উনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন। এ অবস্থায় কোনও কারণে উঁহার উপর রাগ করা উচিত নয়। কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতেছি, দয়া করিয়া ক্ষান্ত হউন। এই বলিয়া তিনি সঙ্গের লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা কৌশল করিয়া উঁহার হাত হইতে তরবারি ছাড়াইয়া লও, এবং প্রভু ও ভৃত্য উভয়কে বদ্ধ করিয়া বাটীতে লইয়া চল। চন্দ্রপ্রভাকে সহসা সমাগত দেখিয়া ও তদীয় আদেশবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কিঙ্কর চিরঞ্জীবকে বলিল, মহাশয়! আবার সেই মায়াবিনী ঠাকুরাণী আসিয়াছেন; আর এখানে দাঁড়াইবেন না, পলায়ন করুন, নতুবা নিস্তার নাই। এই বলিয়া সে চারি দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া বলিল, মহাশয়! আসুন, এই দেবালয়ে প্রবেশ করি; তাহা হইলে আমাদের উপর কেহ আর অত্যাচার করিতে পারিবেক না। তৎক্ষণাৎ উভয়ে দৌড়িয়া পার্শ্ববর্তী দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। চন্দ্রপ্রভা, বিলাসিনী, ও তাঁহাদের সমভিব্যাহারের লোক সকল দেবালয়ের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। এই গোলযোগ উপস্থিত দেখিয়া রাজপথবাহী লোক সকলও তথায় সমবেত হইতে লাগিল।

ঐ দেবালয়ের কার্যপর্যবেক্ষণের সমস্ত ভার এক বর্ষীয়সী তপস্বিনীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইনি যার পর নাই সুশীলা ও নিরতিশয় দয়াশীলা ছিলেন; এবং সুচারুরূপে দেবালয়ের কার্যসম্পাদন করিতেন; এজন্য, জয়স্থলবাসী যাবতীয় লোকের বিলক্ষণ ভক্তিভাজন ও সাতিশয় শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন। অভ্যন্তর হইতে অকস্মাৎ বিষম গোলযোগ শুনিয়া,

কারণ জানিবার নিমিত্ত তিনি দেবালয় হইতে বহির্গত হইলেন এবং সমবেত লোকদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, কি জন্যে তোমরা এখানে গোলযোগ করিতেছ। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, আমার উন্মাদগ্রস্ত স্বামী পলাইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আমাকে ও আমার লোকদিগকে ভিতরে যাইতে দেন; আমরা তাঁহারে বদ্ধ করিয়া বাটী লইয়া যাইব। তপস্বিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, কত দিন তিনি এই দুর্দান্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন? চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, পাঁচ সাত দিন হইতে তাঁহাকে সর্বদাই বিরক্ত, অন্যমনস্ক, ও দুর্ভাবনায় অভিভূত দেখিতাম; কিন্তু আজ আড়াই প্রহরের সময় অবধি এক বারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যপ্রায় হইয়াছেন। এই বলিয়া তিনি সঙ্গের লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা ভিতরে গিয়া তাঁহাকে ও কিঙ্করকে বদ্ধ করিয়া সাবধানে লইয়া আইস। তপস্বিনী বলিলেন, বৎসে! তোমার একটি লোকও দেবালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবেক না। তখন চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, তবে আপনকার লোকদিগকে বলুন, তাহারাই বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে আমার নিকটে আনিয়া দিউক। তপস্বিনী বলিলেন, তাহাও হইবেক না; তিনি যখন এই দেবালয়ে আশ্রয় লইয়াছেন, তখন যত ক্ষণ বা যত দিন ইচ্ছা হয়, তিনি সচ্ছন্দে এখানে থাকিবেন; সে সময়ে তোমার বা অন্য কোনও ব্যক্তির তাঁহার উপর কোনও অধিকার থাকিবেক না। আমি তাঁহার চিকিৎসার ও শুশ্রূষার সমস্ত ভার লইতেছি। তিনি সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইলে আপন আলয়ে যাইবেন। এ অবস্থায় আমি কোনও ক্রমে তাঁহাকে তোমার হস্তে সমর্পিত করিতে পারিব না।

এই সকল কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, আপনি অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন; আমি যেমন যত্নপূর্বক চিকিৎসা করাইব ও পরিচর্যা করিব, অন্যের সেরূপ করা সম্ভব নহে। আপনি তাঁহাকে আমার হস্তে সমর্পিত করুন। তখন তপস্বিনী বলিলেন, বৎসে! এত উতলা হইতেছ কেন, ধৈর্য অবলম্বন কর। আমি অনেকবিধ মন্ত্র, ঔষধ, ও চিকিৎসা জানি, এবং এ পর্যন্ত শত শত লোকের শারীরিক ও মানসিক রোগের শান্তি করিয়াছি। যেরূপ শুনিতেছি, আমি অল্প কালের মধ্যেই তোমার স্বামীকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিব; তখন তিনি স্বেচ্ছাক্রমে আপন ভবনে প্রতিগমন করিবেন। আমাদের তপস্যার ও ধর্মচর্যার যেরূপ নিয়ম, এবং দেবালয়ের কার্যনির্বাহ সম্বন্ধে যেরূপ নিয়মাবলী প্রচলিত আছে, তদনুসারে, যখন তোমার স্বামী এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার অনিচ্ছায় বলপূর্বক তাঁহাকে দেবালয় হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারি না। অতএব, বৎসে! প্রস্থান কর, যাবৎ তিনি আরোগ্যলাভ না করিতেছেন, আমার নিকটেই থাকুন; তাঁহার চিকিৎসা বা শুশ্রূষা বিষয়ে কোনও অংশে অণুমাত্র ত্রুটি হইবেক না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিবে। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি কখনও এখান হইতে যাইব না। আমার অনিচ্ছায় ও অসম্মতিতে আমার স্বামীকে এখানে রুদ্ধ করিয়া রাখা কোনও মতে আপনকার উচিত হইতেছে না। আপনি সকল বিষয়ের সবিশেষ অনুধাবন না করিয়াই আমায় এখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিতেছেন। শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া তপস্বিনী বলিলেন, বৎসে! তুমি এ বিষয়ে অনর্থক আগ্রহপ্রকাশ করিতেছ; তোমার সঙ্গে বৃথা বাদানুবাদ করিব না। আমি এক কথায় বলিতেছি, তোমার স্বামী সুস্থ না হইলে তুমি কখনও তাঁহাকে এখান হইতে লইয়া যাইতে পারিবে না; এখন আপন আলয়ে প্রতিগমন কর।

এই বলিয়া তপস্বিনী দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন। তদীয় আদেশ অনুসারে দেবালয়ের দ্বার রুদ্ধ হইল; সুতরাং আর কাহারও তথায় প্রবেশ করিবার পথ রহিল না। চন্দ্রপ্রভার এইরূপ অবমাননা দর্শনে বিলাসিনী অতিশয় রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট

BANGLADARSHAN.COM

হইলেন এবং বলিলেন, দিদি! আর এখানে দাঁড়াইয়া ভাবিলে ও বৃথা কালহরণ করিলে কি ফল হইবেক বল; চল আমরা অধিরাজ বাহাদুরের নিকটে গিয়া এই অহঙ্কারিণী তপস্বিনীর অন্যায় আচরণ বিষয়ে অভিযোগ করি; তিনি অবশ্যই বিচার করিবেন। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, বিলাসিনি! তুমি বিলক্ষণ বুদ্ধির কথা বলিয়াছ; চল, তাঁহার নিকটেই যাই। তিনি যত ক্ষণ না স্বয়ং এখানে আসিয়া আমার স্বামীকে বলপূর্বক দেবালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আমার হস্তে দিতে সম্মত হন, তাবৎ আমি কোনও ক্রমে তাঁহাকে ছাড়িব না; তাঁহার চরণে পড়িয়া থাকিব এবং অবিশ্রামে অশ্রুবিসর্জন করিব। এই কথা শুনিয়া বণিক্ বলিলেন, আপনারা কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিলে এইখানেই অধিরাজ বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ হইবেক। আমি অবধারিত জানি, সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে তিনি এই পথ দিয়া বধ্যভূমিতে যাইবেন। বেলার অবসান হইয়াছে; সায়ংকাল আগতপ্রায়; তাঁহার আসিবার আর বড় বিলম্ব নাই। বসুপ্রিয় জিজ্ঞাসিলেন, তিনি কি জন্য এ সময়ে বধ্যভূমিতে যাইবেন? বণিক্ বলিলেন, আপনি কি শুনেন নাই, হেমকূটের এক বৃদ্ধ বণিক্ জয়স্থলের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছিলেন; সেই অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে; তাঁহার শিরশ্ছেদনকালে অধিরাজ বাহাদুর স্বয়ং বধ্যভূমিতে উপস্থিত থাকিবেন। বিলাসিনী চন্দ্রপ্রভাকে বলিলেন, অধিরাজ বাহাদুর দেবালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেই তুমি তাঁহার চরণে ধরিয়া বিচার প্রার্থনা করিবে, কোনও মতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইবে না।

কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, অধিরাজ বিজয়বল্লভ, রাজপুরুষগণ ও বধ্যবেশধারী সোমদত্ত প্রভৃতি সমভিব্যাহারে, দেবালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিবামাত্র চন্দ্রপ্রভা তাঁহার সম্মুখবর্তিনী হইয়া অঞ্জলিবন্ধপূর্বক বিনীত বচনে বলিলেন, মহারাজ! এই দেবালয়ের কর্ত্রী তপস্বিনী আমার উপর যার পর নাই অত্যাচার করিয়াছেন; আপনারে অনুগ্রহ করিয়া বিচার করিতে হইবেক। শুনিয়া বিজয়বল্লভ বলিলেন, তিনি অতি সুশীলা ধর্মশীলা প্রবীণা নারী, কোনও ক্রমে অন্যায় আচরণ করিবার লোক নহেন; তুমি কি কারণে তাঁহার নামে অত্যাচারের অভিযোগ করিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, মহারাজ! আমি মিথ্যা অভিযোগ করিতেছি না; কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়া আমার নিবেদন শুনিতে হইবেক। আমি যে ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ দিয়াছেন, তিনি ও তাঁহার পরিচারক কিঙ্কর উভয়ে উন্মাদরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন; এবং রাজপথে ও লোকের বাটীতে অনেকপ্রকার অত্যাচার করিতেছেন; এই সংবাদ পাইয়া এক বার অনেক যত্নে বন্ধনপূর্বক তাঁহাকে ও কিঙ্করকে বাটীতে পাঠাইয়া দিয়া, কোনও কার্যবশতঃ বসুপ্রিয় স্বর্ণকারের আলয়ে যাইতেছিলাম, ইতিমধ্যে দেখিতে পাইলাম, তিনি ও কিঙ্কর বাটী হইতে পলাইয়া আসিয়াছেন। আমি পুনরায় তাঁহাদিগকে বাটীতে লইয়া যাইবার চেষ্টা পাইলাম। উভয়েই এক বারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। আমাদিগকে দেখিবামাত্র উভয়েই তরবারি হস্তে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তৎকালে আমার সঙ্গে অধিক লোক ছিল না, এজন্য আমি তৎক্ষণাৎ বাটী গিয়া লোকসংগ্রহপূর্বক তাঁহাকে ও কিঙ্করকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলাম। এবার আমাদিগকে দেখিয়া ভয় পাইয়া উভয়ে এই দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। আমরাও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবিষ্ট হইতেছিলাম, এমন সময়ে এখানকার কর্ত্রী তপস্বিনী দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমাদিগকে প্রবেশ করিতে দিলেন না। অনেক বিনয় করিয়া বলিলাম; কিন্তু তিনি কোনও ক্রমে আমায় তাঁহাকে লইয়া যাইতে দিবেন না। আমি তাঁহাকে এ অবস্থায় এখানে

BANGLADARSHAN.COM

রাখিয়া কেমন করিয়া বাটীতে নিশ্চিন্ত থাকিব? মহারাজ! যাহাতে আমি অবিলম্বে তাঁহাকে বাটীতে লইয়া যাইতে পারি, অনুগ্রহপূর্বক তাহার উপায় করিয়া দেন; নতুবা আমি আপনাকে যাইতে দিব না।

এই বলিয়া চন্দ্রপ্রভা অধিরাজের চরণে নিপতিত হইয়া রহিলেন, এবং অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অধিরাজের অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি পার্শ্ববর্তী রাজপুরুষকে বলিলেন, তুমি দেবালয়ের কর্ত্রীকে আমার নমস্কার জানাইয়া এক বার ক্ষণ কালের জন্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বল; অনন্তর তিনি চন্দ্রপ্রভার হস্তে ধরিয়া ভূতল হইতে উঠাইলেন; বলিলেন; বৎসে! শোকসংবরণ কর; এ বিষয়ে মীমাংসা না করিয়া আমি এখান হইতে যাইতেছি না। এই সময়ে এক ভৃত্য আসিয়া অতি আকুল বচনে চন্দ্রপ্রভাকে বলিতে লাগিল, মা ঠাকুরাণি! যদি প্রাণ বাঁচাইতে চান, অবিলম্বে কোনও স্থানে লুকাইয়া থাকুন। কর্তা মহাশয় ও কিঙ্কর উভয়ে বন্ধনচ্ছেদন করিয়াছেন, এবং দাসদাসীকে প্রহার করিয়া দৃঢ় রূপে বন্ধনপূর্বক বিদ্যাধর মহাশয়ের দাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছেন; পরে আগুন নিভাইবার জন্য ময়লা জল আনিয়া তাহার মুখে ঢালিয়া দিয়াছেন। বিদ্যাধর মহাশয়ের উপর প্রভুর যেরূপ রাগ দেখিলাম, তাহাতে হয়ত তাঁহার প্রাণবধ করিবেন। এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয় করুন এবং আপনি সাবধান হউন। শুনিয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, অরে নির্বোধ! তুই মিথ্যা বলিতেছিস; তোর প্রভু ও কিঙ্কর উভয়ে কিছু পূর্বে এই দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। ভৃত্য বলিল, মা ঠাকুরাণি! আমি মিথ্যা বলিতেছি না। তিনি বন্ধনচ্ছেদনপূর্বক দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিলে, আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া আপনকার নিকটে আসিয়াছি। এই কথা বলিতে বলিতে চিরঞ্জীবের তর্জন গর্জন শুনিতে পাইয়া সে বলিল, মা ঠাকুরাণি! আমি তাঁহার চীৎকার শুনিতে পাইতেছি; বোধ হয়, এখানেই আসিতেছেন; আপনি সাবধান হউন। তিনি বারংবার বলিয়াছেন, আপনাকে পাইলে নাক কান কাটিয়া হতশ্রী করিয়া দিবেন। সত্বর পলায়ন করুন, কদাচ এখানে থাকিবেন না। চন্দ্রপ্রভা ভয়ে অভিভূত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অধিরাজ বাহাদুর বলিলেন, বৎসে! ভয় নাই; আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াও। এই বলিয়া তিনি রক্ষকদিগকে বলিলেন, কাহাকেও নিকটে আসিতে দিও না।

BANGLADARSHAN.COM

চিরঞ্জীবকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া চন্দ্রপ্রভা অধিরাজ বাহাদুরকে সম্বোধিয়া বলিলেন, মহারাজ! কি আশ্চর্য দেখুন। প্রথমতঃ আমি উঁহারে দৃঢ় রূপে বদ্ধ করাইয়া বাটীতে পাঠাই; কিঞ্চিৎ পরেই উঁহারে রাজপথে দেখিতে পাই; তত অল্প সময়ের মধ্যে বন্ধনচ্ছেদনপূর্বক রাজপথে উপস্থিত হওয়া কোনও মতে সম্ভব নহে। তৎপরে পলাইয়া এইমাত্র দেবালয়ে করিয়াছেন। দেবালয়ে প্রবেশনির্গমের এক বই পথ নাই; বিশেষতঃ আমরা সকলে দ্বারদেশে সমবেত আছি; ইতোমধ্যে কেমন করিয়া দেবালয় হইতে বহির্গত হইলেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বলিতে কি মহারাজ! উঁহার আজকার কাজ সকল মনুষ্যের বুদ্ধি ও বিবেচনার অগম্য। এই সময়ে জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব উন্মত্তের ন্যায় বিশৃঙ্খল বেশে অধিরাজের সম্মুখদেশে উপস্থিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, দোহাই মহারাজের! আজ আমার উপর ঘোরতর অত্যাচার হইয়াছে; আমি জন্মাবচ্ছেদে কখনও এরূপ অপদস্থ ও অপমানিত হই নাই, এবং কখনও এরূপ লাঞ্ছনাভোগ ও এরূপ যাতনাভোগ করি নাই। আমার স্ত্রী চন্দ্রপ্রভা নিতান্ত সাধুশীলার ন্যায় আপনকার নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন; কিন্তু আমি উঁহার তুল্য দুশ্চারিণী নারী আর দেখি নাই। কতকগুলি ইতরের সংসর্গে কালযাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; এবং, তাহাদের কুমন্ত্রণায় আজ আমায় যে যন্ত্রণা দিয়াছেন, এবং আমার যে

দুরবস্থা করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিবার নয়। আপনারে নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিতে হইবেক; নতুবা আমি আত্মঘাতি হইব।

চিরঞ্জীবের অভিযোগ শুনিয়া অধিরাজ বাহাদুর বলিলেন, তোমার উপর কি অত্যাচার হইয়াছে, বল; যদি বাস্তবিক হয়, অবশ্য প্রতিকার করিব। চিরঞ্জীব বলিলেন, মহারাজ! আজ মধ্যাহ্নকালে আহারের সময় দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমায় বাটীতে প্রবেশ করিতে দেন নাই, এবং সেই সময়ে কতকগুলি ইতর লোক লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়াছেন। শুনিয়া অধিরাজ বাহাদুর বলিলেন, এ কথা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে, স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। অনন্তর তিনি চন্দ্রপ্রভাকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎসে! এ বিষয়ে তোমার কিছু বলিবার আছে? চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, মহারাজ! উনি অমূলক কথা বলিতেছেন। আজ মধ্যাহ্নকালে, উনি, আমি, বিলাসিনী, তিন জনে একত্র আহার করিয়াছি; এ কথা যদি অন্যথা হয়, আমার যেন নরকেও স্থান না হয়। বিলাসিনী বলিলেন, হাঁ মহারাজ! আমরা তিন জনে এক সঙ্গে আহার করিয়াছি; দিদি আপনকার নিকট একটিও অলীক কথা বলেন নাই। উভয়ের কথা শুনিয়া বসুপ্রিয় স্বর্ণকার বলিলেন, মহারাজ! আমি ইঁহাদের তুল্য মিথ্যাবাদিনী কামিনী ভূমণ্ডলে দেখি নাই; উভয়েই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিতেছেন। চিরঞ্জীববাবু আজ উন্মাদগ্রস্তই হউন, আর যাই হউন, উনি যে অভিযোগ করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। আপনি এই দুই দুশ্চারিণীর বাক্যে বিশ্বাস করিবেন না।

অনন্তর, চিরঞ্জীব নিজ দুরবস্থার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নির্দিষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ! আমি মত্ত বা উন্মাদ কিছুই হই নাই। কিন্তু, আজ আমার উপর যেরূপ অত্যাচার হইয়াছে, যাহার উপর সেরূপ হইবেক, সেই উন্মত্ত হইবেক। প্রথমতঃ আহারের সময় দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমায় বাটীতে প্রবেশ করিতে দেন নাই; তৎকালে বসুপ্রিয় স্বর্ণকার ও রত্নদত্ত বণিক্ আমার সঙ্গে ছিলেন। আমি ক্রোধভরে দ্বারভঙ্গে উদ্যত হইয়াছিলাম; রত্নদত্ত অনেক বুঝাইয়া, আমায় ক্ষান্ত করিলেন। পরে আমি বসুপ্রিয়কে সত্বর আমার নিকট হার লইয়া যাইতে বলিয়া রত্নদত্ত সমভিব্যাহারে অপরাজিতার বাটীতে আহার করিলাম। বসুপ্রিয়ার আসিতে অনেক বিলম্ব হওয়াতে আমি উঁহার অন্বেষণে নির্গত হইলাম। পথিমধ্যে উঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তৎকালে ঐ বণিক্‌টি উঁহার সঙ্গে ছিলেন। বসুপ্রিয় বলিলেন, কিঞ্চিৎ পূর্বে আমি তোমায় হার দিয়াছি, টাকা দাও। কিন্তু, জগদীশ্বর সাক্ষী, আমি এ পর্যন্ত হার দেখি নাই। উনি তৎক্ষণাৎ রাজপুরুষ দ্বারা আমায় অবরুদ্ধ করাইলেন। পরে নিরুপায় হইয়া আমার পরিচারক কিঙ্করকে দেখিতে পাইয়া টাকা আনিবার জন্য বাটীতে পাঠাইলাম। সে যে গেল, সেই গেল, আর ফিরিয়া আসিল না। আমি অনেক বিনয়ে সম্মত করিয়া, রাজপুরুষকে সঙ্গে লইয়া, বাটী যাইতেছিলাম, এমন সময়ে আমার স্ত্রী ও উঁহার ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। দেখিলাম, উঁহাদের সঙ্গে কতকগুলি ইতর লোক রহিয়াছে; আর, আমাদের পল্লীতে বিদ্যাধর নামে একটা হতভাগা গুরুমহাশয় আছে, তাহাকেও সঙ্গে আনিয়াছেন। সে, লোকের নিকট, চিকিৎসক বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকে। তাহার মত দুশ্চরিত্র নরাধম ভূমণ্ডলে নাই। সেই দুরাত্মা আজ কাল আমার স্ত্রীর প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছে। সে আমায় দেখিয়া বলিল, আমি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছি। অনন্তর, তদীয় উপদেশ অনুসারে আমাকে ও কিঙ্করকে বদ্ধ করিয়া বাটীতে লইয়া গেল, এবং এক দুর্গন্ধপূর্ণ অন্ধকারময় গৃহে বদ্ধ অবস্থায় রাখিয়া দিল। আমরা অনেক কষ্টে দন্ত দ্বারা বন্ধনচ্ছেদনপূর্বক পলাইয়া আপনকার সমীপে সমুদয় নিবেদন করিতে

BANGLADARSHAN.COM

যাইতেছিলাম; ভাগ্যক্রমে এই স্থানে আপনকার সাক্ষাৎ পাইলাম। আপনি সাক্ষাৎ ধর্মের অবতার, এ রাজ্যে ন্যায় অন্যায় বিচারের একমাত্র কর্তা। আমার প্রার্থনা এই, যথার্থ বিচার করিয়া অপরাধীর সমুচিত দণ্ডবিধান করেন। আমি আপনকার সমক্ষে যে সকল কথা বলিলাম, যদি ইহার একটিও মিথ্যা হয়, আপনি আমার প্রাণদণ্ড করিবেন।

এই বলিয়া চিরঞ্জীব বিরত হইবামাত্র বসুপ্রিয় বলিলেন, মহারাজ! উনি আহারের সময় বাটীতে প্রবেশ করিতে পান নাই, এবং বাটীতে আহার করেন নাই, আমি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছি; তৎকালে আমি উঁহার সঙ্গে ছিলাম। অধিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি উঁহারে হার দিয়াছ কি না, বল! বসুপ্রিয় বলিলেন, হাঁ মহারাজ! আমি স্বয়ং উঁহার হস্তে হার দিয়াছি। উনি কিঞ্চিৎ পূর্বে যখন পলাইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করেন, উঁহার গলায় ঐ হার ছিল, ইঁহারা সকলে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। বণিক্ বলিলেন, মহারাজ! যখন উঁহার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়, তখন এক বারে হারপ্রাপ্তির অস্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু, দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎকারকালে, হার পাইয়াছি বলিয়া স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। আমি উঁহার স্বীকার ও অস্বীকার উভয়ই স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তৎপরে কথায় কথায় বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, উভয়েই তরবারি লইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে উদ্যত হইয়াছিলাম; এমন সময়ে উনি পলাইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করেন; এক্ষণে দেবালয় হইতে বহির্গত হইয়া আপনকার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, মহারাজ! এ জন্মে আমি এ দেবালয়ে প্রবেশ করি নাই; বণিকের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই নাই; বসুপ্রিয় কখনই আমার হস্তে হার দেন নাই। উঁহারা আমার নামে এ তিনটি মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিতেছেন।

BANGLADARSHAN.COM

এই সমস্ত অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগ শ্রবণগোচর করিয়া অধিরাজ বলিলেন, ঈদৃশ দুরূহ কখনও আমার সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। আমার বোধ হয়, তোমাদের সকলেরই দৃষ্টিক্ষয় ও বুদ্ধিবিপর্যয় ঘটিয়াছে। তোমরা সকলেই বলিতেছ, চিরঞ্জীব এইমাত্র দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছে; যদি দেবালয়ে প্রবেশ করিত, এখনও দেবালয়েই থাকিত। তোমরা বলিতেছ, চিরঞ্জীব উন্মত্ত হইয়াছে; যদি উন্মত্ত হইত, তাহা হইলে এরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনা সহকারে এত ক্ষণ আমার সমক্ষে অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগ করিতে পারিত না। তোমরা দুই ভগিনীতে বলিতেছ, চিরঞ্জীব বাটীতে আহার করিয়াছ; কিন্তু বসুপ্রিয় তৎকালে তাহার সঙ্গে ছিল; সে বলিতেছে, চিরঞ্জীব বাটীতে আহার করে নাই। এই বলিয়া তিনি কিঙ্করকে জিজ্ঞাসিলেন, কি রে, তুই কি জানিস বল্। সে বলিল, মহারাজ! কর্তা আজ মধ্যাহ্নকালে অপরাজিতার বাটীতে আহার করিয়াছেন। অপরাজিতা বলিলেন, হাঁ মহারাজ! আজ চিরঞ্জীববাবু আমার বাটীতে আহার করিয়াছিলেন; ঐ সময়ে আমার অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরীয় খুলিয়া লইয়াছেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, হাঁ মহারাজ! আমি এই অঙ্গুরীয়টা উঁহার অঙ্গুলি হইতে খুলিয়া লইয়াছি, যথার্থ বটে। অধিরাজ অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসিলেন, কেমন, তুমি কি চিরঞ্জীবকে দেবালয়ে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছ? অপরাজিতা বলিলেন, আজ্ঞা হাঁ মহারাজ! আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ উক্তি প্রত্যুক্তি শ্রবণগোচর করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া অধিরাজ বলিলেন, আমি এমন অদ্ভুত কাণ্ড কখনও দেখি নাই ও শুনি নাই। আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তোমরা সকলেই উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছ। অনন্তর তিনি এক রাজপুরুষকে বলিলেন, আমার নাম করিয়া তুমি দেবালয়ের কর্ত্রীকে অবিলম্বে এখানে আসিতে বল; দেখা যাউক, তিনিই বা কিরূপ বলেন। রাজপুরুষ, যে আজ্ঞা মহারাজ! বলিয়া, দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন।

চিরঞ্জীব অধিরাজের সম্মুখবর্তী হইবামাত্র, সোমদত্ত তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, যদি শোকে ও দুরবস্থায় পড়িয়া আমার নিতান্তই বুদ্ধির ভ্রংশ ও দর্শনশক্তির ব্যতিক্রম না ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে এ ব্যক্তি আমার পুত্র চিরঞ্জীব, ও অপর ব্যক্তি উহার পরিচারক কিঙ্কর, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। তিনি চিরঞ্জীবকে পুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত অস্থিরচিত্ত হইয়াছিলেন, কেবল অভিযোগের ও প্রত্যভিযোগের গোলযোগে অবকাশ পান নাই; এক্ষণে অধিরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! যদি অনুমতি হয়, কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। অধিরাজ বলিলেন, যাহা ইচ্ছা হয় সচ্ছন্দে বল, কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিও না। সোমদত্ত বলিলেন, মহারাজ! এত ক্ষণের পর এই জনতার মধ্যে আমি একটি আত্মীয় দেখিতে পাইয়াছি; বোধ করি, তিনি টাকা দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিতে পারেন। অধিরাজ বলিলেন, সোমদত্ত! যদি কোনও রূপে তোমার প্রাণরক্ষা হয়, আমি কি পর্যন্ত আহ্লাদিত হই, বলিতে পারি না। তুমি তোমার আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা কর, তিনি তোমার প্রাণরক্ষার্থে এই মুহূর্তে পাঁচ সহস্র টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন কি না। তখন সোমদত্ত চিরঞ্জীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন গো বাবা! তোমার নাম চিরঞ্জীব ও তোমার পরিচারকের নাম কিঙ্কর বটে? বধ্যবেশধারী অপরিচিত বৈদেশিক ব্যক্তি অকস্মাৎ এরূপ প্রশ্ন করিলেন কেন, ইহার মর্ম বুঝিতে না পারিয়া চিরঞ্জীব এক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন সোমদত্ত বলিলেন, তুমি নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় আমার দিকে চাহিয়া রহিলে কেন? তুমি ত আমায় বিলক্ষণ জান। চিরঞ্জীব বলিলেন, না মহাশয়! আপনারে চিনিতে পারিতেছি না, এবং ইহার পূর্বে কখনও আপনাকে দেখিয়াছি এরূপ মনে হইতেছে না। সোমদত্ত বলিলেন, তোমার সঙ্গে শেষ দেখার পর শোকে ও দুর্ভাবনায় আমার আকৃতির এত পরিবর্ত হইয়াছে যে, আমায় চিনিতে পারা সম্ভব নহে; কিন্তু তুমি কি আমার স্বর চিনিতে পারিতেছ না? চিরঞ্জীব বলিলেন, না মহাশয়! আমি আর কখনও আপনকার স্বর শুনি নাই। তখন সোমদত্ত কিঙ্করকে জিজ্ঞাসিলেন, কেমন কিঙ্কর! তুমিও কি আমায় চিনিতে পারিতেছ না। কিঙ্কর বলিল, যদি আমার কথায় বিশ্বাস করেন, তবে বলি, আমি আপনারে চিনিতে পারিতেছি না। অনন্তর সোমদত্ত চিরঞ্জীবকে বলিলেন, আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে, তুমি আমায় চিনিতে পারিয়াছ। চিরঞ্জীব বলিলেন, আমারও নিশ্চিত বোধ হইতেছে, আমি আপনারে চিনিতে পারিতেছি না; চিনিলে অস্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। আর, যখন আমি বারংবার বলিতেছি, আমি আপনারে চিনিতে পারিতেছি না, তখন আমার কথায় অবিশ্বাস করিবারও কোনও কারণ দেখিতেছি না।

চিরঞ্জীবের কথা শুনিয়া, সোমদত্ত বিষণ্ণ ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে এই সাত বৎসরে আমার স্বরের ও আকৃতির এত বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে যে, একমাত্র পুত্র চিরঞ্জীবও আজ আমায় চিনিতে পারিল না। যদিও আমি জরায় জীর্ণ ও শোকে শীর্ণ হইয়াছি, এবং আমার বুদ্ধিশক্তি, দর্শনশক্তি, ও শ্রবণশক্তির প্রায় লোপাপত্তি হইয়াছে, তথাপি তোমার স্বর শুনিয়া ও আকৃতি দেখিয়া আমার স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে, তুমি আমার পুত্র; এ বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় হইতেছে না। শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, মহাশয়! আপনি সাত বৎসরের কথা কি বলিতেছেন, জ্ঞান হওয়া অবধি আমি আমার পিতাকে দেখি নাই। সোমদত্ত বলিলেন, বৎস! যা বল না কেন, সাত বৎসর মাত্র তুমি হেমকূট হইতে প্রস্থান করিয়াছ। এই অল্প সময়ে এক কালে সমস্ত বিস্মৃত হইয়াছ, ইহাতে আমি আশ্চর্যজ্ঞান করিতেছি। অথবা, আমার অবস্থার বৈগুণ্যদর্শনে, এত লোকের সমক্ষে আমায় পিতা বলিয়া

BANGLADARSHAN.COM

অঙ্গীকার করিতে তোমার লজ্জাবোধ হইতেছে। চিরঞ্জীব বলিলেন, মহাশয়! আমি জন্মাবচ্ছেদে কখনও হেমকূট নগরে যাই নাই; অধিরাজ বাহাদুর নিজে, এবং নগরের যে সকল লোক আমায় জানেন, সকলেই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন; আমি আপনকার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিতেছি না। তখন অধিরাজ বলিলেন, সোমদত্ত! চিরঞ্জীব বিংশতি বৎসর আমার নিকটে রহিয়াছে; এই বিংশতি বৎসরের মধ্যে ও যে কখনও হেমকূট নগরে যায় নাই, আমি তাহার সাক্ষী। আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি, শোকে, দুর্ভাবনায়, ও প্রাণদণ্ডভয়ে তোমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাহাতেই তুমি এই সমস্ত অসম্বন্ধ কথা বলিতেছ। সোমদত্ত নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া নিরস্ত হইলেন, এবং দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগপূর্বক অধোবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

এই সময়ে, দেবালয়ের কর্ত্রী, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে সমভিব্যাহারে লইয়া, অধিরাজের সম্মুখবর্তিনী হইলেন, এবং বহুমানপুরঃসর সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, মহারাজ! এই দুই বৈদেশিক ব্যক্তির উপর যথেষ্ট অত্যাচার হইয়াছে; আপনাকে তাহার বিচার করিতে হইবেক। ভাগ্যক্রমে ইঁহারা দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন; নতুবা ইঁহাদের প্রাণনাশ পর্যন্ত ঘটিতে পারিত।

এককালে দুই চিরঞ্জীব ও দুই কিঙ্কর দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র, সমবেত ব্যক্তিবর্গ বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইয়া অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রপ্রভা দুই স্বামী উপস্থিত দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব সোমদত্তকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন, এবং তদীয় দুরবস্থা দর্শনে সজল নয়নে জিজ্ঞাসিলেন, পিতঃ! আমি সাত বৎসর মাত্র আপনকার সহিত বিযোজিত হইয়াছি; এই স্বল্প সময়ের মধ্যে আপনকার আকৃতির এত বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে যে, সহসা চিনিতে পারা যায় না। সে যাহা হউক, আপনকার শরীরে বধ্যবেশ লক্ষিত হইতেছে কেন? হেমকূটবাসী কিঙ্করও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিল এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে জিজ্ঞাসিল, মহাশয়! কে আপনারে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, বলুন। দেবালয়ের কর্ত্রীও কিয়ৎ ক্ষণ অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া সোমদত্তকে চিনিতে পারিয়াছিলেন; এক্ষণে কিঙ্করের কথা শুনিয়া বাষ্পাকুল লোচনে শোকাকুল বচনে বলিলেন, যে বন্ধক করুক, আমি উঁহার বন্ধনমোচন করিতেছি। অনন্তর তিনি সোমদত্তকে জিজ্ঞাসিলেন, কেমন মহাশয়! আপনকার স্মরণ হয়, আপনি লাবণ্যময়ীনাম্নী এক মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; ঐ দুর্ভগার গর্ভে সর্বাংশে একাকৃতি দুই যমজ কুমার জন্মগ্রহণ করে। আমি সেই হতভাগা লাবণ্যময়ী, অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছি। এ জন্মে আর যে আপনকার দর্শন পাইব, এক মুহূর্তের জন্যেও আমার সে আশা ছিল না। যদি পূর্ব বৃত্তান্তের স্মরণ থাকে,–

এই বলিতে বলিতে লাবণ্যময়ীর কণ্ঠরোধ হইল। চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

সহসা চিরঞ্জীবের মুখ দেখিয়া ও তদীয় অমৃতময় সম্ভাষণবাক্য শুনিয়া, সোমদত্তের হৃদয়কন্দর অনির্বচনীয় আনন্দসলিলে উচ্ছলিত হইয়াছিল; এক্ষণে আবার লাবণ্যময়ীর উদ্দেশ পাইয়া যেন তিনি অমৃতসাগরে অবগাহন করিলেন, এবং বাষ্পাকুল লোচনে গদগদ বচনে বলিলেন, প্রিয়ে! আমি যেরূপ হতভাগ্য, তাহাতে পুনরায় তোমার ও চিরঞ্জীবের মুখনিরীক্ষণ করিব, কোনও রূপে সম্ভব নহে। তোমাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতেছি বটে, কিন্তু তুমি যে

BANGLADARSHAN.COM

বাস্তবিক লাবণ্যময়ী, আর ও যে বাস্তবিক চিরঞ্জীব, এখনও আমার সে বিশ্বাস হইতেছে না। বলিতে কি, আমি এই সমস্ত স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিতেছি। যাহা হউক, যদি তুমি যথার্থই লাবণ্যময়ী হও, আমায় বল, যে পুত্রটির সহিত এক গুণবৃক্ষে বদ্ধ হইয়া সমুদ্রে ভাসিয়াছিলে, সে কোথায় গেল? সে কি অদ্যাপি জীবিত আছে? এই কথার শ্রবণমাত্র লাবণ্যময়ীর নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার বাক্যনিঃসরণ হইল না। পরে কিঞ্চিৎ অংশে শোকাবেগের সংবরণ করিয়া তিনি নিরতিশয় করুণ স্বরে বলিলেন, নাথ! তোমার কথা শুনিয়া আমার চিরপ্রসুপ্ত শোকসাগর উথলিয়া উঠিল। তোমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমরা তীরে উত্তীর্ণ হইলে পর, কর্ণপুরের লোকেরা চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে লইয়া পলায়ন করিল। আমি তোমার ও তনয়দিগের শোকে একান্ত বিকলচিত্ত হইয়া অহোরাত্র হাহাকার করিয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিয়ৎ কাল অতীত হইলে কিঞ্চিৎ অংশে শোকসংবরণ করিয়া তোমাদের অন্বেষণে নির্গত হইলাম। কত কষ্টে কত দেশে পর্যটন করিলাম, কিন্তু কোনও স্থানে কোনও সন্ধান পাইলাম না। পরিশেষে তোমাদের পুনর্দর্শনবিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ্বাস হইয়া স্থির করিলাম, আর আমার প্রাণধারণের প্রয়োজন নাই। এত ক্লেশে অসারদেহভারবহন করা বিড়ম্বনামাত্র; অতএব আত্মঘাতিনী হই, তাহা হইলে এক কালে সকল ক্লেশের অবসান হইবেক। পরে, আত্মঘাতিনী হওয়া সর্বথা অনুচিত বিবেচনা করিয়া, জীবনের অবশিষ্ট ভাগ তপস্যা ও দেবকার্যে নিয়োজিত করাই সৎপরামর্শ বলিয়া অবধারিত করিলাম। অবশেষে জয়স্থলে আসিয়া এই দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তপস্বিনীভাবে কালহরণ করিতেছি। জ্যেষ্ঠ চিরঞ্জীব ও তাহার সহচর কিঙ্কর অদ্যাপি জীবিত আছে কি না, আর যদিই জীবিত থাকে, কোথায় আছে, কিছুই বলিতে পারি না। অনন্তর লাবণ্যময়ী ও সোমদত্ত উভয়ে নিস্পন্দ নয়নে পরস্পর মুখনিরীক্ষণ ও প্রভূতবাষ্পবারিবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

সর্বাংশ একাকৃতি দুই চিরঞ্জীব ও দুই কিঙ্কর নয়নগোচর করিয়া, অধিরাজ বাহাদুরও কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, সন্দিহান চিত্তে কত কল্পনা করিতেছিলেন; এক্ষণে লাবণ্যময়ী ও সোমদত্তের আলাপশ্রবণে সর্বাংশে ছিন্নসংশয় হইয়া সহাস্য বদনে বলিলেন, সোমদত্ত! তুমি প্রাতঃকালে আত্মবৃত্তান্তের যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলে, তাহার অনেক অংশে আমার বিলক্ষণ সংশয় ছিল; কিন্তু এক্ষণে তোমাদের স্ত্রীপুরুষের কথোপকথন শুনিয়া সকল অংশে সম্পূর্ণ রূপে সংশয়নিরাকরণ হইল। লাবণ্যময়ীর উপাখ্যান দ্বারা তোমার বর্ণিত বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ সমর্থন হইতেছে। এখন আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, দুই চিরঞ্জীব তোমাদের যমজ সন্তান; দুই কিঙ্কর তোমাদের ক্রীত দাস। আমাদের চিরঞ্জীব অতি শৈশব অবস্থায় তোমাদের সহিত বিযোজিত হইয়াছিলেন, এজন্য তোমায় চিনিতে পারেন নাই। যাহা হউক, মনুষ্যের ভাগ্যের কথা কিছুই বলিতে পারা যায় না। তুমি যাহাদের অদর্শনে এতকাল জীবন্মৃত হইয়া ছিলে, এক কালে সেই সকলগুলির সহিত অসম্ভাবিত সমাগম হইল। তুমি এত দিন আপনাকে অতি হতভাগ্য জ্ঞান করিতে; কিন্তু এক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে, তোমার তূল্য সৌভাগ্যশালী মনুষ্য অতি বিরল। শেষ দশায় তোমার অদৃষ্টে যে এরূপ সুখ ও এরূপ সৌভাগ্য ঘটিবেক, ইহা স্বপ্নের অগোচর।

সোমদত্তকে এইরূপ বলিয়া, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে জয়স্থলবাসী জ্ঞান করিয়া, অধিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন চিরঞ্জীব! তুমি প্রথম কর্ণপুর হইতে আসিয়াছিলে? তিনি বলিলেন, না মহারাজ! আমি নই; আমি হেমকূট হইতে

আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া অধিরাজ সস্মিত বদনে বলিলেন, হাঁ বুঝিলাম, তুমি আমাদের চিরঞ্জীব নও; তুমি এই দিকে স্বতন্ত্র দাঁড়াও; তোমাদের কে কোন্ ব্যক্তি, চিনা ভার। তখন জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, মহারাজ! আমি কর্ণপুর হইতে আসিয়াছিলাম; আপনকার পিতৃব্য বিখ্যাত বীর বিজয়বর্মা আমায় সঙ্গে আনিয়াছিলেন। জয়স্থলবাসী কিঙ্কর বলিল, আমি উঁহার সঙ্গে আসি। বিজয়বল্লভ বলিলেন, তোমরা দুজনে একসঙ্গে একদিকে দাঁড়াও।

এই সময়ে চন্দ্রপ্রভা চিরঞ্জীবদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমাদের দুজনের মধ্যে কে আজ মধ্যাহ্নকালে আমার সঙ্গে আহার করিয়াছিলে। হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, তুমি কি আমার স্বামী নও। তিনি বলিলেন, না, আমি তোমার স্বামী নই; কিন্তু তুমি স্বামী স্থির করিয়া আমায় বলপূর্বক বাটীতে লইয়া গিয়াছিলে, এবং সেই সংস্কারে আমায় অনেক অনুযোগ করিয়াছিলে। তোমার ভগিনীও আমায় ভগিনীপতিজ্ঞানে পূর্বাপর সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু আদ্যোপান্ত বলিয়াছিলাম, জয়স্থলে আমার বাস নয়, আমি তোমার পতি নই, আমি এ পর্যন্ত বিবাহ করি নাই। তোমরা তৎকালে আমার সে সকল কথায় বিশ্বাস কর নাই। আমিই তোমার পতি, তোমার উপর বিরক্ত হইয়া ঐরূপ বলিতেছি, তোমরা দুই ভগিনীতেই পূর্বাপর সেই জ্ঞান করিয়াছিলে। এই বলিয়া তিনি বিলাসিনীকে সম্ভাষণ করিয়া সস্মিত বদনে বলিলেন, আমি তৎকালে পরিণয়প্রস্তাব করাতে তুমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলে, এবং আমায় যথোচিত ভর্ৎসনা ও বহুবিধ আপত্তির উত্থাপন করিয়াছিলে; এখন বোধ হয় তোমার আর সে সকল আপত্তি হইতে পারে না। বিলাসিনী শুনিয়া লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন। কিন্তু তদীয় আকার প্রকার দর্শনে সন্নিহিত ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিলেন, চিরঞ্জীবের প্রস্তাবে তাঁহার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। এই পরিণয়প্রসঙ্গশ্রবণে নিরতিশয় পরিতোষপ্রদর্শন করিয়া, অধিরাজ বিজয়বল্লভ প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে বলিলেন, শুভ কার্যের বিলম্বে প্রয়োজন নাই; চিরঞ্জীব! বিলাসিনী কল্য তোমার সহধর্মিণী হইবেন।

BANGLADARSHAN.COM

অনন্তর বসুপ্রিয় স্বর্ণকার হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে জিজ্ঞাসিলেন, আমি আপনাকে যে হার দিয়াছিলাম, আপনার গলায় এ সেই হার কি না; তিনি বলিলেন, এ সেই হার বটে; আমি একবারও তাহা অস্বীকার করি নাই; তখন জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব স্বর্ণকারকে বলিলেন, তুমি কিন্তু এই হারের জন্যে আমায় অবরুদ্ধ করাইয়াছিলে। বসুপ্রিয় লজ্জিত হইয়া বলিলেন, হাঁ মহাশয়! আমি আপনারে রাজপুরুষের হস্তে সমর্পিত করিয়াছিলাম। কিন্তু, পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আপনি আমায় অপরাধী করিতে পারেন না। চন্দ্রপ্রভা স্বীয় পতিকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমার অবরোধের সংবাদ পাইয়া কিঙ্কর দ্বারা যে স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়াছিলাম, তুমি কি তাহা পাও নাই। জয়স্থলবাসী কিঙ্কর বলিল, কই আপনি আমা দ্বারা স্বর্ণমুদ্রা পাঠান নাই। তখন হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি কিঙ্করকে জাহাজের অনুসন্ধানে পাঠাইয়া, পান্থনিবাসে বসিয়া উৎসুক চিত্তে তাহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময়ে সে আসিয়া তোমার প্রেরিত বলিয়া আমার হস্তে এই স্বর্ণমুদ্রার থলি দেয়; আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আপন নিকটে রাখিয়াছিলাম।

এইরূপে সংশয়াপনোদনকাণ্ড সমাপিত হইলে জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, মহারাজ! আমি যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে সায়ংকালের মধ্যে দণ্ডের টাকা দিলেও আমার পিতা প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবেন, আপনি দয়া করিয়া এই আদেশপ্রদান করিয়াছেন; অনুমতি হইলে ঐ টাকা আনাইয়া দি। বিজয়বল্লভ বলিলেন, চিরঞ্জীব! তোমাদের এই অসম্ভাবিত সমাগদর্শনে আমি যে অনির্বচনীয় প্রীতিলাভ করিয়াছি, তাহাতে আমার সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যের প্রাপ্তি অপেক্ষাও

অধিকতর লাভবোধ হইয়াছে; অতএব তিনি সন্নিহিত রাজপুরুষদিগকে সোমদত্তের বন্ধনমোচন ও বধ্যবেশের অপসারণ করিতে আদেশ দিলেন।

এইরূপে সকল বিষয়ের সমাধান হইলে, লাবণ্যময়ী গলবস্ত্রা ও কৃতাঞ্জলি হইয়া বিজয়বল্লভকে বলিলেন, মহারাজ! আমার কিছু প্রার্থনীয় আছে; কৃপা করিয়া শ্রবণ করিতে হইবেক। বিজয়বল্লভ বলিলেন, লাবণ্যময়ি! যাহা ইচ্ছা হয় সচ্ছন্দে বল; সঙ্কুচিত হইবার অণুমাত্র আবশ্যকতা নাই; আজ তোমার কোনও কথাই অরক্ষিত হইবার বা কোনও প্রার্থনাই অপরিপূরিত থাকিবার আশঙ্কা নাই। শুনিয়া সাতিশয় হর্ষিত ও উৎসাহিত হইয়া লাবণ্যময়ী বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি এতকাল মনে করিতাম, আমার মত হতভাগ্যা মানবী ভূমণ্ডলে আর নাই; কিন্তু আজ দেখিতেছি, আমার মত ভাগ্যবতী অতি অল্প আছে। চিরবিয়োগের পর, এই অতর্কিত পতিপুত্রসমাগম দ্বারা আমি যে আজ কি হইয়াছি, বলিতে পারি না; আমার কলেবর আনন্দপ্রবাহের সমাবেশ হইতেছে না। মহারাজ! আজ আমার কি উৎসবের দিন, আপনি অনায়াসে তাহার অনুভব করিতে পারিতেছেন। বলিতে কি মহারাজ! এখনও এই সমস্ত ঘটনা আমার স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার প্রথম প্রার্থনা, এই, অনুগ্রহপ্রদর্শনপূর্বক আমায় পতি, পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া দেবালয়ে এই উৎসবরজনী অতিবাহিত করিবার অনুমতিপ্রদান করেন; দ্বিতীয় প্রার্থনা এই, যে সকল ব্যক্তি আজ এই অদ্ভুত ঘটনার সংশ্রবে ছিলেন, তাঁহারা সকলে দেবালয়ে উপস্থিত থাকিয়া কিয়ৎ কাল আমোদ আহ্লাদ করেন; তৃতীয় প্রার্থনা এই, মহারাজ নিজে উৎসবসময়ে দেবালয়ে অধিষ্ঠান করেন; চতুর্থ প্রার্থনা এই, আমার তৃতীয় প্রার্থনা যেন ব্যর্থ না হয়।

BANGLADARSHAN.COM

লাবণ্যময়ীর প্রার্থনা শ্রবণে বিজয়বল্লভ সহাস্য বদনে বলিলেন, আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আজ আমি যেরূপ আনন্দলাভ করিয়াছি, জন্মাবচ্ছেদে কখনও তাদৃশ আনন্দের অনুভব করি নাই; এবং উত্তরকালেও যে কখনও আর তদ্রূপ আনন্দলাভ ঘটিবেক, তাহা সম্ভাবিত বোধ হইতেছে না। অধিক আর কি বলিব, তোমরা আজ যেরূপ আনন্দের অনুস্তব করিতেছ, আমিও নিঃসন্দেহ সেইরূপ, বরং তদপেক্ষা অধিক আনন্দের অনুভব করিতেছি। চিরঞ্জীব! আমি যে পুত্রনির্বিশেষে তোমার লালন পালন করিয়াছিলাম, আজ তাহা সর্বতোভাবে সার্থক হইল। বোধ হয়, আমি পিতৃব্যের নিকট হইতে আগ্রহপূর্বক তোমায় না হইলে, আজকার এই অভূতপূর্ব সংঘটন দেখিতে, ও তন্নিবন্ধন এই অননুভূতপূর্ব আনন্দের অনুভব করিতে পাইতাম না। যাহা হউক, লাবণ্যময়ি! আমি স্থির করিয়াছিলাম, তোমাদের সকলকে আমার আলয়ে লইয়া গিয়া, এবং রাজধানীর সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোককে সমবেত করিয়া, আমোদ-আহ্লাদে এই উৎসবের রজনী অতিবাহিত করিব। কিন্তু তোমার ইচ্ছা শ্রবণগোচর করিয়া আমার সে ইচ্ছায় বিসর্জন দিলাম। আজ তোমার যে সুখের দিন, তাহাতে কোনও অংশে তোমার মনে অসুখের সঞ্চার হইতে দেওয়া উচিত নহে। ইচ্ছাবিঘাত হইলে পাছে তোমার অন্তঃকরণে অণুমাত্রও অসুখ জন্মে, এই আশঙ্কায় আমি তোমার প্রার্থনায় সম্মত হইলাম। আজ সকল বিষয়ে তোমার ইচ্ছাই বলবতী থাকিবেক।

এই বলিয়া, রাজপুরুষদিগের প্রতি রাজধানীস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের নিমন্ত্রণের, ও উপস্থিত মহোৎসবের উপযোগী আয়োজনের আদেশ দিয়া, অধিরাজ বিজয়বল্লভ সোমদত্তপরিবারের সহিত দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন।